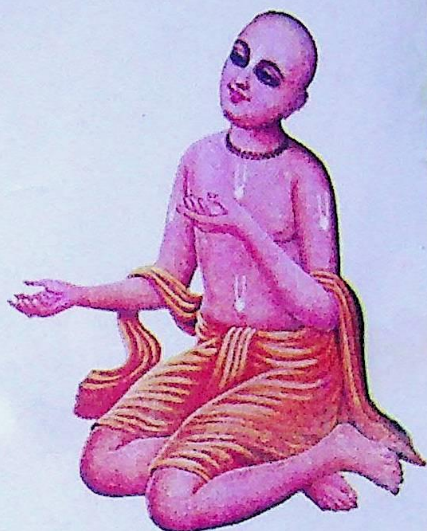
চার আচার্য্যের জীবনী


শ্রীমধ্বাচার্য


ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু


শ্রীরামানুজাচার্য


শ্রীনিম্বার্কাচার্য


শ্রীবিষ্ণুস্বামী

মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

২৩

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

চার আচার্য্যের জীবনী

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক
"গৌড়ীয়"-তে ১৯২৭ সালের ২য় সংখ্যা হতে ১৯২৮ সালের
৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রবন্ধাকারে এই পুস্তকের
বিষয়বস্তু প্রকাশিত হইয়াছে।



মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রকাশক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(সাধারণ সম্পাদক ও আচার্য)

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া।

প্রথম - সংস্করণ

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী বাসর।

১৬ আগষ্ট, ২০০৬ খৃষ্টাব্দ



—প্রাপ্তিস্থান—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ—শ্রীমায়াপুর

জেলা—নদীয়া। পিনঃ—৭৪১৩১৩

ভিক্ষা – ৩০ টাকা

মুদ্রাকরঃ—

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠস্থিত 'সারস্বত প্রেস' কম্পিউটার বিভাগ হইতে

শ্রীভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রকাশকের নিবেদন

আমরা দেখছি মূলতঃ চারটি উৎস থেকে চারটি শাশ্বত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। সময়ের তারতম্যানুসারে ক্রমাধারায় (১) সদাশিব থেকে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (২) শ্রীসনকাদি ঋষি থেকে শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের ভেদাভেদবাদ (৩) শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের বক্ষস্থিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবী থেকে শ্রীরামানুজ আচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং (৪) শ্রীব্রহ্মা থেকে শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ—এই চার জন আচার্য্যের অভ্যুদয় কাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে তথাপি ক্রমপন্থায় আচার্য্য চতুষ্টয়ের যে কাল নির্ণয় তথ্য অনুসারে আমরা তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম। বিস্তারিত এই পুস্তকে উল্লিখিত হয়েছে।

ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কালে শ্রীরঙ্গমে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব শ্রীভেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা যে করেছিলেন তাহাতে ঐ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে যাহা উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে কিছুটা জানতে পারি। তবে এখানে বিশেষ উল্লেখ করার প্রয়োজন হচ্ছে এই যে, শ্রীভেঙ্কট ভট্টের পুত্র গৃহত্যাগ করে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তত্ত্ববিচার জ্ঞান লাভ করে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্দেশ মত, বৃন্দাবনে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র শ্রীরূপ-সনাতনের সঙ্গে কাটান এবং বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামীদের অন্যতম গোপালভট্ট গোস্বামী নামে পরিচয় লাভ করেন। তাঁর অবদান—শ্রীসনাতন গোস্বামীর সংকলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস, এই পুস্তকটির বহুলাংশই তাঁর তর্জ্জমা। ইহা হতে শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বিধিমার্গের বেশ কিছু প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই গোপালভট্ট গোস্বামী নাকি শ্রীজীব গোস্বামীর ষট্‌দর্শনের বহুলাংশ তর্জ্জমা করেছেন। আরও এই গোপালভট্টের খুল্লতাত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী নামধেয় হয়ে ব্রজেতেই অবস্থান করেন। তিনি শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতম্, শ্রীনবদ্বীপ ধাম শতকম্ এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব সুধানিধি প্রভৃতি অমূল্য পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের শেষের দিকে শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের মূলপীঠ উডুপী, তথায় পৌঁছিয়ে মধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যের সঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনা করেছিলেন--তাহাও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীবল্লভাচার্য্য যখন দ্বিতীয় বার পুরুষোত্তম ধামেতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করেছিলেন তখন বল্লভাচার্য্য পাণ্ডিত্যের দাম্ভিকতায় শ্রীমদ্ভাগবতের তিনি যে টীকা করেছেন তাতে শ্রীধর স্বামীকে মানতে পারেন নাই, সে কথা বলিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে ভৎর্সনা করেছিলেন। এই শ্রীধর স্বামী শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তৎসম্প্রদায়ভুক্ত। ইহা ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর

সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের বা শ্রীনিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলনের অধিক কোন কথা আমরা জানতে পারি না। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর ষট্‌সন্দর্ভে শ্রীধর স্বামীর ভাগবত টীকার কিছু অংশ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁর ভাগবতের টীকায় শ্রীধর স্বামীর ভাগবত টীকার বেশ কিছু বিষয়বস্তু গ্রহণ করেছেন। তাঁরই অধস্তন শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, তাঁর বেদান্তের গোবিন্দ ভাষ্যের টীকাতে শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের বহুলাংশ উদ্ধৃতি করলেও তাঁর বিচারটি কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ধারা যে শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী তাহাদের লেখনীর মধ্যে প্রকাশ করেছেন তাহারই অনুসরণে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁর প্রমেয় রত্নাবলীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় ইহাই জানিয়েছেন। অনেকে ভ্রমবশতঃ ধারণা করেন যে এই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুই শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করেছেন কিন্তু তাহা নয়, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য গোপাল গুরু গোস্বামী তাঁহার শিষ্য ধ্যানচন্দ্র গোস্বামী এই ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায় স্বীকার করেছেন, তার একটি কারণ, যদিও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ ভগবান্ রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু তথাপি তিনি কৃপাপরবশ হয়ে মধ্বসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে, তাঁকে গৌরবান্বিত করেন; আরও আচার্য লীলাভিনয় করার জন্য শ্রীব্যাসদেব তাঁর লিখিত পদ্মপুরাণে "যে চারটি মূল উৎস থেকে সম্প্রদায় রক্ষা না করলে মন্ত্রসমূহ কখনও সিদ্ধিপ্রদ হয় না" সেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ নিজেদেরকে ব্রহ্ম-মধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলে গৌরব বোধ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বলিখিত যে চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়, সেই সম্বন্ধে এই বঙ্গদেশে পণ্ডিতমণ্ডলী অজ্ঞাত ছিলেন বলে বলার বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর সজ্জনতোষণী পত্রিকাতে এই চারি সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রবন্ধাকারে কিছু প্রকাশ করেন। তৎপর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করে, ভারত ও বহির্ভারতে ৬৪টি শ্রীগৌড়ীয়মঠ স্থাপন করেন। তন্মধ্যে মহানগরী ঢাকায় যে গৌড়ীয়মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার নাম রেখেছেন শ্রীমধ্বগৌড়ীয় মঠ; আরও বৈশিষ্ট্য হলো তিনি যে শ্রীধাম মায়াপুরে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যেমন প্রকাশ করেছেন, অনুরূপ ঐ মন্দিরে চারি কোণে চারটি প্রকোষ্ঠে পূর্ব্বলিখিত চারি আচার্যের শ্রীবিগ্রহ ও তৎসহ তাঁহাদের যে মূল উৎস শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীসদাশিব এবং শ্রীচতুঃসন ইঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠা করে নিয়মিত পূজাদির প্রবর্তন করেন। সেই শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই পুস্তকটিতে চারি সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এতৎ উপলক্ষ্যে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ

করি যে, তাঁহারই প্রেষ্ঠমূর্ত্তি ও অধস্তন অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজ, তাঁহার "গৌড়ীয় দর্শনে পরমার্থের আলোক" পুস্তিকায় মূল বৈষ্ণব চার আচার্য্যের মতের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের কতটা সামঞ্জস্য আছে, তাহা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-তে ১৯২৭ সালের ২য় সংখ্যা হতে ১৯২৮ সালের ৩৩ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রবন্ধাকারে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু প্রকাশিত হয়। তথা হইতে শ্রীমান্ ভক্তিস্বরূপ সন্ন্যাসী মহারাজ বহু যত্ন করে উহা তর্জ্জমা করে এবং শ্রীমান্ রামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিমল কৃষ্ণ দাস, আমাদের মঠের কম্পিউটারে কম্পোজ করে; শ্রীঅনাথবন্ধু দাসাধিকারী ও শ্রীশ্বেতদ্বীপ দাসাধিকারী প্রুফ দেখার সম্পূর্ণ যত্ন লয়েছেন, সুতরাং এই সেবার জন্য উপরে উল্লিখিত সকলেই যে পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণের কৃপাভাজন হয়েছেন তা বলা বাহুল্য। এই পুস্তক প্রকাশ করার জন্য আমি ভগ্নশরীরে হস্তকম্পন রোগগ্রস্ত হওয়ায় আমার এই প্রকাশকের নিবেদনটির শ্রুতিলিপি শ্রীমান্ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী লিখে দেয়। এই পুস্তকটির প্রকাশের পূর্বে compose matter-এর আদ্যপ্রান্ত পাঠ করার সময় লেখার অনেক ভুলত্রুটি, composing-এর অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে এবং উহা যথাযথ বিন্যাস করা হয়। সুতরাং যেটুকু সেবাধিকার পেয়েছি তাতে নিজেকেও ধন্যবোধ করি।

—যতি

শ্রীযোগপীঠ
২৩।৭।২০০৬





আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহগণ

আচার্য্যের অসমোর্দ্ধ-মহত্ত্ব

অনেকের ধারণা, ভক্তিমার্গটি বুঝি কোমল পুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত। অন্ধ বিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচারিতা, বিচার-রাহিত্য, ভাবপ্রবণতা, মনের উচ্ছ্বাস—এই সমস্তই ভক্তি পর্য্যায়ে গণ্য! কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের বাক হইতে জানা যায় যে, ভক্তি পথটী জীবের পরম প্রয়োজন লাভের একমাত্র রাজকীয় বর্ত্ম হইলেও উহা কণ্টক-রুদ্ধ। বিশেষতঃ কলি বা তর্ক-বিবাদ-যুগে উহা কোটি-কণ্টক-রুদ্ধ।

ভক্তিপথের যাত্রিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে কৃষ্ণচরণকল্পতরুর সনিধানে পৌঁছিয়া প্রেমামৃত-ফল আস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য নির্হেতুক-কৃপাসিন্ধু ভগবৎ-প্রেরিত আচার্য্যগণ ভক্তিপথে প্রবেশেচ্ছুগণকে পথের কোটি বিঘ্নরাশির কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণের এইরূপ স্বভাব-সুলভ অহৈতুকী বৃত্তিটী জীবের প্রতি অমন্দোদয়-দয়ার উদাহরণ।

কণ্টক উন্মূলন কালে হস্ত ক্ষত-বিক্ষত হইতে পারে এবং কণ্টক-বনস্থিত সর্পাদি ক্রূর-স্বভাব হিংস্রজন্তু দংশনাদিও করিতে পারে, ইহা জানিয়াও যেমন কণ্টক-উন্মূলনকারীর তৎকার্য্যে নিরুৎসাহ দেখা যায় না, পরন্তু যাহাতে কণ্টকরাশি ও হিংস্রজন্তুকুল পথিকের কোনও প্রকার অমঙ্গল করিতে না পারে, তৎসাধনেই কণ্টকোন্মূলনকারীর বিশেষ প্রচেষ্টা ও উত্তরোত্তর উৎসাহ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আচার্য্যের চরিত্রেও ভক্তিপথের কোটি কণ্টক উন্মূলনে উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহ-ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা স্বার্থপর, স্বসুখকামী, জাড্যগ্রস্ত বা অধার্ম্মিকলোকভীরু, তাহারা বহির্ম্মুখ লোকগণের চিৎকারে হটিয়া যায়, কিম্বা মনে করে যখন আমার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা স্বসুখটীই দরকার, তখন অপরের উপকার করিতে গিয়া নানাপ্রকার হাঙ্গামা পোহান কি দরকার? বহির্ম্মুখ লোকের গালি-গালাজ শুনারই বা কি আবশ্যক? আর এক শ্রেণী মনে করেন, নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইয়া গেলে এসব কিছু হাঙ্গামা নাই। লোকের ভাল-মন্দ-গঞ্জনা কিছুই শুনিতে হয় না। কিন্তু পরদুঃখ-দুঃখী আচার্য্য এইরূপ স্বার্থপর, স্বসুখকামী বা জাড্যগ্রস্ত নহেন; তিনি লোকভীরু নহেন। তিনি বলেন, যদি শত শত লোকের এমন কি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত বহির্ম্মুখ জীবের সমবেত কণ্ঠে সমুচ্চারিত পৌরুষভাষাও আমার উপর বর্ষিত হয়, তাহাও আমি বরণ করিয়া বাস্তব-সত্যের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিব। ঐরূপ সত্যকথা যদি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আনখ কেশাগ্র কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ কোটি কোটি জীবের মধ্যে একটীরও কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের কৈতব-কালিমা বিদূরিত করে, তাহা হইলেও আমি বুঝিব যে, আমি মহাপ্রভুর মনো ভীষ্ট.সেবা করিতে পারিলাম। কারণ আমি জানি, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব, তাহারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-ফলেই

ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে গতায়াত করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবকোটি—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ—পরম সত্যবিমুখ। অতএব সকলে সত্য কথা শুনিবে না, কোটি জীবের মধ্যে যদি একটীও সত্য কথা শুনিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। আবার সেই জীব সত্যে অধিষ্ঠিত হইয়া অপরকে পরম সত্যের কথা শুনাইতে পারিবেন। এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, "রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচার কার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচার কর্ত্তা, জগতের অধিক উপকার সাধন করেন।"

(সজ্জনতোষণী ৪র্থ খণ্ড ৩১ পৃঃ)

জগতে যাঁহারাই সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বহির্ম্মুখ, অপস্বার্থান্ধ, মাৎসর্য্যপর সমাজের সত্য-বিরোধ-চেষ্টা লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। যাঁহারা জাড্যপ্রিয় ও স্বসুখ-প্রয়াসী মাত্র হইয়া গড্ডলিকা-প্রবাহ-ন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক গতায়াত-প্রাপক গতানুগতিক ধর্ম্মকে নিষ্কণ্টক বিবেচনায় বরণ করিয়াছেন বা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আব্রহ্মস্তম্বের আনখ-কেশাগ্র কৃষ্ণবিমুখতা-দর্শনে তাহাদের মঙ্গলোদয়-বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাহাদের প্রতি উদাসীনতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভজনানন্দে মগ্ন হইয়াছেন কিংবা অত্যন্ত জাড্যগ্রস্ত আর এক শ্রেণীর আনুকরণিক-সম্প্রদায়—ঢঙ্গবাদি সম্প্রদায়—যাঁহারা আত্ম ও পরবঞ্চনার্থ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা ও আরামকামী হইয়া প্রকৃত ভজনানন্দিগণের অনুকরণ মাত্র করিতেছেন, এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ কপট, স্বসুখ-কামী ও অধার্ম্মিকলোক ভীরু অর্থাৎ প্রকারান্তরে পারমার্থিকের বেশে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লৌকিক সমাজেরই অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহারা বহির্ম্মুখ-লোক-প্রিয়তাকেই তাঁহাদের পরম প্রয়োজন ও কৃতার্থতার বিষয় মনে করিতেছেন। সুতরাং সেই প্রকার লোক-প্রিয়তা-কাঙ্ক্ষি ব্যক্তিগণের কোন প্রকার লোক-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। তাহারা 'অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবোমত' হইয়া নিয়ত লোকপ্রিয়তা ও কনক-কামিনী অর্জ্জনার্থই ব্যস্ত আছেন। সুতরাং মাদকদ্রব্যসেবি সমাজে যেমন ধূম্রপানের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বহির্ম্মুখ লোক-সমাজে বা বহির্ম্মুখ লোকপরিচালিত বার্ত্তাবহের স্তম্ভে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর অর্থাৎ স্ব-সুখ-প্রয়াসী গতানুগতিক ধর্ম্মাবলম্বী নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং ভজনানন্দী পরমহংস বৈষ্ণবের অনুকরণকারী নিষ্কিঞ্চনব্রুবগণের প্রশংসাই শ্রুত হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একটী প্রকৃত ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব (যেমন কুলিয়ার চড়ায় শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ) তাঁহারা পার্থিব সমস্ত ব্যাপার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের ভোগ্য ভাগের অংশীদার হইতে বিচ্যুত, সমাজ হইতে দূরগত, অসমর্থ ও উহাদের চতুরতা বুঝিতে অক্ষম মনে করিয়া যেন কৃপা পূর্ব্বকই তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দাবাদাদি করেন না। কিন্তু আচার্য্য প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর ন্যায় বহির্ম্মুখ

লোকপ্রিয়তার অপেক্ষা করেন না বা শেষোক্ত ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের ন্যায় কেবল স্বভজনে রত থাকেন না; পরন্তু স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগমনে জগতের হিতার্থ জগতের সহিত আচার-ব্যবহার করেন বলিয়া তিনি বহির্ম্মুখ লোকের স্বভাব-সুলভ মৎসরতার দৃষ্টিতে পতিত (?) হইয়া থাকেন। তাই, সত্যপ্রচারকারী পুরুষমাত্রেরই বিষ্ণু-বিমুখ লোক-সমাজ হইতে সাধারণ লোক-চক্ষে নির্য্যাতনের দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ লোক-চক্ষে পরিলক্ষিত হয় বলিবার কারণ এই যে, প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবে রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় প্রকৃতি-জনের মৎসরতার স্পর্শ নাই।

প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রচারকের আসন গ্রহণ না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের নয়নতারা, কণ্ঠের হার ও হৃদয়ের নিধিস্বরূপ আদর, যত্ন, স্নেহ, বাৎসল্য, স্তুতি-প্রশংসার পাত্র ছিলেন। কিন্তু যে দিন হইতে দৈত্যরাজের সমীপে মুখ ফুটিয়া সত্য কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন—বিষ্ণুভক্তির ঐকান্তিকতা, গৃহব্রত-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, গৃহব্রত কুলগুরুগণের অকর্ম্মণ্যতা, পরমহংসকুলের সেবা এবং সমবয়স্ক দৈত্যবালকগণের নিকট গৃহব্রত দৈত্যসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হরিভজনের আবশ্যকতা প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে প্রহ্লাদের শত্রু এক একটী করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যের কথা দূরে যাউক, বদ্ধজীবের নিকট পিতা-পুত্ররূপ যে একটী ঘনিষ্ঠ মায়িক সম্বন্ধ—যে মায়িক সম্বন্ধও মোহে পড়িয়া পিতা 'অসিতবরণ' পুত্রকেও কষিত-কাঞ্চনরূপে দর্শন করেন, কাণা পুত্রকেও পদ্মপলাশলোচন দেখেন, কুলাঙ্গারকেও বংশ-বিভূষণরূপে জানেন, পুত্রের শত দোষও পিতার মোহ-দৃষ্টিতে গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আজ কি না প্রহ্লাদের সত্যকথা প্রচার কার্য্যটী সেইরূপ মোহগ্রস্ত পিতার নিকটও এমন একটী মহান্ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইল—যাহার জন্য হিরণ্যকশিপু আত্মা হইতেও অধিকতর প্রিয় পুত্রের প্রতি শতপ্রকারে বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাগতিক দৃষ্টান্তে কে কখন শুনিয়াছে যে, কোন পিতা নিজ স্বার্থের জন্য প্রাণাপেক্ষা শিশু পুত্রকে—যে পুত্র এখনও স্ত্রীর প্রলোভনে পড়িয়া পিতাকে কোন প্রকারে অনাদর করিতে শিখে নাই কিম্বা বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মত রাজ্যের লোভ-বশবর্ত্তী হইয়া পিতার শত্রু হয় নাই—পাঁচ বৎসরের কমনীয় বালক মাত্র—সেই পুত্রকে মত্ত হস্তীপদতলে নিক্ষেপ করিতে পারেন, পর্ব্বত হইতে পাতিত করিতে পারেন, জ্বলন্ত অনলে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, বিষ-প্রয়োগ করিতে পারেন! প্রহ্লাদের দোষ—তিনি সত্য কথা প্রচার করেন! সত্যকথা প্রচারকারীর শত্রু বাহিরের স্বার্থপরায়ণ লোকে হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দেখা যায়, সত্যযুগে—যে সময় চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, সে সময়ও সত্যকথাপ্রচারকারী পুত্রের শত্রুতা আচরণ করিতে পিতা পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই! পিতার স্বভাব-সুলভ বাৎসল্যমাখা হৃদয়ও সত্যকথাপ্রচারকারী

পুত্রের প্রতি নৃশংস হইয়াছিল! ধন্য অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণুবহির্ম্মুখতার শক্তি! জীব আ-নখকেশাগ্র এতই বিষ্ণুবিমুখ যে, সত্যকথা--কৃষ্ণের স্বরূপ-লক্ষণের কথা কিছুতেই শুনিবে না---ইহা যেন তাহার বিমুখতার একটী ব্রত--তাহার স্বভাবের একটী প্রতিজ্ঞা।

যে স্থানে সত্যযুগেও এইরূপ সত্যে অনাদর ও সত্যপ্রচারকারীর প্রতি নৃশংসতার আদর্শ উদাহরণ দৃষ্ট হয়, সে স্থানে কলি বা বিবাদ-তর্কযুগে যে সত্যের প্রতি বিরাগ ও সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যগণের প্রতি শতমুখী বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সাত্বতধর্ম্ম-প্রচারক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীমদ্রামানুজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরামানুজ যখন বাল্য বয়সে গুরু যাদবপ্রকাশের নিকট "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শুনিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণু-বিরোধীগুরু-ব্রুবের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু নির্য্যাতন নয়, গুরু-অভিমানী যাদবপ্রকাশ শিষ্যের প্রাণসংহার করিবার জন্য বিপুল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজকগণ শ্রীবিষ্ণু-ভোগ্য-দ্রব্যাদি অপহরণ করিতেন এবং বিষ্ণুসেবায় উদাসীন থাকিয়া বিষ্ণুর অর্থে স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্রের সেবাকেই বিষ্ণু-সেবা বলিয়া সাধারণ লোককে বঞ্চনা করিতেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দেবলগণের ঐ প্রকার চৌর্য্য ও ভোগলালসার প্রতিবাদ করিলেন। যেখানে সত্য প্রচার, সেখানে স্বার্থান্ধ, সত্যবিরোধিগণ সত্য-প্রচারকের শত্রু হইয়া উঠিবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই শ্রীরঙ্গমের পূজারিগণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রাণসংহারার্থ প্রথমে বিষ-মিশ্রিত অন্ন প্রদান করিলেন। কোন পূজারীর সরল-প্রাণা স্ত্রী আচার্য্য রামানুজকে ইঙ্গিতে পূজারিগণের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা জানাইলে আচার্য্য সেই অন্নগুলি একটী কুক্কুরকে প্রদান করেন; কুক্কুরটী সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। আর একদিন উক্ত পূজারিগণ শ্রীরঙ্গনাথের চরণামৃতের সহিত শ্রীরামানুজকে বিষপ্রদান করিয়াছিলেন। এই মায়িক জগৎ সর্ব্বকালেই বিষ্ণু-বিরোধিগণের সংখ্যাধিক্য ও আধিপত্যদ্বারাই পরিবেষ্টিত ও শাসিত। সুদুর্ল্লভা ও সুগোপ্যা ভক্তিনিধির সংরক্ষণার্থই অসুর-মোহন বিষ্ণুর ইচ্ছায় এইরূপ ব্যবস্থাপিত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়কালে এক বিষ্ণু-বিরোধী স্মার্ত্ত চোলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন; আচার্য্য রামানুজ যখন ঐ স্মার্ত্তরাজার রাজ্যমধ্যে বিষ্ণু উপাসনা ও সত্যকথা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ঐ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত রুদ্রোপাসক চোলরাজের মাৎসর্য্যানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তরাজ রামানুজকে বলপূর্ব্বক স্মার্ত্ত শৈব করাইবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত কখনও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কেশও স্পর্শ করিতে পারেন না।

হউক না কেন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত বহির্ম্মুখ সমাজের নেতা, অধিক কি হউক না কেন রাজ্যের অধিপতি---দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের

শাসনের অধীন বা প্রজা নহেন। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের আরক্তনয়নে স্মার্ত্তপদাবলেহী-বৈষ্ণবব্রুবগণ ভয় খাইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কখনও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের কোন ধার ধারেন না—কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত হুঁকার বন্ধ করিবেন বলিয়া সর্ব্ব কলি-দোষ-বর্জ্জনকারী আচার্য্য বৈষ্ণব কখনও ভীত হন না। তাই আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দ্বেষী, স্মার্ত্ত চোলরাজের চোখ-রাঙ্গানীতে প্রবলবেগে কোটিকণ্ঠে সত্য কথা প্রচারে বিরত হন নাই। শ্রীরামানুজের আদর্শ শিষ্য কূরেশ চোলাধিপতি কৃমিকণ্ঠের দ্বারা উৎপাটিতচক্ষু হইয়াও স্মার্ত্তমত স্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যায় যে, যে সময়েই জগতে সত্যকথা প্রচার হইয়াছে, সেই সময়েই বিষ্ণু-বিরোধী অদৈব ব্যক্তিগণ দৈব-প্রকৃতি সত্য-প্রচারক ব্যক্তিগণকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাও কোন্‌টী অকৈতব সত্য তাহা বুঝিয়া লইবার একটী প্রধান ও স্পষ্ট লক্ষণ। কারণ যে সকল মত বা সিদ্ধান্তে জগতের সকল বহির্ম্মুখ লোক মিলিয়া ভোট প্রদান করে, সে সকল মত যেমন নিশ্চয়ই বহির্ম্মুখ মত, তদ্রূপ যে সিদ্ধান্ত প্রচারের বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত বহির্ম্মুখ লোক মিলিয়া তাহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করে, তাহাও বহির্ম্মুখ-বিরোধী বলিয়া নিশ্চয়ই পরম সত্য।

এই ত গেল একজন আচার্য্যের কথা। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমন্মধ্ব, শ্রীমন্নিম্বাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যখন সত্য কথা প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতিও কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে একাধারে ভক্তদ্বেষীজনে ক্রোধ, অপরদিকে আচার্য্যগণের অসামান্য অহৈতুকী লোক-হিতৈষণার আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জগৎ পালক শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রাণ যেন আপনা হইতেই ভক্তিভাবে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। ধন্য শ্রীসনাতন-ধর্ম্মবর্ম্মা পুরুষোত্তম সত্যনিধি বিষ্ণু! আর অনন্তগুণে ধন্য তাঁহার প্রেরিত জগন্মঙ্গল-বিধায়ক অহৈতুক-কৃপাবারিধি সাত্বত আচার্য্যগণ!

এখন একটু সর্ব্বাচার্য্যের শিরোমণি—সর্ব্বাচার্য্যের অবতার-শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার নিজ ভৃত্য আচার্য্যবর্গের কথা আলোচনা করিয়া চার আচার্য্যের জীবনী আলোচনা করিব। সত্য কথা প্রচার আরম্ভ করিলে কিরূপ লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বাচার্য্যশিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরেও বিশেষ ভাবে দেখিতে পাই। যতদিন বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বহির্ম্মুখগণকে বঞ্চনা করেন, ততদিনই বহির্ম্মুখ-লোকসমাজ তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহির্ম্মুখ লোক-রক্ষণার্থ সাধারণ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় একজন নীতিধর্ম্মপালক গৃহস্থের অভিনয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-লীলা, স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা, দীনা জননীর সেবা, জন্মভূমি ও স্বজন-প্রীতি, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক-কৃত্য সম্পাদন—গয়ায় শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের অভিনয়, দেব-দ্বিজে-ভক্তি প্রদর্শনের অভিনয়ার্থ বিপ্রপাদোদকপানাদিলীলা প্রদর্শন করিলেন, তখন কর্ম্মজড়গণ বিমুখ-বিমোহনকারী বিষ্ণুর কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাঁহাদেরই অন্যতম জীব-বিশেষ জ্ঞানে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রশংসা আর বেশী দিন স্থায়ী

হইল না; যাঁহারা একদিন নিমাইকে তাঁহাদেরই অন্যতম জ্ঞানে নিমাইর শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আজ যখন নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন—শ্রীঅদ্বৈত-শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন, সত্য কথা প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই সেই স্মার্ত্ত হিন্দুগণ চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইর নিন্দা আরম্ভ হইল। নিমাই আর এখন ভাল নহে; কারণ সে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে বসিয়াছে—মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি-পূজা ও তদুপলক্ষে তৌর্য্যত্রিকের অনর্থকতা প্রচার করিয়া ভগবৎকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, গয়ায় শ্রাদ্ধ অপেক্ষা অনন্তগুণে বৈষ্ণবদর্শন ও গুরুচরণাশ্রয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করিতেছে, অবৈষ্ণববিপ্র শ্বপাকের ন্যায় অস্পৃশ্য ও অসম্ভাষ্য আর শ্বপচকূলে অবতীর্ণ বৈষ্ণব পরম পাবন ও পরম পূজ্য—এই সত্য কথা প্রচার করিতেছে, পঞ্চোপাসক কর্ম্মজড় পড়ুয়াব্রাহ্মণকে সত্য কথা কীর্ত্তনে বিঘ্ন করায় ঠেঙ্গা লইয়া মারিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না—

"পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।।
* * * *
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন।
সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্মভয় নাই।।
পুনঃ যদি ঐছে করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে।।

(চৈঃ চঃ আ ১৭)

নিমাই কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তগণের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দর্শনে তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া নিজকে সাধারণ লৌকিক স্মার্ত্তসমাজ হইতে পৃথক্ জানাইবার জন্য কর্ম্মজড়ের দুঃসঙ্গ-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনের সঙ্কল্প করিলেন। আচরণ দ্বারা প্রচার করিলেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ স্মার্ত্তসমাজের অধীন নহেন; স্মার্ত্তের বৈষ্ণবকে তাঁহাদের সমাজের অন্যতম জ্ঞান করা তাঁহাদের বঞ্চিতাবস্থা ও দুর্ভাগ্যমাত্র। হে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তুমি যে তোমার অস্থিমজ্জাগত স্বভাব বিষ্ণুবৈষ্ণবে জাতি-সামান্য-বুদ্ধিরূপ ভোগবুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে একদিন তোমারই ন্যায় গৃহব্রত মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছিলে, আজ তোমাকে অমায়ায় উরু-কৃপা করিবার জন্য গৌরসুন্দর ভার্য্যা-ভরণাদি নীতিধর্ম্ম লঙ্ঘনের আদর্শ দেখাইয়া, স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা জননীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার অনির্ব্বাপিত শোকানল আরও দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত করিয়া, জন্মভূমি ও স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া, সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবার নিকট গয়ায় শ্রাদ্ধ, তীর্থ পর্য্যটনাদির অকর্ম্মণ্যতা প্রচার করিয়া, বিপ্রপাদোদক-পানের তাৎপর্য্য কর্ম্মমার্গীয় চেষ্টা নহে, পরন্তু

সেবক-বাৎসল্য প্রদর্শনমুখে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদন ইহা জানাইয়া, কলিতে সন্ন্যাস-নিষেধ-বিধিরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের উপযোগী আইন লঙ্ঘন করিয়া লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তাদির দুঃসঙ্গত্যাগরূপ সন্ন্যাসলীলা গ্রহণ করিলেন, আবার সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার অব্যবহিত পরেই স্বীয় আচরণ ও কৌশলে নিত্যানন্দাদ্বৈত জগদ্গুরু আচার্য্যদ্বয়ের আচার দ্বারা বিদ্ধস্মার্ত্তধর্ম্মের নিরর্থকতা, কৃষ্ণের প্রসাদে ঝুটাজ্ঞান (চৈঃ চঃ ম ৩।৯৯), বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি (চৈঃ চঃ ম ৩।৯৭) প্রভৃতি কর্ম্মজড় চিন্তাস্রোতের গতি পরিবর্ত্তনার্থ 'সন্ন্যাসী নাশিল মোর সব স্মৃতিধর্ম্ম' (চৈঃ চঃ ম ৯।১০১),---শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মুখ হইতে এই সকল উক্তি নির্গত করাইয়া স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার তাৎপর্য্য যে স্মার্ত্তধর্ম্মের শেষবহ্নি-শিখার নির্ব্বাপণ, তাহা প্রচার করাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শান্তিপুরে হরিদাস, মুকুন্দের সহিত একত্রে মহাপ্রসাদ-ভোজনে আদেশ করিয়া (চৈঃ চঃ ম ৩।১০৬), বৈষ্ণবে ও মহাপ্রসাদে জাতি-সামান্য-বুদ্ধিরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের অপরাধময় বিচারের নিরর্থকতা প্রচার করিলেন। তখন কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের ঘনিষ্ঠ মিত্র (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যাদির ন্যায়) স্মার্ত্ত নির্ব্বিশেষবাদী অভিনয়কারিগণ বা (প্রকাশানন্দের ন্যায়) মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণ নানাপ্রকারে মহাপ্রভুর সত্যপ্রচারের প্রতি কটাক্ষ ও মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে লাগিলেন। আবার রামচন্দ্রপুরী শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যের অভিনয় দেখাইয়া মহাপ্রভুর ভোজনের নিন্দা প্রভৃতি করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যকে এইরূপ বহুপ্রকার বহির্ম্মুখলোক হইতে সমাজের মঙ্গলের জন্য সত্যকথা প্রচার করিতে হয়। অতএব আচার্য্য-হৃদয় কতদূর মহান্ ও জীবদুঃখকাতর তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিলে বৌদ্ধগণ কিরূপভাবে মহাপ্রভুকে নির্য্যাতন (?) করিবার প্রয়াস দেখাইয়াছিল, তাহা শ্রীচরিতামৃত-মধ্য-নবম-পরিচ্ছেদ-পাঠকগণের অবিদিত নাই। অতএব যে যেসময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সত্যকথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, সেই সেই সময়েই আত্ম অমঙ্গলে কৃতসঙ্কল্প জগদ্ভরা বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছে। আজ যদি ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীনিত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা ও হরিনাম প্রচার না করিয়া নির্জ্জন ভজনের লীলা দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজনের বাইশ বাজারে প্রহার (?) আর একজনের কলসীর কাণায় আঘাত (?) পাইতে হইত না। সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া আজও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-সমাজ ঠাকুর হরিদাসকে 'ব্রাহ্মণের পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র-ভোজনকারী, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অসম্মানকারী যবন' প্রভৃতি বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণে ভীষণ অপরাধ করিয়া থাকেন। আজও নিত্যানন্দকে নীচজাতির হস্তপাচিত অন্নভক্ষণকারী, স্মার্ত্তের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লঙ্ঘনকারী, অনাচারী প্রভৃতি বলিয়া নিত্যানন্দের নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার পরম করুণাময় বৈষ্ণব শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর এই সকল কর্ম্মজড়কে বিষ্ণুনিন্দা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'তবে লাথি মার তার শিরের উপরে।'—এই বাক্য প্রয়োগ

করেন বলিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজের কলঙ্ক বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখান।

কালের প্রাচীনতা দুর্জ্জনকেও সজ্জন পদবীতে আরূঢ় করে। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে উদিত জগদ্‌গুরু গৌর-নিন্দানন্দ, ঠাকুর হরিদাস, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতি আচার্য্যগণকেও যখন বর্ত্তমানে অনেক ব্যক্তি, তন্মধ্যে অধিকাংশ অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্যে নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন, তখন জানা যায়—এই জগৎ কতদূর হরিবিমুখ। আর আচার্য্যগণ কিরূপ পরদুঃখ-দুঃখী—অমন্দোদয়দয়া বিতরণকারী মহাবদান্য মহাপুরুষ।

সাত্বত-সম্প্রদায়

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।।
শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।।
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ।।"

বেদান্ত-সূত্রকার ব্রহ্ম-নারদ-শিষ্য শ্রীব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন, সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু সনাতন-ধর্ম্ম-বর্ম্ম-পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুর ইচ্ছায় কলিকালে চারিটী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। 'কলি' শব্দের অর্থ—'বিবাদ' বা 'তর্ক'। কলিকালে তর্ক-পন্থারই বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রৌতপন্থার নিতান্ত অনাদর পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বৌদ্ধবাদ, প্রকৃতি-লয়বাদ বা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা প্রচ্ছন্ন প্রকৃতি-লয়বাদরূপ মায়াবাদ অবৈধরূপে 'শ্রৌতপন্থা' বলিয়া দাবী করিলেও উহা সূক্ষ্মবিচারে 'তর্কপন্থা' ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই তর্ক-পন্থার কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রৌতপন্থায় প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-চতুঃসন—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবন পাবন সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয় উৎকল দেশে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীমন্মধ্বান্বয়ে পরিচিত হইলেও শ্রীগৌরসুন্দর এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের সেবা-প্রণালী অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের শুদ্ধভজন-প্রণালীই তাঁহার আশ্রিত জনে পুরুষোত্তমে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সম্প্রদায়ের পরিচয় ব্যতীত মন্ত্রসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অনির্দ্দিষ্ট অভিমানে জীব সর্ব্বদাই চঞ্চলমতি। চঞ্চলমতি ব্যক্তি একা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিবার পরিবর্ত্তে বহুশাখাবলম্বী অব্যবসায়ী। এইরূপ ব্যক্তি অপস্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যাবতীয় মনোধর্ম্মোত্থ মত সমভাবে

সমর্থন করিতে গিয়া চিজ্জড়সমন্বয়বাদী ও কার্য্যতঃ মনঃকল্পিত সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মধ্যে বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার মাহাত্ম্য শুনা গেলেও তাহা সাম্প্রদায়িকতার হেয়াংশের পরিচয় মাত্র। সম্প্রদায়ের বিরোধিগণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ একটী মত লইয়া আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক মনে করেন; ফলতঃ সেই মতবাদ লইয়া তাঁহারা একটী নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ফেলেন। গম্ভীরভাবে বিচার করিলে উদারতার নামে অসাম্প্রদায়িক মত অর্থাৎ যথেচ্ছাচারিতা বা আনুগত্য-রাহিত্যের পক্ষপাতীব্যক্তিগণকে স্থূলবুদ্ধি বলিয়াই স্থির করা যাইতে পারে। সৎসম্প্রদায়-স্বীকার জীবের একটী স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। যাঁহারা সৎ-সম্প্রদায় স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা হয় নিজদিগকে 'পরম মুক্ত', নয় 'পরম বদ্ধ' স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। কিন্তু পরমমুক্তগণও লোকশিক্ষা-কল্পে আপনাদিগকে সৎ-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উদারতার নামে সৎ-সম্প্রদায় স্বীকারে বীতস্পৃহার আদর্শ বালকের গুরুমহাশয়ের শাসন বা পিতা-মাতার প্রদর্শিত পন্থা আপাততঃ দুঃখদায়ক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া আপাতসুখদায়িনী, পরিণামে অমঙ্গল প্রসূতি স্বতন্ত্রতা বা উচ্ছৃঙ্খলতার বরণ। সরল, বুদ্ধিমান, আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণ সৎ-সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা সকলের নিকট স্বীকার করেন, আর অসরল অদূরদর্শী বিতর্ক-প্রিয় ব্যক্তি স্বরূপতঃ সাত্বত-সিদ্ধান্ত-বিরোধী একটী সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায় নির্ম্মাণ করিয়াও লোকের নিকট আপনাদিগকে অসাম্প্রদায়িক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা কেবল আত্ম-বঞ্চনারূপ মন্দ ফল লাভ করেন।

ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে কখনই সৎসম্প্রদায়-বিরুদ্ধ মত আশ্রয় পূর্ব্বক কেহ আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সহিত যে অবধি ভারতের সংশ্রব হইয়াছে, সেই সময় হইতে কোন কোন লোক সম্প্রদায়-বিরোধী হইয়া পড়িয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী যখন শ্রৌতপন্থার আনুগত্য-ত্যাগরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার—যাহা স্বরূপ-বিভ্রান্ত জীবের স্বভাব বলিয়া আপাতঃ প্রীতিকর— সেইরূপ কোন বৃত্তিকেই 'উদারতা' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, তখন সেই বিচারটী বহির্ম্মুখ-জীবকোটির অনেকেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মনোধর্ম্ম সমর্থনের একটী বেশ উপায় করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ বিচার, নির্ব্বিশেষবাদিগণ—যাঁহারা জীব, জগৎ, ভগবান্ পরিকর, ধাম প্রভৃতির পারমার্থিক সত্যত্ব স্বীকার করেন না অর্থাৎ চরমে সকলেরই নির্ব্বিশেষ-পরিণাম বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী হইলেও যাঁহারা জীব, জগৎ, ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের নিত্য সত্যত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা বেদান্তসূত্রকার ও অকৃত্রিম ভাষ্যকারের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিবেন।

আদি-গুরু লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং চতুঃসন —এই চারি জনের অবলম্বনেই কলিকালে সৎ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকালে চারিজন শুদ্ধ সনাতন-ধর্ম প্রবর্ত্তক মূল আচার্য্য এই চারিজন মূল প্রবর্ত্তকের সাত্বত মত বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেবের আশ্রয়ে সাম্প্রদায়িক আচার্য্য চতুষ্টয়ের চরম মীমাংসা শ্রীগৌরসুন্দরের আশ্রিতজনই জগতে প্রচার করিয়াছেন। পুরীধামে এই চারি সম্প্রদায়ের নিজ নিজ মঠ সমূহ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া কালে কালে স্ব-স্ব সাম্প্রদায়িক বৈভব জনসমাজে বিস্তার ও জীবসমূহকে বিষ্ণু-সেবারূপ নিত্যধর্ম্মে নিযুক্ত করিলেও শ্রীগৌরসুন্দরই তাঁহাদের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক সারসিদ্ধান্ত আশ্রিত জনগণে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎ কুমার শ্রীনিম্বার্ক-স্বামীকে, শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজ-স্বামীকে এবং চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা মধ্বস্বামীকে কলিকালে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মূল-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের অভ্যুদয়ের কাল বিচারে সর্ব্বপ্রথম নিত্যবিষ্ণুসঙ্গিনী লক্ষ্মী, তৎপরে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভূত ব্রহ্মা, দ্বিতীয়-মহাবিষ্ণু হইতে রুদ্র ও ব্রহ্মার মানসপুত্র চতুঃসনের অভ্যুদয় দৃষ্ট হইলেও মূলাচার্য্যগণের কালবিচারে সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুস্বামী, তৎপরে শ্রীনিম্বাদিত্য, তৎপরে শ্রীরামানুজ এবং তৎপরে শ্রীমাধ্বের আবির্ভাবকাল পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে এই সাম্প্রদায়িক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে খুব কম লোকেই খবর রাখেন, এমন কি যাঁহারা বর্ত্তমানে এই দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও গবেষণানিপুণ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ, তাঁহারা পর্য্যন্ত বৈষ্ণব আচার্য্য চতুষ্টয়ের-মধ্যের বিচার দূরে থাকুক, কোন্ আচার্য্য কোন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার নামটী মাত্র বলিতে গিয়া যে সকল 'ভ্রম করেন, তাহা পাঠ করিলে বঙ্গদেশের গবেষণানিপুণ ব্যক্তিগণের গবেষণার গবেষণায় শৈথিল্যদর্শনে হৃদয়ে বড়ই দুঃখ হয়।'।"

ব্রহ্মার সাতটী বিভিন্ন জন্মে সাত্বত ধর্ম্ম পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। কালপ্রভাবে সেই শ্রৌতধর্ম্ম ন্যূনাধিক লুপ্ত হইয়া কলিযুগে বিবিধ তর্ক-পন্থার আবাহন করিয়াছে। ব্রহ্মার প্রথম মানসজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ফেনপগণ স্বাত্বত ধর্ম্মের কথা অবগত হন। ফেনপগণ হইতে বৈখানসগণ এবং তাঁহাদের 'নিকট' হইতে চন্দ্র সনাতন বৈষ্ণব ধর্মের সত্য লাভ করেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে নারায়ণের কৃপাক্রমে ব্রহ্মা ও রুদ্র এবং রুদ্র হইতে বালখিল্যগণ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের সত্য শ্রবণ করিয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার তৃতীয় বাচিকজন্মে নারায়ণ হইতে সুপর্ণ ঋগ্বেদের আকরমন্ত্র লাভ করেন। তৎকালে বায়ু হইতে বিঘশাসি সম্প্রদায় এবং বিঘশাসিগণ হইতে মহোদধি ঐকান্তিক ধর্ম্মবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ব্রহ্মার চতুর্থশ্রবণজজন্মে আরণ্যক—সহ বেদশাস্ত্রে সাত্বতধর্ম্ম প্রচারিত হয়। তৎকালে ব্রহ্মা হইতে স্বারোচিষ মনু, তাঁহা হইতে তাঁহার পুত্র শঙ্খপদ এবং শঙ্খপদের পুত্র সুর্বণাভ সাত্বতধর্ম্ম শিক্ষা করেন। ব্রহ্মার মানসজন্ম,

চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম ও শ্রবণজজন্ম, এই চারি প্রকার আবির্ভাবে সত্যযুগে ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ব্রহ্মার পঞ্চম নাসত্য জন্মে নারায়ণ হইতে সনৎকুমার ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সনৎকুমার হইতে বীরণ, বীরণ হইতে রৈভ্য, রৈভ্য হইতে কুক্ষি ঐকান্তিক ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। সেই সময়ে ব্রহ্মার ষষ্ঠ অণ্ডজ জন্মে ব্রহ্মা হইতে বর্হিষৎ ও তদগ্রজ অবিকম্পন প্রভৃতি ঐকান্তিক সাত্বতধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ব্রহ্মার ষষ্ঠ জন্মেই সর্ব্বপ্রথমে সামবেদ গানের ধ্বনি উদ্গীত হয়। ব্রহ্মার সপ্তম পাদ্মজন্মেই নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ আদিত্য বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি ভাগবতধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীসম্প্রদায়—রত্নাকর হইতে উদ্ভূত। রত্নাকর প্রাচীন বিঘশাসি সম্প্রদায় হইতে এবং উক্ত সম্প্রদায় আবার বায়ু হইতে ব্রহ্মার তৃতীয় বাক্যজজন্মে প্রকটিত হন। ব্রহ্মসম্প্রদায় ও রুদ্র সম্প্রদায় ব্রহ্মার চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে কৃপালাভ করেন। তাঁহাদের অধঃস্তন বালখিল্যগণই ব্রহ্মা ও রুদ্র-সম্প্রদায়ের সংরক্ষণ করেন। সনৎকুমার ব্রহ্মার নাসত্য পঞ্চম জন্মে শ্রীনারায়ণ হইতে ত্রেতা প্রারম্ভে ঐকান্তিক ধর্ম্ম লাভ করেন।

আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী

খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাণ্ড্যদেশে[১] পাণ্ড্যবিজয় বা পাণ্ডুবিজয় নামে এক মহাপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যাধিপতি হইয়াও সর্ব্বদা বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পূজায় রত থাকিতেন। এই নৃপতির রাজ্যকাল বুদ্ধের আবির্ভাবের তিন শত বৎসরকাল পরবর্ত্তী। সুতরাং পাণ্ড্যবিজয় নৃপতির আবির্ভাবকালে বৌদ্ধবিপ্লবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার পাণ্ড্যদেশে ক্ষীণপ্রভ হইয়াছিল। প্রবলপরাক্রান্ত পাণ্ড্যবিজয় নৃপতি তদানীন্তন প্রচারিত বৌদ্ধ-মতবাদ বিনষ্ট করিয়া পাণ্ড্যদেশে সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ স্থাপনার্থ বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা প্রদর্শন করেন। পাণ্ড্যবিজয়ের এক পরম বিষ্ণুভক্ত পুরোহিত ছিলেন। তাঁহার নাম শ্রীদেবেশ্বর। এই পুরোহিত-প্রবর বৈষ্ণব-মহারাজকে সর্ব্ববিষয়ে মন্ত্রণা প্রদান করিতেন। শ্রীদেবেশ্বরের মন্ত্রণায় পাণ্ড্যরাজ তাঁহার রাজ্যকে সম্পূর্ণ বিষ্ণু সেবার অনুকূল করিয়া লইয়াছিলেন। পাণ্ড্যবিজয় এই সপুত্রক পুরোহিত মন্ত্রীর সাহায্যে শ্রীনীলাচলের নীলমাধব মূর্ত্তিসহ বলভদ্র ও সুভদ্রা—যাহা বৌদ্ধগণের দ্বারা বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ নামে কর্ম্মফলবাধ্য নরবীরমাত্র বলিয়া অবৈধ-ভাবে পূজিত হইতেছিল, সেই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়ের সেবাবিচার বৌদ্ধগণের কবল (?) হইতে উদ্ধার এবং তাঁহাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া সুন্দরাচলে[২] লইয়া গিয়া তথায় সংরক্ষণ করেন এবং বৌদ্ধগণের বৌদ্ধবিচার ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তন করেন। পরে

১। দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমাবস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী একটী প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ। ২। সুন্দর পাণ্ড্যের সময় এই স্থানের নাম 'সন্দুরাচল' হয়।

তাঁহারা পুনরায় নীলাচলের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহসমূহ আনয়ন করেন। পাণ্ড্যবিজয়ের নামানুসারে এখনও রথযাত্রার দিন শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার রথারোহণ 'পাহাণ্ডি' বা পাণ্ডুবিজয় নামে এবং সুন্দরাচল হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের নীলাচলে পুনরাগমন 'পুনর্যাত্রা' নামে উক্ত হয়। পাণ্ড্য-বিজয়ের সপুত্রক পুরোহিতের নাম হইতেই জগন্নাথদেবের সেবাধিকারিগণ সেবকাধস্তনসূত্রে 'পাণ্ডা' নামে খ্যাত হইয়াছেন। পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবেশ্বর বৌদ্ধগণের চেষ্টার প্রতিকূলে তাহাদিগের মতি পরিবর্ত্তিত করিয়া পুরনায় নীলাচলেও শ্রীপুরুষোত্তম দেবের যথাবিহিত সেবার বিধান করেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম দেবেশ্বরের অনাদি কালীয়া সেবা- চেষ্টায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনো ভীষ্ট যাহাতে আরও সুষ্ঠুরূপে জগতে প্রচারিত হয় এবং নিত্যকাল জগতে বিষ্ণুসেবার উৎকর্ষ সংরক্ষিত হয়, এই জন্য কোন যোগ্য পুরুষে নিজশক্তি আবিষ্ট করিয়া দেবেশ্বরের গৃহে দেবেশ্বরের পুত্ররূপে এক মহাপুরুষের প্রকট করাইয়াছিলেন। এই ভগবৎ-শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ দেবেশ্বরের গৃহে আবির্ভূত হইলে দেবেশ্বর ইহার অমিত-তেজঃসম্পন্ন দেবদর্শন তনু দর্শনে পুত্রের 'দেবতনু' নামকরণ করিয়াছিলেন। এই দেবতনু অতি শৈশবকাল হইতেই বিষ্ণুসেবায় রত ছিলেন এবং বিষ্ণুসেবার বিরোধী যাবতীয় কার্য্যকে তিনি সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করিতেন। দেবতনু অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার অতিমর্ত্ত্য স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের প্রকটলীলা প্রদর্শন করিলেন। দেবতনু শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণব-সন্ন্যাসের বিধানানুসারে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুস্বামী' নামে খ্যাত হন এবং জগতে কলিযুগে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসের বিধান পুনঃ প্রচার করেন। তাঁহার সময়ে আমরা অষ্টোত্তর শতনামী বৈদিক ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীর কথা ও তাঁহার অধস্তন শিষ্য-পারম্পর্য্যে সাতশত ত্রিদণ্ডি সন্ন্যাসীর পরিচয় প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধ-গৌরব-ভয়ে এ স্থানে ঐ সকল ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের পরিচয় প্রদত্ত হইতে পারিল না। বিশেষ অনুসন্ধিৎসুগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়-কণ্ঠহার' নামক গ্রন্থে অষ্টোত্তর শত ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীব তালিকা ও বৈষ্ণব-মঞ্জুষা পাত্র সংখ্যায় সাত শত ত্রিদণ্ডীর পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। যাঁহারা মনে করেন যে শঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে দশনামীসন্ন্যাস-প্রথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগের এই ভ্রম-ধারণা বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়-বৈভববিজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত হইবে এবং আরও বুঝিতে পারিবেন যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিকালের নহে, উহা অনাদিকাল হইতে জগতে প্রচারিত এবং শ্রীশঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে দেবতনু বিষ্ণুস্বামীর সময়ে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

যাহা হউক, দেবতনু ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী' নামে জগতে খ্যাত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে আরও দুই জন পৃথক্ বিষ্ণুস্বামী বিশেষভাবে আচার্য্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করায় দেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামী নামেই বিখ্যাত। এই আদি বিষ্ণুস্বামী বেদবিরোধি-বৌদ্ধগণের সনাতনধর্ম্ম-বিলোপ-সাধনের চেষ্টা বিশেষভাবে লক্ষ্য

করিয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ বহু প্রমাণ-গ্রন্থরাজি লোকলোচন হইতে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া আদি বিষ্ণুস্বামী সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্রের সারস্বরূপ ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র সমূহ চয়ন করিলেন এবং এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য প্রচার দ্বারাই জগতে পুনরায় লুপ্ত সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে বিবেচনা করিয়া তাঁহার এক সুন্দর ভাষ্য রচনা করিলেন। এই ভাষ্যই বিদ্বৎসমাজে সর্ব্বজ্ঞসূক্ত নামে বিদিত। কেবলাদ্বৈত-বিচারপর সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনিকে কেহ কেহ আদি বিষ্ণুস্বামীর সহিত ভ্রম করেন। সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি অহংগ্রহোপাসক মায়াবাদ-বিচারপর। সর্ব্বজ্ঞ মুনি শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার-পরভাষ্যে বিষ্ণুর পরাৎপরত্ব, জীবের নিত্যত্ব, নামের সেব্যত্ব, মুক্ত অবস্থায়ও ভক্তির নিত্যত্ব, পরিকর-সহিত ভগবানের নিত্য সত্যত্ব, তদীয় সর্ব্বস্বত্ব প্রভৃতি সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা সর্ব্বজ্ঞমুনির ভাষ্যের সিদ্ধান্ত কেবলাদ্বৈত ভক্তিহীন বিচার রহিত হইয়া 'শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্ত' নামে বিদিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুস্বামী আপনাকে শ্রীরুদ্রের অনুগত ও শ্রীরুদ্রান্তর্যামী নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণুর উপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে শ্রীরুদ্রসম্প্রদায় ব্রহ্মার দ্বিতীয় চাক্ষুষজন্মে শ্রীনারায়ণ-কৃপাক্রমে জগতে প্রকাশিত হন। শ্রীরুদ্রসম্প্রদায়ের অধস্তন বালখিল্য মুনিগণই বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচার ও সম্প্রদায় সংরক্ষণ করেন। শ্রীশিবস্বামি-সম্প্রদায় এবং পরে লিঙ্গায়ৎসম্প্রদায় হইতে প্রকারভেদে সাংখ্যদলের সঙ্ঘর্ষে শ্রীশঙ্করপাদের বিচার ও সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করে। আমরা সর্ব্বজ্ঞসূক্ত ব্যতীত পরিবর্ত্তিকালে সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের অন্তর্গত রসেশ্বর দর্শনেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম ও তাঁহার উপাস্যদেব নৃপঞ্চাস্য বিষ্ণু এবং নৃসিংহ উপাসনা সম্বন্ধে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্যশরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ-—"সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণনন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি।।"

(রসেশ্বরদর্শন)

পাণ্ড্যবিজয় রাজার রাজ্যকালে মাদুরা প্রদেশে দেবেশ্বর ভট্টদেশিকের গৃহে আবির্ভূত শ্রীদেবতনুই আদি বিষ্ণুস্বামিরূপে জগতে প্রচারিত হন এবং তাঁহার পরবর্ত্তিকালে তাঁহার অধঃস্তনসূত্রে সাতশত ত্রিদণ্ডী আচার্য্য জগতে সর্ব্বজ্ঞ সূক্তানুযায়ী বিষ্ণু-উপাসনা প্রচার করেন। শ্রীব্রজনাথের রচিত পূর্ব্বগুরুশংস-বিবরণে ও শ্রীযদুচন্দ্রের শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়ে এ সকল কথার উল্লেখ আছে। এই সাতশত ত্রিদণ্ডীর শেষ আচার্য্যের নাম শ্রীব্যাসেশ্বর। ব্যাসেশ্বর আচার্য্যের পরে আদিবিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ের প্রচার একরূপ লুপ্ত হইয়া যায়; তৎপরের দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামি-পর্য্যায়ে আমরা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় এগারশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীরাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর নাম দেখিতে পাই। এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজ বা রাজগোপালদেব বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তথা স্বীয় আসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দ্বারকাতে শ্রীরঞ্ছোড়লাল বিগ্রহ স্থাপন এবং সপ্ত মোক্ষদায়িকা পুরীতে বিষ্ণুবিগ্রহসমূহ

প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় শুদ্ধাদ্বৈতবাদের ঔজ্জ্বল্য প্রচার করেন। শিল্হন মিশ্র বা বিল্বমঙ্গল এই রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামী বা দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর প্রশিষ্য বলিয়া শ্রুত হন। রাজগোপাল বিষ্ণুস্বামীর তৃতীয় অধস্তনের সময়ে প্রাচীন শিবস্বামিসম্প্রদায়সহ বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের পূর্ব্বের ন্যায় বিপুল বিবাদ সংঘটিত হয়। শিবস্বামিগণ মায়াবাদ আশ্রয়ে রুদ্রকে স্বতন্ত্র পরমেশ্বররূপে প্রচার করেন। কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতমতাবলম্বি-বিষ্ণুস্বামিগণ শ্রীরুদ্রকে পরাৎপর পুরুষ শ্রীবিষ্ণু হইতে অভিন্ন বা তৎপ্রিয়তম সখা গুরুজ্ঞানে দর্শন করেন। শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বিগণের এই তদীয়-সর্ব্বস্ব বিষয়ে ও কেবলাদ্বৈতবাদীর নির্ব্বিশেষ বিচারের সূক্ষ্ম পার্থক্য অতাত্ত্বিকগণ বুঝিতে না পারায় অনেকেই মায়াবাদের আপাত প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া শিবস্বামি সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। এরূপ শ্রুত হয় যে, সেইকালে এইরূপ সুযোগ দেখিয়া বিষ্ণুবিরোধী শিবস্বামিগণ জগৎ হইতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়কে বিলুপ্ত করিবার বিশেষ প্রযত্ন করেন। এমন কি সেই সময় বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়িগণ সর্ব্বজ্ঞসূক্তের বিচার কিছু গোলমাল করিয়া দিয়া উহাকে শিবস্বামি সম্প্রদায়ের ভাষ্যরূপে চালাইবার প্রয়াস করেন। বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীধরস্বামিপাদকে বিদ্ধ সামান্য বৈষ্ণব ব্রুব সম্প্রদায় তথা কেবলাদ্বৈত বিচারের পক্ষপাতি সম্প্রদায় ' কেবলাদ্বৈতবাদী' বলিয়া থাকেন, সেইরূপ অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত বিচার বিষ্ণুস্বামিগণের প্রতি শিবস্বামি-সম্প্রদায়ের বিবাদ কালেও সাধারণ সমাজে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কালে মায়ার প্রভাবই জগতে অধিক বিস্তারিত হইল; লোকে বিষ্ণুস্বামীর নামগন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতে থাকিল। শিবস্বামিগণেরই প্রাধান্য হইল।

দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর পরে যেখন জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের নিতান্ত দুর্ভিক্ষ পরিলক্ষিত হইতেছিল, তখন ভগবান্ বিষ্ণু পুনরায় আর একজন বিশেষ শক্তিশালী আচার্য্য প্রেরণ করিলেন; ইনি আন্ধ্র বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামী নামে খ্যাত হইলেন। এই তৃতীয় পর্য্যায়ের বিষ্ণুস্বামীরই গৃহস্থ শিষ্যের পরাম্পর্য্যে বালভট্ট, প্রেমাকর, লক্ষ্মণভট্ট প্রভৃতির অভ্যুদয় হইয়াছিল। লক্ষ্মণভট্টেরই পুত্র শ্রীবল্লভভট্ট। এই বল্লভভট্টই পরবর্ত্তিকালে শ্রীবল্লভাচার্য্য নামে খ্যাত হন এবং তৎসম্প্রদায়ের বিচারে শ্রীবল্লভাচার্য্য তৃতীয় বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তন বলিয়া প্রচারিত হন। প্রবন্ধান্তরে শ্রীবল্লভাচার্য্যের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে বলিয়া এস্থানে আর তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কিছু লিখিত হইল না।

আচার্য্য শ্রীল শ্রীধরস্বামী ও তাঁহার গুরুভ্রাতা লক্ষ্মীধর উভয়েই বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও আচার্য্য ছিলেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী আলোচনা করিব। শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজের ঔজ্জ্বল্য সমৃদ্ধ হইয়াছে, জানা যায়। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ সম্প্রদায়ানুরোধে পৌর্ব্বাপর্য্যানুসরণপূর্ব্বক উক্ত অপ্রাকৃত গ্রন্থের ভাবার্থদীপিকা রচনা করিয়াছেন। মঙ্গলাচরণে নৃসিংহদেবের স্তব এবং মাধব ও উমাধব (শ্রীরুদ্র) কে 'পরম্পরাত্মা' ও 'পরম্পরনতি প্রিয়' প্রভৃতি শব্দের

দ্বারা প্রকাশ করিয়া আপনাকে শ্রীরুদ্রের আনুগত্যে শ্রীনৃসিংহোপাসক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শ্রুতি-স্তবের টীকায়ও শ্রীধরস্বামিপাদের নৃসিংহোপাসনার কথা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। যাহা হউক, স্বামিপাদের সম্বন্ধে আমাদের এস্থানে অধিক আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধের বিস্তৃতি হইয়া পড়ে।

শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রচারিত সিদ্ধান্ত—শ্রীবিষ্ণুস্বামী অদ্বয়জ্ঞান বা অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। পরবর্ত্তিকালে অদ্বয়জ্ঞান-বিরোধী বিদ্ধমতবাদ প্রচারিত হইলে সাত্বত আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তকে 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ' এবং মায়াবাদিগণের বিদ্ধমতবাদকে ' কেবলাদ্বৈতবাদ' বা 'বিদ্ধাদ্বৈতবাদ' বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন।

শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত মতে বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া, বস্তুর কার্য্য জগৎ--ইহারা সাকল্যে 'বস্তু' পদবাচ্য; কেহই বস্তু হইতে পৃথক নহে--- "বস্তুনো ংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিতি"।

(১) জীববিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—জীব যে বস্তুর অংশ, তদ্বিষয়ে আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন,—"অংশো নানা ব্যপদেশাৎ" (ব্রঃ সূ ২।৩।৪২) অর্থাৎ বেদ কোথায়ও জীবকে 'ব্রহ্ম', কোথায়ও 'অজ্ঞ', কোথায়ও 'চিদ্রূপ', কোথায়ও 'দাস', কোথায়ও 'অণু' বলিতেছেন; এইরূপ নানাপ্রকার বলায় স্থির হইতেছে যে জীবই ব্রহ্মের অংশ। তৎপরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্র উদ্ধার করিয়া সর্ব্বজ্ঞ-সূক্তকার বলিতেছেন যে, তদধিকরণস্থ পরবর্ত্তী সূত্রসমূহ হইতেও অতি স্পষ্টভাবে ব্রহ্মের অংশই যে জীব, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। সূত্র যথা— "মন্ত্রবর্ণাৎ" (২।৩।৪৩), "অপি স্মর্য্যতে" (২।৩।৪৪) , "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৫) ইত্যাদি। "যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি" (বৃঃ ২।২।২০ ও ৪।৩।৯), "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" (শ্বেতাশ্বঃ ৬।১৩) প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, জীবাত্মা ব্রহ্মের অংশ। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (গীতা ১৫।৭)। যেরূপ অগ্নির অংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহ 'দাহক' বলিয়া 'অগ্নি' নামে উক্ত হয়, তদ্রূপ জীবও 'ব্রহ্ম' নামে উক্ত হয়। যেরূপ অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উভয়ে দাহক বলিয়া উভয়কে 'অগ্নি' বলা গেলেও অগ্নিকুণ্ড হইতেই যেরূপ সর্ব্বতোভাবে শীতাদি-আর্ত্তি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব অংশী-অংশসূত্রে সমজাতীয় হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য জীব 'পরব্রহ্ম' নহে।

(২) জগৎ বিষয়ে বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী জগৎকে বস্তুর কার্য্য বলেন। ব্রহ্মসমবায়ী এবং ব্রহ্মরূপ এই জগৎ সত্য। সুবর্ণ যেরূপ, তন্নির্ম্মিত কুণ্ডলাদিও তদ্রূপই হইয়া থাকে। পটরূপ কার্য্যের কারণরূপ তন্তু সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হইলে তদনুসারে কার্য্যরূপ পটও সূক্ষ্ম, রক্তবর্ণ বা শ্বেতবর্ণ হয়। অতএব সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম যখন

সত্য ও নিত্য, তখন কার্য্যরূপ এই জগৎও সত্য ও নিত্য। যদি বল যে, জগৎকে কিরূপে সত্য ও নিত্য বলা যায়? যখন জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় রহিয়াছে, তখন জগৎকে আমরা সত্য ও নিত্য না বলিয়া বিবর্ত্তমাত্র বলিব। তদুত্তরে বলিতেছেন যে, বস্তুর তাৎকালিক অদর্শনে তাহার অবিদ্যামানতা সিদ্ধান্তিত হইতে পারে না। যেমন অতিশয় দূরে বিদ্যমান থাকে বলিয়া আকাশে উড্ডীয়মান শ্যেনপক্ষী কিম্বা গন্ধর্ব্ব-নগর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সমীপত্ব বশতঃ চক্ষুঃস্থিত কজ্জল দৃষ্টিগোচর হয় না, অতিশয় সূক্ষ্মত্ব হেতু 'পরমাণু' ব্যবহিত বা অন্তরালে স্থিত বলিয়া 'রাজমহিষী', অভিভূত অর্থাৎ লুক্কায়িত বলিয়া দিবাভাগে 'তারকাদি' দৃষ্ট হয় না, সমজাতীয় বস্তুর একত্র সঙ্গম-হেতু সরোবরে পতিত বারিবিন্দুর পৃথগ্‌দর্শন বা তন্নিরূপণ সম্ভবপর হয় না, অতিশয় অস্পষ্টভাবে অবস্থিত থাকে বলিয়া দধিতে ঘৃতের বিদ্যমানতা দৃষ্টির বিষয় হয় না, লবণসিক্ত জলে লবণের অধিষ্ঠান নয়নেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, কিন্তু দৃষ্টির বিষয় না হইলেও ঐ সকল বস্তুর বিদ্যমানতা বিষয়ে কাহারও মনে (অপরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও সিদ্ধ বলিয়া) কখন সন্দেহের কারণ উদিত হয় না। যদি অদর্শনের ছল অবলম্বন করিয়া কোন বস্তুর অবিদ্যামানতা সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তাহা হইলে অন্ধের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ সিদ্ধান্তকারী ব্যক্তি নিজকে 'অবিদ্যমান' বলিয়া প্রমাণিত করুন। অতএব মৃত্তিকারূপ কারণে যেরূপ ঘটাদি কার্য্য বিদ্যমান থাকে বলিয়াই মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তির সম্ভব হয়, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেই জগদ্রূপ কার্য্য সর্ব্বকারণ ব্রহ্মবস্তুতে বিদ্যমান থাকে। ব্রহ্ম যখন পরিণাম প্রাপ্ত হন, তখন জগৎ স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭।২৬।১ মন্ত্রে যে ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব শক্তিদ্বয়ের বিষয় উক্ত হইয়াছে, স্বতন্ত্রেচ্ছ শক্তিমান ভগবান্ যখন সেই আবির্ভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন পদার্থ দৃষ্ট হয়, আর যখন সেই তিরোভাব শক্তির ব্যবহার করেন, তখন আর পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না। ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; যদি বল যে, ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণই হউন; উপাদান কারণ বলিলে বস্তু বা ব্রহ্মের জগদ্রূপ কার্য্যের পরিণাম দ্বারা তাঁহার বিকার দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়, তদুত্তরে বলিতেছেন, পরিণাম দ্বিবিধ; (১) বিকৃত পরিণাম বা বিকার, আর (২) অবিকৃত পরিণাম বা কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ। পূর্ব্বস্বরূপের পরিবর্ত্তনের পর পূর্ব্বস্বরূপ প্রাপ্তি অসম্ভব হইলে উহা 'বিকার' নামে অভিহিত হয়। যেরূপ দুগ্ধের দধিত্ব প্রাপ্তি; দধিরূপ পরিণাম প্রাপ্তি হইলে দুগ্ধের স্বীয় স্বরূপের অন্যথা হয়। কিন্তু পরিণাম প্রাপ্তির পরে কোন প্রকার অন্যথা-ভাব-বিবর্জ্জিত যে পরিণাম অর্থাৎ কারণের কার্য্যরূপ পরিগ্রহণ, সেই পরিণাম অবিকৃত পরিণাম। ব্রহ্মের জগদ্রূপ পরিণামপ্রাপ্তি এই প্রকার। ব্রহ্ম স্বীয় বহুভবন সামর্থ্য বা ইচ্ছাশক্তিযোগে জগদ্রূপ অবিকৃত পরিণাম প্রাপ্ত হন। জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির পূর্ব্বে, জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির সময়ে এবং জগদ্রূপ পরিণাম প্রাপ্তির পরে ব্রহ্ম সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই থাকেন। সুবর্ণাদি যাবতীয় তৈজস পদার্থ

কটক, কুণ্ডল, হারাদিতে পরিণত হইলেও পুনরায় সুবর্ণাদিরূপ কারণাবস্থা লাভ করিতে পারে। কটক, কুণ্ডল, হারাদি সুবর্ণাদির কেবল অবস্থান্তর মাত্র। এইরূপ অবস্থান্তর বিকার বা ভেদ নহে। উপাদান-কারণ-ব্রহ্মের জগদ্রূপ অবস্থাও এইরূপ অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র।

অতএব জগৎ বস্তুর কার্য্য বলায় বস্তুতে কোন প্রকার বিকারদোষ আরোপিত হইতে পারে না।

(৩) ঈশ্বর বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত—"হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ।। তথা,—'স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতঃ পরানন্দঃ স্বাবির্ভূতঃ সুদুঃখভূঃ।।" (শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্ত) । হ্লাদিনী এবং সম্বিৎশক্তি (সর্ব্বজ্ঞতা শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহই ঈশ্বর। অবিদ্যা-সংবৃতত্ব ও সংক্লেশসমূহের আকরস্বরূপতাই বদ্ধজীবের লক্ষণ। অংশী ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ শুদ্ধজীবের যে সেব্য-সেবকভাবে অবস্থানরূপ অদ্বয়জ্ঞানাবস্থা সেই শুদ্ধজ্ঞান হইতে বিচ্যুতি এবং উপাধিবশতঃ জড়ের ভেদগত-সত্তা-দর্শনে আপনাকে অবিদ্যাদ্বারা আবৃত ও সংক্লেশের আকরস্বরূপ দ্বিতীয় জ্ঞানই বদ্ধজীবাভিমান। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ; ঈশ্বর স্বপ্রকাশ পরানন্দস্বরূপ, জীবও অংশীর অংশসূত্রে স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ হইয়াও দ্বিতীয়াভিনিবেশ বশতঃ অত্যন্ত দুঃখের ভূমিকায় আরূঢ়।

বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত-মতে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, তিনি কোন উপাধি-বশ্যতা প্রাপ্ত হন না। তিনি অপ্রাকৃত গুণ-বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্ম্মফল-প্রদাতা, সমস্ত কল্যাণগুণনিলয় ও সচ্চিদানন্দ বস্তু। ইহাই-শ্রুতির প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু বলিয়া শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের মত। যথা—"ঈশ্বরস্যোপাধিবশ্যতাভাবেন নিত্যমুক্ততাম্। সগুণমেব গুণৈরনভিভূতং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং সর্ব্বোপাস্যং সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতিপাদয়ন্তি। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ স সর্ব্ববিৎ। যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরঃ সো কাময়ত বহু স্যাম্। স ঐক্ষত তত্তেজো সৃজত। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যাদ্যাঃ।"

শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রের আনুগত্যে নৃপঞ্চাস্যের উপাসক। তিনি ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দ বলিয়া তাঁহার ভাষ্য মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন; পূর্ব্বে তাহা উদাহৃত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামী যে শ্রীভগবন্নামাশ্রিত ছিলেন, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়। এতদ্বিষয়ে আমরা অন্যত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিব। শ্রীবিষ্ণুস্বামিপাদ উপাসনা, উপাসক, উপাস্যের নিত্যত্ব স্বীকার করেন যথা—তৎকৃত ভাষ্যে—"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে"।

আদি বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে শ্রুতির মধ্যে "নৃসিংহতাপনী" এবং পঞ্চরাত্র ও পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত শ্রীবিষ্ণুপুরাণেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। আদি বিষ্ণুস্বামীর রচিত গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বজ্ঞসূক্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের অধস্তন

আচার্য্যগণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য এবং নৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-প্রথা এবং সন্ন্যাসাশ্রমেও শিখা-সূত্র-সংরক্ষণ ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বর্ত্তমানকালে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় একরূপ লুপ্তপ্রায়। শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সর্ব্বজ্ঞ সূক্তের প্রচারও অতি বিরল। শ্রীবল্লভাচার্য্য আপনাকে বিষ্ণুস্বামি-মতানুসারী বলিয়া প্রচার করিলেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার প্রচারিত মতের স্থানে স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য

পূর্ব্বকালে তৈলঙ্গ দেশের অন্তঃপাতী ‘বৈদূর্য্য-পত্তন’ নামে একটী নগর ছিল। বর্ত্তমানে সেই নগর ‘মুঙ্গের-পত্তন’ বা ‘মুঙ্গীপাটন’ নামে পরিচিত। এই নগরে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ আরুণি মুনি সহধর্ম্মিণী শ্রীজয়ন্তীদেবীর সহিত বাস করিতেছিলেন। কথিত হয় যে, ভাগবতে (১।১৯।১১) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত যে অরুণ মুনির নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, ইনি (আরুণি) সেই বংশীয়।

দ্বাপরাবসানে যখন ভাগবত-ধর্ম্মাকাশ কৈতব-কুজ্ঝটিকায় তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল এবং নানাপ্রকার ক্ষুদ্র মতে আকৃষ্ট হইয়া লোকসঙ্ঘ জীবমাত্রের স্বরূপধর্ম্ম যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি, তাহা হইতে দূরে পাতিত হইতেছিল, তখন পরম করুণাময় শ্রীবিষ্ণু এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে শুদ্ধ-সনাতন-ভক্তিধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ তাঁহার একটী শক্ত্যাবেশ অবতারকে প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। পরম-বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ শ্রীমদ্ আরুণি ও পরম ভক্তিমতী শ্রীজয়ন্তীদেবীকে আশ্রয় করিয়া কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথির সন্ধ্যাকালে সূর্য্যসমপ্রভ একটী বালকরত্ন সজ্জন-হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগতে অবতীর্ণ হইলেন। আরুণি মুনি পুত্ররত্নকে যথাবিহিত বৈদিকসংস্কারে সংস্কৃত করিয়া ক্রমে শাস্ত্রাদি আলোচনার্থ গুরুগৃহে প্রেরণ করিলেন। বালকবর অতি অল্পবয়সেই অত্যদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ, অখিল কমনীয় কলা-কৌশল বিশেষতঃ অধ্যাত্মশাস্ত্রে সুপ্রবীণতা প্রকাশ করিলেন।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যধৃক্ পুরুষবর সূর্য্যসমপ্রভ হইয়া বিরাজ করিতে থাকিলেন এবং সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার প্রবণমনা হইয়া যথাবিহিত শাস্ত্রীয় বিধানে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠিত হইয়া ব্রজে নন্দগ্রামে আগমন করিলেন। সেইস্থানে ‘সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তব’ নামক পঞ্চবিংশতি পদ্যযুক্ত একটী সুমধুর স্তোত্র রচনা করিয়া স্বোপাস্যদেবের চরণে উপহার প্রদান করিলেন এবং শ্রীগোবর্দ্ধনের

নিকট একটী পর্ণকুটীর রচনা করিয়া সেইস্থানে ঐকান্তিক ভাবে কৃষ্ণভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। যেস্থানে আচার্য্য পর্ণকুটীর রচনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন, সেই স্থান বর্ত্তমানে 'শ্রীনিম্বগ্রাম' নামে প্রসিদ্ধ। কথিত হয় যে, একদা কোন এক জৈন যতি দিগ্বিজয় করিবার অভিলাষে শ্রীমথুরাপুরীতে আগমনপূর্ব্বক তদানীন্তন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। বৈদিক ধর্ম্মের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করাই উক্ত জৈন যতির প্রবল উদ্দেশ্য ছিল। আচার্য্য এই কথা জানিতে পারিয়া বিচারে উক্ত জৈন যতির মতবাদ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা খণ্ডিত করিয়া দিলেন। জৈন যতি পরাভূত হইয়া আচার্য্যের শরণ গ্রহণ করিলেন। আচার্য্যও তাঁহাকে বৈদিক বৈষ্ণবধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যখন উক্ত জৈন যতি ও আচার্য্যের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইয়াছিল, তখন ক্রমিক শাস্ত্রালোচনা করিতে করিতে সূর্য্যের অস্তগমন লক্ষ্য করিয়া আচার্য্য আশ্রমগত অতিথির শ্রান্তি দূরীকরণাভিলাষে তাঁহার নিকট কিছু বিষ্ণু-প্রসাদ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। জৈন যতিগণের সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা নিষিদ্ধ, সুতরাং জৈন সন্ন্যাসী আচার্য্যের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিরত হইলেন। তখন আচার্য্য আশ্রমস্থিত একটী নিম্ববৃক্ষের উপর আসীন হইয়া যতির ভোজন-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবকে ধারণ করিলেন। কাহারও মতে তিনি নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণপূর্ব্বক তদুপরি আকাশে শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র আহ্বান করিয়া স্থাপিত করেন এবং সেই চক্র সূর্য্যসম-প্রভাযুক্ত বলিয়া অতিথি-যতির নিকট 'সূর্য্য' বলিয়াই প্রতিভাত হন। নিম্ববৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া আদিত্য বা অর্করূপে প্রকাশিত হওয়ায় আচার্য্য 'নিম্বাদিত্য', 'নিম্বার্ক' বা 'নিম্ববিভাবসু' নামে খ্যাত হন; ইনি কোথায় কোথায়ও 'আরুণেয়', 'নিয়মানন্দ' ও 'হরিপ্রিয়াচার্য্য' নামেও বিদিত। কেহ কেহ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র যেকালে মথুরামণ্ডলের অধিপতি ছিলেন, সেই সময়েই নিম্বার্কাচার্য্যের প্রাচীন গুরুগণের অভ্যুদয়কাল।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের বর্ত্তমান প্রচলিত শ্রীনিম্বার্ক-ভাষ্যে শ্রীনিম্বার্কের গুরুপরম্পরা এইরূপ দৃষ্ট হয়। ভাষ্য যথা,—পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্ গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইত্যাদি।" অর্থাৎ পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমার ঋষি, তচ্ছিস্য শ্রীমন্নারদ গোস্বামী, তচ্ছিষ্য শ্রীনিম্বার্ক।

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের বেদান্ত-ভাষ্য 'বেদান্ত-পারিজাতসৌরভ' নামে বিদিত। নিম্বার্ক-শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য এই পারিজাত- সৌরভের কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি করিয়া ' বেদান্ত- কৌস্তুভ' নামে আর এক ভাষ্য প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশবকাশ্মীরী নিম্বার্ক সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়া বেদান্ত- কৌস্তুভের " কৌস্তুভপ্রভা" নাম্নী একটী চূর্ণিকা রচনা করেন। (১) 'বেদান্তপারিজাত- সৌরভ' ব্যতীত নিম্নলিখিত ভাষ্য ও গ্রন্থগুলি আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্যের রচিত বলিয়া তৎসম্প্রদায়িগণ বলিয়া থাকেন। (২) গীতাভাষ্য,

(৩) সদাচারপ্রকাশ—(স্মৃতিগ্রন্থ), (৪) দশশ্লোকী, (৫) সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, (৬) প্রাতঃস্মরণ-স্তোত্রম্ (বেদান্ত-গর্ভিতস্তোত্রম্)। উপরিউক্ত যড় গ্রন্থের মধ্যে 'বেদান্তপারিজাত- সৌরভ' (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), 'দশশ্লোকী' 'সবিশেষ-নির্ব্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণস্তব' ও 'প্রাতঃ-স্মরণ-স্তোত্রম্'—এই চারিখানি গ্রন্থই আধুনিক নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মধ্যে নিম্বাদিত্য-প্রণীত বলিয়া প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সনকাদি মুনি শ্রীনারদ মুনিকে উপদেশ করেন; শ্রীনারদ হইতে শ্রীব্যাস, শ্রীপ্রহ্লাদ ও পারম্পর্য্যক্রমে শ্রীনিম্বার্ক প্রভৃতি উপদেশ প্রাপ্ত হন।

শ্রীনিম্বার্কস্বামী কলিকালে শ্রীনারায়ণপ্রোক্ত ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য সাত্বতসম্প্রদায় গঠন করেন। সেই সাত্বত সম্প্রদায় 'নিম্বার্ক-সম্প্রদায়' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কথিত আচার্য্যপরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—(১) শ্রীনারায়ণ, (২) হংস, (৩) সনকাদি চতুঃসন, (৪) নারদ, (৫) নিম্বাদিত্যাচার্য্য, (৬) শ্রীনিবাসাচার্য্য (বেদান্ত- কৌস্তুভাখ্য ব্রহ্ম সূত্রভাষ্যকার), (৭) ভাস্কর-ভট্টাচার্য্য (বেদ ও ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যকার), *(৮) বিশ্বাচার্য, (৯) পুরুষোত্তম আচার্য্য, (১০) বিলাস আচার্য্য, (১১) স্বরূপাচার্য্য, (১২) মাধবাচার্য্য, (১৩) বলভদ্রাচার্য্য, (১৪) পদ্মাচার্য্য, (১৫) শ্যামাচার্য্য বা শ্যামলাচার্য্য, (১৬) গোপালাচার্য্য, (১৭) কৃপাচার্য্য, (১৮) দেবাচার্য্য (বেদান্তসূত্রের 'বেদান্তসিদ্ধান্তজাহ্নবী' নাম্নী টীকার প্রণেতা), (১৯) সুন্দর ভট্ট, (২০) পদ্মনাভ ভট্ট, (২১) উপেন্দ্র ভট্ট, (২২) রামচন্দ্র ভট্ট, (২৩) বামন ভট্ট, (২৪) কৃষ্ণভট্ট, (২৫) পদ্মাকর ভট্ট, (২৬) শ্রবণ বা শ্রবণেশ ভট্ট, (২৭) ভূরিভট্ট, (২৮) মাধব ভট্ট, (২৯) শ্যাম ভট্ট, (৩০) গোপাল ভট্ট, (৩১) বলভদ্র ভট্ট, (৩২) গোপীনাথ ভট্ট, (৩৩) গোকুল ভট্ট বা গাঙ্গল্যা ভট্ট, (৩৪) কেশব ভট্ট (ইনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক কেশব কাশ্মীরী নামে খ্যাত এবং 'ক্রমদীপিকা' গ্রন্থনির্ম্মাতা; নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনুগগণের মতে ইনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার; শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এই কেশব কাশ্মীরীই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের জয়েচ্ছু হইয়া পরে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অনূচানমানিতার অসারতা উপলব্ধি করিয়া দিগ্বিজয়বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে), (৩৫) শ্রীভট্ট, (৩৬) হরিব্যাসদেবাচার্য্য (ইনি অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অম্বিকাদেবীকে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে), (৩৭) স্বভূদেবাচার্য্য, (৩৮) চতুরচিন্তামণিদেবাচার্য্য প্রভৃতি।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের বর্ণনা-মতে তাঁহাদের সম্প্রদায়ে এই কয়েকটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত গ্রন্থকার উদিত হইয়াছিলেন। (১) পরপক্ষগিরিবজ্রকার শ্রীমাধব-মুকুন্দ, (২) বেদান্তরত্নমঞ্জুষাকার শ্রীঅনন্তরাম, (৩) শ্রুত্যন্তসুরদ্রুমকার শ্রীপুরুষোত্তমপ্রসাদ।

*শ্রীভক্তিরত্নাকরধৃত কেশবকাশ্মীরীর গুরুপরম্পরায় ভাস্কর ভট্টের নাম উল্লেখ নাই। আর সমস্তই মিল আছে।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মঠসমূহের স্থান নির্দ্দেশ—

(১) সলিমাবাদ—কৃষ্ণগড়, উদয়পুর (আজমীড় হইতে যাইতে হয়), (২) বর্দ্ধমান--রায়পুর রায়গঞ্জমঠ (ইঁহারা বলেন, বর্দ্ধমান মঠই তাঁহাদের সকল মঠের আদি মঠ)—শ্রীবিগ্রহ রাধাগোবিন্দ, হংসভগবান্, রামজী, বলদেবজী, (৩) উখ্ড়া (অণ্ডাল ষ্টেশনের পরবর্ত্তী ষ্টেশন উখ্ড়া ষ্টেশন হইতে মঠ একমাইল বর্ত্তমান মহান্তের নাম শ্রীব্রজভূষণশরণদেব), (৪) যুগলকিশোরমঠ—আড়ংঘাটা, আদি মহান্তের নাম শ্রীগঙ্গানারায়ণ দেব এবং বর্ত্তমান মহান্তের নাম সনকাদি শরণদেব, (৫) চৈতুয়া—ঘাটাল হইতে তিনক্রোশ দূরে নিমতলা, নিমতলা হইতে তিনক্রোশ চৈতুয়া—মঠের নাম বৈকুণ্ঠপুর মঠ—শ্রীবিগ্রহ (ক) রামলালা, (খ) গোপাল, (গ) রামলক্ষ্মণ-জানকী, (ঘ) ক্ষেত্রপাল শিব এবং (ঙ) বিহারীজী; প্রথমে প্রত্যেক শ্রীবিগ্রহের পৃথক্ মন্দির ছিল, এক্ষণে সেই সকল ভগ্ন হওয়ায় সকল শ্রীবিগ্রহই শ্রীবিহারীজীর মন্দিরে আছেন, বর্ত্তমান মহান্ত বলদেব দাস, (৬) আসনমানপুর কুসরী পোষ্ট অফিস, নদীয়া (আলমডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে দুইক্রোশ দূরে), বৃন্দাবন হইতে এই মঠের মূল উৎপত্তি বলিয়া ইঁহারা বলেন—শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথজী, মহান্ত রামগোপাল দাসজী, (৭) কেন্দুলী—এই মঠ পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া কথিত হয়, তিন পুরুষ যাবৎ নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের হইয়াছে, এরূপ শুনা যায়, মহান্ত রাসবিহারী শরণজী, (৮) লোহাগঞ্জ (আজিমগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এক মাইল, মুর্শিদাবাদ), শ্রীবিগ্রহ—গোপীনাথজী, মহান্ত মদনমোহন শরণজী, (৯) বিনোদলালা—(আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট), (১০) বস্তানগর (রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে একক্রোশ)—ইঁহারা বলেন, বৃন্দাবন হইতে ইঁহাদের মূল—শ্রীবিগ্রহ মদনমোহনজী, (১১) উলসী (নাভারণ ষ্টেশন হইতে একক্রোশ—আস্‌মানপুর, বস্তানগর ও উলসী মঠত্রয় শ্রীবৃন্দাবনের পরমার্থজী মঠের অনুগত; তবে পরমার্থজী মঠ এখন মহান্তহীন, মহান্ত গৃহস্থধর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।), (১২) শ্রীধাম বৃন্দাবনে পরমার্থজী মঠ, (১৩) শ্রীক্ষেত্রে লোকনাথের নিকট দুঃখিশ্যাম মঠ, তিনবৎসর হইল মহান্ত দুঃখিশ্যামজীর ক্ষেত্রপ্রাপ্তি হইয়া গিয়াছে, (১৪) কটকে গোপালজী মঠ, (১৫) বুন্দেলখণ্ডে অটলবিহারী মঠ, পোষ্ট অফিস—সাগর, জিলা-সাগর, শ্রীবিগ্রহ—শ্রীঅটলবিহারী, (১৬) নিম্‌কা থানায়ও একটী নিম্বার্কের মঠ আছে, ফুলেরা জংশন হইতে একটী ব্রাঞ্চ লাইনে নিম্‌কাথানা ষ্টেশন; জয়পুরের রাজার একহাজার নিম্বার্ক পল্টন আছে—ইঁহারা কেহই গৃহস্থ নহেন, কিন্তু বেতন লইয়া রাজার পল্টনের কার্য্য করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীধাম বৃন্দাবনে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী মঠ রহিয়াছে। গোবর্দ্ধনের নিকট নিম্বগ্রামে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ও আচার্য্যের পাদুকা পূজার ব্যবস্থা আছে। পঞ্জাবের নিকট 'খাড়া' নামক স্থানেও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একটী মঠ আছে।

নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের সদাচারাদি—

(১) কণ্ঠে শ্রীতুলসীমালা ও ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমিগণের পক্ষেও শিখাসূত্রাদি সংরক্ষণীয়, চতুর্থাশ্রমিগণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিবেন, দীক্ষাকালে পঞ্চসংস্কার অবশ্য গ্রহণীয়; (২) চারি আশ্রমীর পক্ষেই কায়মনোবাক্যে জীবহিংসা পরিবর্জ্জনীয়, বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভোজনই প্রত্যেকের পক্ষে বিধি; (৩) অন্যদেবতা পূজা, অন্য দেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ; (৪) জন্মাষ্টমী, একাদশী, ব্যাসপূজা প্রভৃতি ব্রত যথাবিধি পালনীয়; (৫) বিদ্ধা একাদশী বা জন্মাষ্টমী সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়; (৬) গৃহস্থ বৈষ্ণবের বিষ্ণুনৈবেদ্যের দ্বারা বৈষ্ণব-বিধানে শ্রাদ্ধ করণীয়, প্রেতশ্রাদ্ধাদিকরণে মহান প্রত্যবায়।

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত সিদ্ধান্ত—

আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য চিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রীনিম্বাদিত্য শ্রুতিকেই স্বতঃপ্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শ্রুত্যনুগত অন্যান্য শাস্ত্রও প্রমাণ বলিয়া গৃহীত। চতুঃসন শ্রীনারদ গোস্বামীকে ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই শ্রৌত-পারম্পর্য্যে শ্রীনারদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য জগতে প্রচার করেন। ছান্দোগ্যের সপ্তম প্রপাঠকে শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রতি শ্রীল সনৎকুমারের উপদেশে একায়ন-শাখার উল্লেখ (৭।১।২), পুরাণাদির পঞ্চম-বেদত্ব (৭।১।৪), বিষ্ণুর সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব (৭।১৫।১), শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠারূপা ভগবদ্ভক্তির মাহাত্ম্য (৭।১৯-২০।১), ভগবৎ-প্রেমার অসমোর্দ্ধত্ব (৭।২৩।১), নিত্য ভগবদ্ধামের মাহাত্ম্য (৭।২৪।১), ভগবানের অন্যনিরপেক্ষত্ব (৭।২৪।২), পরম-মুক্তগণের নিত্য-ভগবৎ-পরিকরত্ব ও ভগবানের সহিত চিদ্‌বিলাস-ধামে নিত্য-বিলাস (৭।২৫।২), ভগবানের আবির্ভাব-তিরোভাব শক্তিমত্তা (৭।২৬।১), বৈষ্ণবের নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব (৭।২৬।২), ভগবৎ-প্রসাদের মাহাত্ম্য (৭।২৬।২) প্রভৃতি সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমানে প্রচলিত দশশ্লোকী—যাহা শ্রীনিম্বার্কের রচিত বলিয়া কথিত হয়, তন্মধ্যে হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—

সর্ব্বং হি বিজ্ঞানমতো যথার্থকং
শ্রুতিস্মৃতিভ্যো নিখিলস্য বস্তুনঃ।
ব্রহ্মাত্মকত্বাদিতি বেদবিন্মতং
ত্রিরূপতাপি শ্রুতিসূত্র-সাধিতা।।

সকল বস্তুই ব্রহ্মাত্মক। বেদবিদ্‌গণের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু হইতে অসদ্বস্তুর উদয় হইতে পারে না। বস্তুবিজ্ঞানই নিখিল বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে জানা যায়। কোন স্থানে অদ্বৈত বাক্য, কোন স্থানে দ্বৈত বাক্য এবং কোন স্থানে উভয়-নিষ্ঠবাক্য

প্রতিষ্ঠিত সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদ স্থান পায় না। শ্রুতি ও সূত্র-বিচারে অদ্বৈত ও দ্বৈত উভয়ই সিদ্ধ হওয়ায় দ্বৈতাদ্বৈতবাদই শাস্ত্রতাৎপর্য্যরূপে গ্রহণীয়।

জীব-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাহি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে" (ব্রঃ সূঃ ২।৩।৪২) ,—এই সূত্রের নিম্বার্কভাষ্যে জীব-পরমাত্মার ভেদাভেদ সিদ্ধান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ভাষ্য যথা—"অংশাংশি-ভাবাজ্জীব-পরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি, পরমাত্মনো জীবো ংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবি"-ত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ; 'তত্ত্বমসী"-ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ। অপি চ আথর্বণিকাঃ "ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মকিতবা"---ইতি ব্রহ্মণো হি কিতবাদিত্বমধীয়তে।" অর্থাৎ সূত্রকার জীব পরমাত্মার অংশাংশী ভাব বা ভেদাভেদ ভাব প্রদর্শন করিতেছেন,—জীব পরমাত্মার অংশ, কারণ 'জ্ঞ' ও 'অজ্ঞ'—'ঈশ্বর' ও 'জীব'-—উভয়ই অজ এবং নিত্য—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে, আবার তত্ত্বমস্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্বশাখিগণ দাস এবং ধূর্ত্তগণকেও 'ব্রহ্ম' বলিয়া উক্তি করেন, অতএব জীব ও ব্রহ্মে ভেদাভেদ বা অংশাংশিভাবসম্বন্ধ। দশশ্লোকী হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করা যায়,—জীবজ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংপদবাচ্যত্বহেতু—জ্ঞানস্বরূপ, আর চৈতন্যধর্ম্মবশতঃ—জ্ঞাতাস্বরূপ। সূর্য্য যেমন স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হইয়াও জগৎ-প্রকাশক-স্বরূপ হইতেছেন, তদ্রূপ চৈতন্যধর্ম্মবিশিষ্ট জীব জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতৃত্বধর্ম্মযুক্ত। জীব অণু-চৈতন্য—বৃহচ্চৈতন্য পরমেশ্বরের অধীন। জীব সংখ্যায় অনন্ত। প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন জীব অবস্থান করেন, অণুত্ব প্রযুক্ত জীব মায়িক শরীরের যোগ-বিয়োগযোগ্য। জীব যখন মায়া-কবলিত থাকেন, তখন লিঙ্গ ও স্থূল শরীরে যুক্ত, মুক্তাবস্থায় জীব তাহা হইতে বিয়োগ লাভ করেন। সেই জীব ত্রিবিধ—(১) মুক্ত, (২) বদ্ধমুক্ত ও (৩) বদ্ধ। যাঁহারা শ্রীহরির পদাশ্রিত, তাঁহারা 'মুক্ত', যাঁহারা পূর্ব্বে মায়াবদ্ধ থাকিয়া সাধু-গুরু-কৃপায় ভগবৎ-প্রসাদ লাভ করিয়াছেন ও করিবেন, তাঁহারা 'বদ্ধমুক্ত', আর যাঁহারা ভগবদ্-বহির্ম্মুখতা স্বীকার-পূর্ব্বক মায়াভোগ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা বদ্ধ। মুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধজীবগণ আবার অবস্থাভেদে বহু প্রকার। (১) মুক্তগণ পার্ষদ ও পার্ষদানুগত ইত্যাদি অবস্থায় বিবিধ। (২) বদ্ধমুক্তগণ পার্ষদ ও সাধক-ভেদে বিবিধ। (৩) বদ্ধগণ বিষয়ী, বিবেকী ও মুমুক্ষুভেদে বিবিধ। মায়া অনাদি, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা প্রযুক্তই জীবের মায়াবন্ধ; সুতরাং একমাত্র ভগবৎপ্রসাদেই জীব অনাদি মায়া হইতে মুক্ত হন—অন্য উপায়ে অসম্ভব।

জড়-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—

জড় বা অচেতন পদার্থ দ্বিবিধ—কাল ও মায়া। তন্মধ্যে কাল অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত ভেদে দুই প্রকার। অপ্রাকৃত কাল মায়া প্রকৃতির অতীত চিৎস্বরূপ। ভগবদিচ্ছাতেই কালের

ক্রিয়া। সুতরাং কাল স্বয়ং অচেতন অর্থাৎ ক্রিয়াহীন প্রকৃতির অতীত অবস্থায় চিদদ্রব্যবিশেষ, নিত্য বর্ত্তমান; প্রকৃতির অন্তর্গত অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানান্তর্ভুত জড়দ্রব্যবিশেষ। বস্তুতঃ চিৎকালের মায়িক বিকার দর্শনই মায়িক কাল। ছায়া-ধর্ম্মবিশিষ্টা মায়াপ্রকৃতি চিদ্বিকারমাত্র। তাহা প্রধান ও অবিদ্যা-ভেদে এবং নিমিত্ত ও উপাদন-ভেদে নানা পদবাচ্য। বেদে "অজামেকাং লোহিতকৃষ্ণশুক্লাং" এই মন্ত্রদ্বারা মায়ার ত্রিগুণত্ব ভেদাদি প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াতত্ত্ব চিত্তত্ত্বের সম হইলেও অর্থাৎ ছায়ারূপী বস্তুতে আদর্শের সমতা থাকিলেও তদিতরত্ব-ভেদ দৃষ্ট হয়। সমস্ত জড় জগৎ এবং বদ্ধজীবের লিঙ্গ ও স্থূলদেহ অচেতন তত্ত্ব।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে শ্রীনিম্বাদিত্যের সিদ্ধান্ত—

ভগবত্তত্ত্ব নির্দ্দোষ; মোহ, তন্দ্রা, ভ্রমাদি অষ্টাদশ দোষ ভগবৎ-স্বরূপে নাই। অশেষকল্যাণরাশি ভগবৎ-স্বরূপে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান, সেই ভগবত্তত্ত্ব কৃষ্ণস্বরূপে পরম-ব্রহ্ম। তিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের মূল; গোলোক-চতুর্ব্যূহ, পরব্যোম-চতুর্ব্যূহ ও অন্যান্য চতুর্ব্যূহগণ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি মূল অঙ্গী; তিনি স্বরূপশক্তি বৃষভানুজার সহিত এবং বৃষভানুজার কায়-ব্যূহস্বরূপ সহস্র সহস্র সখীগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা পরিসেবিত হইয়া জীবের নিত্যারাধ্য। তিনি নিত্য অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্; তিনি প্রাকৃত-করাদি রহিত বলিয়া প্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'নিরাকার', আবার অপ্রাকৃতকবাদিবিশিষ্ট বলিয়া অপ্রাকৃত চক্ষুর নিকট 'সাকার'। তিনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর অবিচন্ত্য-শক্তি-সম্পন্ন এবং ব্রহ্ম-শিবাদি-দেবগণদ্বারা নিত্য বন্দিত।

উপাসনা—

অনন্যভাবে একমাত্র ব্রহ্মশিবাদিবন্দিত সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেরই উপাসনা কর্ত্তব্য; বিষ্ণু ব্যতীত ইতর দেবতা-উপাসনায় নিন্দা ও নরক-পাত শ্রুত হয়। উপাসনা বা ভক্তি দুই প্রকার—(১) সাধনরূপী অপরাভক্তি এবং (২) প্রেমলক্ষণা উত্তমাভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি যাজনের দ্বারা প্রেম-লক্ষণা উত্তমাভক্তির উদয় হয়।

"শ্রীনিম্বাদিত্য হইতে নিমায়েৎ সম্প্রদায় প্রচলিত হইয়াছে। কেহ কেহ নিমানন্দি-সম্প্রদায়কে নিমায়েৎ সম্প্রদায়ের নামান্তর মনে করিয়া গোলমাল করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষয় তাহা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর একটী নাম 'নিমাঞি'। নিমাঞি নামটী শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অতিশয় প্রিয় বলিয়া শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু-গোস্বামী মহাপ্রভুকে 'নিমানন্দ' আখ্যায় প্রচার করিয়াছেন।

যথা তৎকৃত পদ্যে; —

"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যো সৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।।"

যাঁহারা শ্রীমধ্বাচার্য হইতে ঈশ্বরপুরী পর্য্যন্ত (আম্নায়) পরিত্যাগপূর্ব্বক একটী (নব্য সম্প্রদায় স্থির করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর 'নিমানন্দ' নাম লইয়া 'নিমানন্দ-সম্প্রদায়' বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, বস্তুতঃ নিমানন্দ-সম্প্রদায় নিমায়েৎ সম্প্রদায় হইতে পৃথক্।" (সজ্জন-তোষণী ৭ম খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা)

শ্রীনিম্বাদিত্য-প্রচারিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদের যে পার্থক্য আছে, তাহা আমরা সাত্বত-আচার্য-চতুষ্টয়ের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের তুলনাকালে পৃথক প্রবন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রদর্শন করিব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, আরুণি শ্রীনিম্বাদিত্যস্বামী সনৎকুমার-শিষ্য নারদের নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া জগতে প্রচার করিয়াছিলেন, সেই মতানুগত সম্প্রদায় বহু পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; এজন্য সায়নমাধবের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমন্মধ্বের নাম ও প্রচারিতসিদ্ধান্তের উল্লেখ থাকিলেও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বা তৎপ্রচারিত মতের নাম গন্ধও নাই। অতএব নিশ্চয়ই বর্ত্তমান নিম্বার্ক-সম্প্রদায় কিছুকাল পূর্ব্বে— কেহ কেহ বলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরে শ্রীবল্লভাচার্য-সম্প্রদায়ের ন্যায় প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত, উপাসনাদির সহিত অনেকটা সাম্য হইতে এবং অন্যান্য বিবিধ কারণ হইতে অনেকে এই কথা মনে করেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তাচার্য্যবর্য্য শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্‌বিষ্ণুস্বামী, শ্রীমদ্রামানুজ, শ্রীমন্মধ্ব-সম্প্রদায়ের নাম ও সিদ্ধান্ত সন্দর্ভ ও সম্বাদিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোন নামোল্লেখ করেন নাই কেন? ইহারই বা কারণ কি? ইহা হইতে অনেকেই অনুমান করেন যে, বোধ হয় 'সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ' রচনার পরে এমন কি, বৃন্দারণ্য-গোবর্দ্ধনাদি স্থান-নিবাসী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য-গোস্বামীগণের সময়েও বর্ত্তমান প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করে নাই। যাহা হউক, আচার্য্য শ্রীনিম্বাদিত্য যে একজন সুপ্রাচীন সাত্বত দ্বৈতাদ্বৈত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে প্রচলিত নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের মত সর্ব্বাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া জগতে প্রকাশিত হইলেও প্রাচীন সাত্বত আচার্য্য শ্রীমন্নিম্বাদিত্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকের সনৎকুমারের উপদেশ হইতে সংগ্রহ করা যায়। এতৎসম্বন্ধে আরও অন্যান্য বক্তব্য আমরা বারান্তরে আলোচনা করিব।



আচার্য্য শ্রীরামানুজ

ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা হারীতের বংশে কেশবাচার্য্য নামক একজন দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ মাদ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে শ্রীপরমবত্তুর বা শ্রীমহাভূতপুরী নামক গ্রামে শকাব্দীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাস করিতেন। কেশব ও তদীয় পত্নী কান্তিমতী উভয়েই সদাচার-সম্পন্ন ও নানা সদ্‌গুণ বিভূষিত ছিলেন। তাঁহারা একদা পুত্রকামনায় কৈরবিণী-সাগর-সঙ্গমে স্নানপূর্ব্বক শ্রীভগবানের নিকট স্ব-স্ব-মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিলে ভগবান্ পার্থ-সারথি তাঁহাদের মনোভীষ্ট পূর্ণ করিবেন বলিয়া আশ্বাসবাণী প্রদান করেন।

এই কালে সনাতন-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষ ভক্তিবিরুদ্ধবাদিগণের দ্বারা প্লাবিত হইয়াছিল। পরমমঙ্গলময় শ্রীহরি জীবকুলকে এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় স্বীয় সঙ্কর্ষণ-শক্তিকে বিষ্ণুবিরোধ-প্লাবিত-প্রদেশে প্রেরণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। সদাচারনিষ্ঠ আসুরি কেশবাচার্য্য দীক্ষিত ও ভগবদ্ভক্তিপরায়ণা শ্রীকান্তিমতীকে আশ্রয় করিয়া মহাভূতপুরী গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দীর চৈত্র-শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে আর্দ্রা-নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় ভগবদিচ্ছায় সঙ্কর্ষণ-শক্তি জগতে অবতীর্ণ হইলেন। কাহারও মতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেশব-তনয়ের জগতে আবির্ভাব গণিত হয়।

কান্তিমতী প্রসিদ্ধ দিব্যসূরি শ্রীযমুনাচার্য্যের শিষ্যবর শ্রীশৈলপূর্ণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ছিলেন। শ্রীশৈলপূর্ণ শ্রীরঙ্গমে বাস করিতেন; কান্তিমতীর গৃহে এক পুত্ররত্নের আবির্ভাব হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শ্রীশৈলপূর্ণ বালককে দর্শন করিতে আসেন এবং শিশুবরে শ্রীরামানুজ-লক্ষ্মণের সদৃশ লক্ষণ সমূহ দেখিতে পাইয়া বালককে 'লক্ষ্মণ' নামে অভিহিত করেন।

অতীত শৈশবকাল হইতেই লক্ষ্মণের সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অপূর্ব্ব প্রতিভা লক্ষিত হইতে লাগিল। বাল্যকালেই লক্ষ্মণের ভগবদ্ভক্তির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ বিশেষতঃ বৈষ্ণব-সঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবায় অসামান্য লৌল্য পরিলক্ষিত হইত। কাঞ্চিপূর্ণ নামে এক পরম ভাগবত কাঞ্চিনগরীস্থ শ্রীবরদরাজের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন; কাঞ্চিপূর্ণ বৈষ্ণবের জাতিকুলের নিরর্থকতা প্রচারার্থ কৃপাপূর্ব্বক নীচশূদ্রকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এই ভাগবতবর প্রত্যহই শ্রীবরদরাজের পূজাবিধানার্থ স্বীয় আবির্ভাব-ভূমি পুণামেলি হইতে কাঞ্চিপুরীতে গমন করিতেন। কাঞ্চিনগরীতে গমনকালে তাঁহাকে কেশবের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতে হইত। বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণকে দৃষ্টিমাত্রে 'পরম বৈষ্ণব' বলিয়া অবগত হইয়া তাঁহার সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। মাতা-পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একদিন বালক লক্ষ্মণ কাঞ্চিপূর্ণকে স্বীয় গৃহে ভিক্ষা করাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন

এবং নিজ হস্তে তাঁহাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইয়া তাঁহার পদসেবা করিতে উদ্যত হইলেন। কাঞ্চিপূর্ণ সদ্ব্রাহ্মণ-তনয়-লক্ষ্মণের এইরূপ ব্যবহার-দর্শনে স্বীয় বৈষ্ণবোচিত দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন যে, তিনি অত্যন্ত নীচ শূদ্র; সুতরাং ব্রাহ্মণ-তনয় লক্ষ্মণের পক্ষে শূদ্রের সেবা উচিত নহে। এই কথা শুনিয়া বালক লক্ষ্মণ অতীব দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো, বৈষ্ণব কখনও শূদ্র নহেন, বৈষ্ণবই ব্রাহ্মণের গুরু; দেখুন, 'তিরুপ্পান আলোয়ার' চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইয়াও ব্রাহ্মণের পূজনীয় হইয়াছিলেন।" বাল্যকালেই লক্ষ্মণের এইরূপ বৈষ্ণবোচিত সদ্‌বুদ্ধি বা বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধির আদর্শ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

কৈশোর অতিক্রান্ত হইবার কালে এই দ্রাবিড়-কুল-তিলক মাতাপিতার আগ্রহে দারপরিগ্রহ করেন। লক্ষ্মণকে দ্বিতীয়াশ্রমে অবস্থিত দেখিয়া কেশব দীক্ষিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিলেন। পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর লক্ষ্মণ কিছুকাল জননীর সন্নিধানে সপত্নীক বাস করিয়াছিলেন। এই সময় লক্ষ্মণের শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবল ইচ্ছা হয়; শ্রীকাঞ্চিপুরীতে শ্রীযাদবাচার্য্য নামক জনৈক অধ্যাপকের বেদান্তশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতার কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বেদান্ত পাঠ আরম্ভ করিলেন। কাঞ্চিপুরী মোক্ষ দায়িকা সপ্তপুরীর অন্যতম এবং ভূতপুরীর নাতিদূরে অবস্থিত। কাঞ্চির বর্ত্তমান নাম কঞ্জিভারাম, এই নগর মাদ্রাজের পশ্চিমে দ্বাদশ ক্রোশের মধ্যে স্থিত। চোলরাজগণের রাজ্যকালে কাঞ্চিপুরী বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্র, সরস্বতী-সমার্চ্চনার পীঠ ও দাক্ষিণাত্যের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিল।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যখন কাঞ্চিতে যাদবাচার্য্যের নিকট যথারীতি গুরু শুশ্রূষার সহিত বেদান্তাধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন মন্ত্রশাস্ত্রকুশল যাদব ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তা কাঞ্চিরাজকুমারীর প্রেতাপনোদনার্থ কাঞ্চিপুরাধিপতি দ্বারা রাজগৃহে আহূত হন। যাদবাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রশক্তিপ্রয়োগ দ্বারা রাজকুমারীর প্রেতাপনোদনে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মরাক্ষস নানাপ্রকারে যাদবকে তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং যাদব পূর্ব্ব-জন্মে 'গোসাপ' ছিলেন, অজ্ঞাতসারে কোন বৈষ্ণবের পাত্রাবশেষ ভক্ষণ-ফলে বর্ত্তমান জন্মে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন—ইহা জানাইয়া—তদন্তেবাসী শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের পাদোদক পাইলে সে রাজকুমারীর দেহ পরিত্যাগ করিবে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তদনুসারে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক রাজকন্যার দেহাশ্রিত ব্রহ্মরাক্ষসকে কৃপা করিলেন। এই যাদবাচার্য্য ক্ষুণ্ণ-হৃদয় হইয়া স্বীয় শিষ্য লক্ষ্মণ-দেশিকের প্রতি মৎসর ও বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে শ্রীলক্ষ্মণ স্বীয় অধ্যাপকের অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতেছিলেন, এমন সময় যাদবাচার্য্যের জনৈক শিষ্য গুরু-সন্নিধানে আগমন করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের-

—"তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী" (১।৬।৭) মন্ত্রাংশ হইতে "কপ্যাসং" শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে যাদবাচার্য্য শিষ্যকে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যানুসারে 'কপ্যাসং' শব্দে "কপির আসন" অর্থাৎ বানরের পৃষ্ঠভাগ বা অপানদেশ—এইরূপ অর্থ করেন; 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা হইলে শ্রুতিমন্ত্রাংশের এইরূপ অর্থ হয়,—সেই হিরণ্ময়-পুরুষের চক্ষুর্দ্বয় বানরের অপানদেশের ন্যায় রক্তিম-পদ্মতুল্য। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ ব্যথিত হইলেন; তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইয়া তাঁহার আন্তরিক ব্যথার আতিশয্য জ্ঞাপন করিল। শ্রীলক্ষ্মণদেশিক অধ্যাপকের সেবা করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয়-দুঃখানলের অভিব্যঞ্জক দুই একটী অত্যুষ্ণ অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারে অধ্যাপকের অঙ্গেও পতিত হইল। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণকে হঠাৎ বিনা কারণে এইরূপ অশ্রুপূর্ণলোচন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মণ বলিলেন যে, তিনি 'কপ্যাসং' শ্রুতি-মন্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নয়নদ্বয়ের রক্তিম-আভাকে বানরের অধোভাগের সহিত তুলনা করা অপরাধ-পরাকাষ্ঠার পরিচয়। যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া বলিলেন,—মূঢ়, তুমি আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যায় দোষারোপ করিতেছ, তোমার এত বড় আস্পর্দ্ধা! শক্তি থাকে ত দেখাও তুমি ইহা অপেক্ষা অন্য কি প্রকার উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা করিতে পার। শ্রীলক্ষ্মণ তখন 'কপ্যাসং' শব্দে বানরের অপানমার্গ বা অধোভাগ এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া—"কং জলং পিবতি ইতি কপিঃ—সূর্য্যঃ এবং 'অস্' ধাতু বিকসনার্থ সুতরাং 'আস' শব্দে 'বিকসিত'; অতএব 'কপ্যাসং' শব্দের অর্থ সূর্য্য-বিকসিত, 'কপ্যাসং' শব্দের এইরূপ অর্থ হইলে সমগ্র শ্রুতি-মন্ত্রাংশের অর্থ এইরূপ হয়,—'সেই আদিত্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুর চক্ষু দুইটী সূর্য্য-বিকসিত পদ্মের ন্যায়।' যাদব লক্ষ্মণের এইরূপ অর্থ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ইহা মুখ্যার্থ নহে, গৌণার্থ; কিন্তু অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলেন, এই বালক সামান্য নহে, ভবিষ্যতে ইনি শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত মতের একজন বিশেষ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবেন।

আর একদিন যখন যাদবাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যাবলম্বনে তৈত্তিরীয়োপনিষদের "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (আনন্দবল্লী ২) মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন লক্ষ্মণ ঐরূপ নির্ব্বিশেষপর ব্যাখ্যায় নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া পরব্রহ্মের সবিশেষত্ব স্থাপন করেন। যাদবাচার্য্য এইরূপে পুনঃ পুনঃ শিষ্যের নিকট অপদস্থ হইয়া এবং তাঁহাকে স্ব-সম্প্রদায়ের একজন ভবিষ্যৎকালীয় পরম শত্রু জানিয়া লক্ষ্মণের প্রাণ-সংহারার্থ এক ষড়যন্ত্র করেন। একদিন ত্রিবেণীস্নানের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহাতে লক্ষ্মণকে সম্মত করান। উদ্দেশ্য—হিংস্র-জন্তু-সঙ্কুল নিবিড় অরণ্যাণীর মধ্যে হিংস্র জন্তুদ্বারা লক্ষ্মণকে সংহার করাইবেন। যাদবের প্রস্তাবানুসারে লক্ষ্মণ গঙ্গাস্নানার্থ যাদবের সহিত গমন করিলেন। কাঞ্চি হইতে প্রায়াগ-আগমনের পথে বিন্ধ্যগিরির সন্নিকটে লক্ষ্মণের মাতৃস্বসা-তনয়

যাদব-শিষ্য গোবিন্দ যাদবের দুষ্ট অভিসন্ধি লক্ষ্মণের নিকট গোপনে প্রকাশ করিয়া স্বীয় প্রাণ-রক্ষার্থ সেই স্থান হইতে তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ প্রদান করিলেন। রামানুজ যাদবের ষড়যন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গন্তব্য পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পথে দ্রুতবেগে উর্দ্ধশ্বাসে গমন করিতে থাকিলেন এবং অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একটী বৃক্ষমূল আশ্রয় করিলেন। ঐ সময় মুষলধারে বৃষ্টি পতিত হইতে থাকিলে যাদব ও তাঁহার সহযাত্রিগণ বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন; গোবিন্দকে একাকী আসিতে দেখিয়া যাদবাচার্য্য লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দ বলিলেন যে, লক্ষ্মণ অগ্রেই চলিয়া আসিয়াছেন জানিয়া তিনিও এখানে চলিয়া আসিলেন। যাদবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার শিষ্যগণ লক্ষ্মণের অনেক অনুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইলেন; অবশেষে যাদব লক্ষ্মণের অপমৃত্যু নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক বৃক্ষমূলাশ্রয় করিয়া শ্রীভগবানের স্মরণ করিতে থাকিলে কিছুকাল পরেই এক ব্যাধ-দম্পতির সহিত তাঁহার দেখা হইল। শ্রীলক্ষ্মণ এই ব্যাধ-দম্পতিকে তাঁহার সহযাত্রী জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগের সহিত চলিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাসমাগমে তাঁহারা কোন একটী বৃক্ষ আশ্রয়পূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করিলে ব্যাধপত্নী ব্যাধের নিকট পিপাসাতুর হইয়া পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ ব্যাধ-পত্নীর জন্য জল আনিতে উদ্যত হইলে ব্যাধ লক্ষ্মণকে রাত্রিকালে কিছুতেই জল আনয়নার্থ অন্যত্র যাইতে দিলেন না। প্রাতঃকাল হইবামাত্র ব্যাধ লক্ষ্মণকে জল আনিতে আদেশ করিলেন, লক্ষ্মণও নিকটস্থ একটী সোপানবিশিষ্ট কূপ হইতে অঞ্জলিদ্বারা জল উঠাইয়া তিনবার বারিদানে ব্যাধ-পত্নীর পরিতৃপ্তি করিলেন। চতুর্থবারে কূপ হইতে জল লইয়া উঠিয়া লক্ষ্মণ আর ব্যাধ-দম্পতিকে দেখিতে পাইলেন না। অধিকন্তু ভীষণ অরণ্যের পরিবর্ত্তে সন্নিকটে লোকালয় ও পথ দেখিতে পাইলেন। পথিকগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তাঁহার অভীষ্ট কাঞ্চিপুরীতেই তিনি উপস্থিত হইয়াছেন। লক্ষ্মণ সমস্ত বিবরণ পরম ভাগবত কাঞ্চিপূর্ণের নিকট নিবেদন করিলে কাঞ্চিপূর্ণ বলিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী-নারায়ণ ব্যাধ-দম্পতিরূপে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়াছেন। কাঞ্চিপূর্ণ লক্ষ্মণকে প্রত্যহ ঐ শালকূপ হইতে জল আনয়ন করিয়া বরদরাজের সেবা করিবার উপদেশ দিলেন।

এদিকে যাদবও শিষ্যগণের সহিত কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তথায় লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বাহ্যে আনন্দের ভাব দেখাইয়া লক্ষ্মণকে পুনরায় তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণ যাদবকে ভবিষ্যতে কৃপা করিবার জন্য অধ্যাপকের অনুরোধে সম্মত হইবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন।

ক্রমে লক্ষ্মণের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে থাকিলে শ্রীরঙ্গমে দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্যও শ্রীলক্ষ্মণদেশিকের বৈষ্ণবী প্রতিভার কথা শুনিতে পাইয়া লক্ষ্মণকেই ভবিষ্যতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংরক্ষকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অল্পদিন পরে বরদরাজ-দর্শন-মানসে কাঞ্চিপুরীতে আগমন করিয়া যামুনাচার্য্য যাদবাচার্য্যের সহিত লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। যামুনাচার্য্য লক্ষ্মণকে দূর হইতে দর্শন করিয়া বিশেষ উৎফুল্ল হইলেন এবং স্বীয় মনোভাব প্রকাশ বা শ্রীলক্ষ্মণকে অন্য কোন সম্ভাষণাদি না করিয়া তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। যামুন স্বীয় নগরে ফিরিয়া গিয়া নিজ শিষ্য পূর্ণাচার্য্যকে কাঞ্চির বরদরাজের নিকট স্বরচিত 'স্তোত্ররত্ন' পাঠ করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন। শ্রীলক্ষ্মণ শ্রীবরদরাজের মন্দিরে পূর্ণাচার্য্যের মুখে যামুনাচার্য্য রচিত অপূর্ব্ব স্তোত্ররত্ন শ্রবণ করিয়া যামুনমুনির দর্শন লাভের জন্য ব্যগ্র হইলেন। পূর্ণাচার্য্যও সাদরে শ্রীলক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথে যামুনাচার্য্যের অপ্রকট বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উভয়েই ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়িলেন। শ্রীযামুনাচার্য্যের চিদানন্দ কলেবর যাহাতে কোন প্রকারে স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্পৃষ্ট না হয়, তজ্জন্য মহাপূর্ণ ভীষণ বিরহ-বেদনা মধ্যেও আপনাকে ও লক্ষ্মণকে কোন প্রকারে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীযামুন-কলেবরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

শ্রীলক্ষ্মণদেশিক যামুনাচার্য্যের তিনটী অঙ্গুলি সঙ্কুচিত দেখিয়া বিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারা বুঝিলেন যে, এই মহাত্মার কোন তিনটী বিশেষ জগন্মঙ্গলকর মনোভীষ্ট অপূর্ণ রহিয়াছে; অনুসন্ধানদ্বারা সেই তিনটী মনোভীষ্টের কথা জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণ সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রথম প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিলেন,—(১) "আমি শ্রীবৈষ্ণব-মতে অবস্থিত হইয়া অজ্ঞান- মোহিত জীবদিগকে পঞ্চসংস্কার-সম্পন্ন, দ্রাবিড় আম্নায়-পারদর্শী ও সর্ব্বদা প্রপত্তিধর্ম্ম নিরত করাইব" এইরূপ বলিবার পরই শ্রীযামুনাচার্য্যের কুঞ্চিত অঙ্গুলি ত্রয়ের একটী সরল হইল; লক্ষ্মণ দেশিক দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,—(২)" জগজ্জীবের কল্যাণার্থ আমি পরমতত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক বেদান্ত-সূত্রের শ্রীভাষ্য রচনা করিব" —এই বাক্যে যামুনের দ্বিতীয় অঙ্গুলি প্রসারিত হইল; লক্ষ্মণ তৃতীয়বারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন,--(৩) "পরাশর ঋষি জীব ও ঈশ্বরাদির স্বভাব, উপায় প্রভৃতি প্রকাশপূর্ব্বক যে পুরাণ-রত্ন রচনা করিয়াছেন, আমি তাহার অভিধান নির্ম্মাণ করিব"—ইহা উচ্চারিত হইবামাত্রই যামুনের অবশিষ্ট অঙ্গুলিটি স্বাভাবিক ঋজুতা লাভ করিল। দর্শকবৃন্দ লক্ষ্মণের এই অলৌকিক শক্তি দর্শনে পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকেই ভবিষ্যতে সমগ্র বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একমাত্র সংরক্ষক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন। "লক্ষ্মণ কাঞ্চিপুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যামুন-শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। লক্ষ্মণের অতি বাল্যকাল হইতেই বৈষ্ণবের প্রতি নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত বুদ্ধির দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কাঞ্চিপূর্ণ শূদ্রকুলে আবির্ভূত হইলেও লক্ষ্মণ আপনাকে তাঁহারই নিকট দীক্ষারূপ কৃপাগ্রহণের

যোগ্যতা সম্পন্ন করিবার জন্য কৌশলে কাঞ্চিপূর্ণের উচ্ছিষ্টপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কাঞ্চিপূর্ণকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন; বৈষ্ণববর কাঞ্চিপূর্ণও একটী প্রতিকৌশল সৃষ্টি করিলেন এবং স্মার্ত্ত বিচারবিশিষ্টা লক্ষ্মণ-পত্নীকে বঞ্চনা করিয়া তাঁহার দ্বারা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিয়া লইলেন। কাঞ্চিপূর্ণের দ্বারা এইরূপ প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহারই নিকট উপযুক্ত গুরু লাভের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাঞ্চিপূর্ণ বরদরাজের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া লক্ষ্মণকে তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। স্বপ্নযোগে কাঞ্চিপূর্ণ শ্রীবরদরাজের আদেশ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মণকে জানাইলেন যে, শ্রীমহাপূর্ণই শ্রীলক্ষ্মণের গুরু হইবার যোগ্য। ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণদেশিক দ্বিতীয়বার শ্রীরঙ্গমনগরোদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যেই মথুরার নিকট অগ্রহার গ্রামে মহাপূর্ণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সেই স্থানেই শ্রীপূর্ণাচার্য্যের দ্বারা যথাবিধি পঞ্চসংস্কার সম্পন্ন হইলেন। পূর্ণাচার্য্য লক্ষ্মণকে দীক্ষিত করিয়া কাঞ্চিপুরীতে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণপত্নী পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্ম জড় স্মার্ত্ত স্বভাববিশিষ্টা ছিলেন; একদিন লক্ষ্মণ-পত্নীর কূপ হইতে জল তুলিবার সময় পূর্ণ্যাচার্য্যের ভার্য্যার রজ্জু হইতে একবিন্দু জল লক্ষ্মণবনিতার কুম্ভে পতিত হয়, তাহাতে লক্ষ্মণভার্য্যা গুরুপত্নীর নীচজাতির ও স্বীয় কৌলীন্যের উল্লেখ করিয়া গুরুপত্নীর প্রতি যথেষ্ট মর্ম্মন্তুদ-রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিলেন। মহাপূর্ণ এই কথা জানিতে পারিয়া যাহাতে ভবিষ্যতে আর এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত না হয়, তজ্জন্য লক্ষ্মণের অজ্ঞাতসারেই নিস্তব্ধভাবে রঙ্গক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীগুরুদেবের এইরূপ হঠাৎ গমনবার্ত্তার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন এবং এইরূপ গুরুবৈষ্ণব বিদ্বেষিণী পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিবার মনস্থ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই একজন ক্ষুধার্ত্ত-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ-গৃহে গমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণপত্নীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া লক্ষ্মণের নিকট আসিয়া তদীয় পত্নীর দুর্ব্ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ করেন। লক্ষ্মণদেশিকও এই সুযোগ বুঝিয়া ব্রাহ্মণকে পত্নীর নিকট ভিক্ষুকবেশে পাঠাইবার পরিবর্ত্তে তাঁহার হস্তে একখানি পত্র, হরিদ্রা ও নববস্ত্র দিয়া বলিলেন,—"আপনি আমাদের গৃহে গমন করিয়া প্রকাশ করুন যে, আপনি আমার শ্বশুরালয় হইতে আমার পত্নীকে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহোপলক্ষে লইবার জন্য আসিয়াছেন।" লক্ষ্মণের নির্দেশানুসারে সেই বিপ্রটী পুনরায় লক্ষ্মণ -পত্নীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে পত্রাদি প্রদান করিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী এইবারে ঐ ব্রাহ্মণকে বহুতর সম্মান প্রদান করিয়া ভূরি ভোজন করাইলেন। এদিকে লক্ষ্মণও উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লক্ষ্মণ-বনিতা পতির নিকট ব্রাহ্মণের প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলে লক্ষ্মণ তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং পত্নীর দুঃসঙ্গ চিরতরে বর্জ্জন করিবার জন্য কৌশলে পত্নীকে বলিলেন,- —"তুমি যখন এবার ভ্রাতৃবিবাহোপলক্ষে পিতৃগৃহে যাইতেছ, তখন তোমার যাবতীয় বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি লইয়া যাওয়াই উচিত।" লক্ষ্মণ-পত্নী পতির কৌশল বুঝিতে না

পারিয়া অধিকতর উৎফুল্লচিত্ত তাঁহার যাবতীয় বিলাসোপকরণ-সহিত উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত পিতৃগৃহে গমন করিলেন।

এদিকে শ্রীলক্ষ্মণ গুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর দুঃসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল জানিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন এবং অবিলম্বে বরদরাজের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পুরঃসর বলিতে লাগিলেন,—"প্রভো, অদ্য হইতে আমি সর্ব্বতোভাবে আপনার হইলাম, আমাকে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" অনন্তর সন্ন্যাসের উপকরণাদি সংগ্রহ করিয়া বরদরাজের ইচ্ছাক্রমে অনন্তসরোবরের তটে শ্রীযামুনাচার্য্যকে স্মরণপূর্ব্বক ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেন।

শ্রীল রামানুজ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ক্রমে তাঁহার দুই একজন করিয়া শিষ্য হইতে থাকিল। দাশরথি নামক শ্রীরামানুজের এক ভাগিনেয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলেন; তৎপরে কূরনাথ বা কূরেশ রামানুজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ে শ্রীকুরনাথকে 'রামাংশ' ও দাশরথিকে 'ভরতাংশ' বলিয়া বিচার করা হয়। রামানুজের পূর্ব্ব অধ্যাপক যাদবাচার্য্যের জননী যতীন্দ্র শ্রীরামানুজের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া যাদবকে বিষ্ণু বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শ্রীরামানুজের পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন। যাদব স্বীয় মতের নিরর্থকতা পূর্ব্বেই অনেকটা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি নিজ প্রতিষ্ঠার জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের মতকেই প্রবল রাখিতে বাধ্য হন। এক্ষণে স্বীয় ভক্তিমতী মাতার একান্ত ইচ্ছায় শ্রীরামানুজের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক পরিপ্রশ্নের পর তাঁহার হৃদয়ের মলিনতা দূরীভূত হইল। শ্রীরামানুজের অসামান্যা কৃপায় যাদব মায়াবাদগর্ত্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীরামানুজাচার্য্যের দ্বারা পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত ও যথাবিহিত ত্রিদণ্ড বৈষ্ণব-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি 'শ্রীগোবিন্দদাস' আখ্যায় ভূষিত হইয়া শ্রীরামানুজের আজ্ঞায় পূর্ব্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বৈষ্ণবগণের মাহাত্ম্য-সূচক একটী গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীগোবিন্দদাস বৈষ্ণবধাম লাভ করিলেন।

রামানুজের মাতৃস্বসা-তনয় গোবিন্দ জীবের নিত্য স্বরূপধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি যাজন করিবার পরিবর্ত্তে মায়াবাদাশ্রয়ে শিবারাধনায় নিযুক্ত ছিলেন; শ্রীরামানুজ যামুন-শিষ্য শ্রীশৈলপূর্ণের দ্বারা গোবিন্দকে মায়াবাদ-গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শ্রীরামানুজ এই সময়ে শ্রীযামুনাচার্য্য ও পূর্ব্ব গুরূপদিষ্ট শাস্ত্রসমূহ সংগ্রহ করিতে অভিলাষী হইয়া শ্রীমহাপূর্ণের নিকট হইতে ন্যাসতত্ত্ব, পুরুষ-নির্ণয়, গীতার্থ-সংগ্রহ, ব্যাসসূত্র, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হন। শ্রীমহাপূর্ণের ইচ্ছাক্রমে শ্রীরামানুজ পুণ্ডরীকাক্ষকে (শ্রীমহাপূর্ণ-তনয়) শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন।

শ্রীমহাপূর্ণের নিকট শ্রীরামানুজ শুনিতে পাইলেন যে, গোষ্ঠীপুর গ্রামে শ্রীগোষ্ঠীপূর্ণ নামে জনৈক মন্ত্ররহস্যবিৎ তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব-বাস করেন। তিনি যামুনাচার্য্যের একজন প্রিয়শিষ্য, তাঁহার নিকট হইতে মন্ত্ররহস্য ও তত্ত্ব বিচার শ্রবণ করা আবশ্যক। রামানুজ

গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলে গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের তত্ত্বজ্ঞান-স্পৃহা ও দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য রামানুজকে অষ্টাদশবার প্রত্যাখ্যান করিয়া অষ্টাদশবারের পর সরহস্যমন্ত্র প্রদান করিলেন এবং সেই মন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। পরদুঃখ -দুঃখী শ্রীরামানুজাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া গিয়াই তাঁহার চতুঃসপ্ততি সংখ্যক (৭৪) শিষ্যকে একত্র সমাবেশপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা যুগপৎ সকলকে দীক্ষিত করিলেন। গোষ্ঠীপূর্ণ লোকপরম্পায় এই কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ রুষ্ট হইলেন এবং রামানুজকে একদিন সমীপস্থ দেখিয়া তাঁহার নরকগমন অবশ্যম্ভাবী জানাইলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য তদুত্তরে বলিলেন,—প্রভো, আমার ন্যায় একজন ঘৃণিত ব্যক্তির নরকলাভের পরিবর্ত্তে যদি আপনার কৃপায় সহস্র নরনারীর মঙ্গল হয়, তাহা হইলে আমার ন্যায় স্বার্থপরের অতটুকু স্বার্থত্যাগ করিতে যাওয়া কি উচিত নহে? গোষ্ঠীপূর্ণ রামানুজের এইরূপ মহদন্তঃকরণের পরিচয় পাইয়া নিজ প্রিয়পুত্র সৌম্যনারায়ণকে শ্রীরামানুজের নিকট দীক্ষিত করাইলেন।

প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও গুরুসেবাদ্বারাই একমাত্র শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য জানা যায়, আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্যগৌরবাদির অভিমান থাকিলে কখনও তাঁহার নিকট শাস্ত্রমর্ম্ম প্রকাশিত হয় না; জগতে এই শিক্ষা স্থাপনার্থ শ্রীরামানুজ নিরন্তর নিষ্কপট গুরুসেবায় নিযুক্ত স্বীয় শিষ্য শ্রীকূরেশের নিকট শ্রীগীতার চরম শ্লোকের রহস্য উদ্ঘাটিত করিলেন এবং তাঁহার অন্য শিষ্য দাশরথির কিঞ্চিৎ আভিজাত্য ও পাণ্ডিত্যের অভিমান থাকিবার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দাশরথিকে বৈষ্ণবের পাচক-কার্য্যে, নিযুক্ত ও ঐরূপ নীচ সেবাদ্বারা তাঁহার অভিমান দূর করাইবার আদর্শ প্রদর্শন করাইয়া পরে তাঁহাকে চরম শ্লোকার্থ প্রদান করিলেন।

কাঞ্চিপূর্ণ, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মালাধর ও বররঙ্গ—এই পঞ্চমহানুভব ভাগবত শ্রীযামুনাচার্য্যের পরম অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন; শ্রীরামানুজ ইহাদের সকলকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীযামুন-মুনির দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য এখন শ্রীরঙ্গমে সৎ-সম্প্রদায়ের আচার্য্য ও সংরক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। কতকগুলি অপস্বার্থপর হৃদয় শ্রীরামানুজের এই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহারা নানা অসদুপায়দ্বারা আচার্য্যের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেও পুনঃপুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া রামানুজের প্রাণ-সংহারে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চকগণকে করতলগত করিয়া আচার্য্যের আহার্য্য ভগবদুচ্ছিষ্টে বিষ মিশ্রিত করিবার পরামর্শ করিলেন। আচার্য্য দেবলগণকে নিন্দা করেন, রামানুজের অভ্যুদয় ও প্রচারফলে দেবলগণকে আর কেহ পূর্ব্ববৎ সম্মান করেন না, রামানুজকেই সমধিক সম্মান করিয়া থাকেন ও তদর্থেই শ্রীরঙ্গমস্থ সম্ভ্রান্তজনসমূহ অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন,—এইরূপ কতকগুলি কথা বলিয়া অপস্বার্থপর লোকগুলি অর্চ্চকগণের কাণভারী করিল।

শ্রীরঙ্গমের প্রধানার্চ্চক তাঁহার পত্নীর নিকটে আচার্য্য-সংহারের ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া তাহা কার্যে পরিণত করিতে অনুমতি করিলেন। সরলা ব্রাহ্মণীর হৃদয়ে এইরূপ ভূতক্লেশের সহায়তা স্থান পাইল না; তিনি বিষ-মিশ্র ভোজ্যপদার্থ রামানুজের সম্মুখে রাখিয়া ত্রিদণ্ডি রামানুজকে দণ্ডবৎ করিবার ছলে নিজ নখদ্বারা তাঁহার পদে কি যেন অঙ্কিত করিয়া রামানুজের হৃদয়ে সন্দেহ উৎপন্ন করিলেন। অশেষ বুদ্ধিশালী যতীন্দ্র ভোজ্যদ্রব্যের কিয়দংশ একটী কুকুরের দ্বারা পরীক্ষা করাইলেন এবং দেবলগণ তাঁহার বিনাশ-কামনায় নিযুক্ত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। আর একদিন শ্রীরামানুজকে বিনাশ করিবার মানসে রঙ্গদেবের অর্চ্চক স্বয়ংই নিজহস্তে শ্রীরঙ্গদেবের স্নানজলের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া রামানুজকে প্রদান করিলেন; কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথদেবের অপার কৃপায় উহা রামানুজের কোন ক্ষতি করিতে পারিল না।

এই সময় 'যজ্ঞমূর্ত্তি' নামক এক মায়াবাদী দিগ্বিজয়ী সন্ন্যাসী পণ্ডিত রামানুজের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে রামানুজকে কুতর্কযুদ্ধে আহ্বান করিলে আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীরঙ্গনাথের আদেশে শ্রীযামুনাচার্য্য-প্রণীত 'সিদ্ধিত্রয়ে'র যুক্তি অবলম্বন করিয়া দিগ্বিজয়ীকে নিরস্ত করিলেন। যজ্ঞমূর্ত্তি রামানুজের শরণ গ্রহণ করিলে রামানুজ যজ্ঞমূর্ত্তিকে শিখাসূত্র ত্যাগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় শিখাসূত্র ধারণ ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত করাইলেন এবং তাঁহাকে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস প্রদান করিলেন। তখন হইতে যজ্ঞমূর্ত্তি 'দেবরাট' 'দেবমন্নাথ' নামে অভিহিত হইলেন। শ্রীরামানুজ একটী সুবৃহৎ মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া দেবরাট্‌কে সেই মঠের মঠাধীশরূপে স্থাপন করিলেন।

কিছুকাল পরে শ্রীরামানুজ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে শ্রীশৈল বা তিরুপতিস্থান-দর্শনে গমন-পথে 'অষ্ট সহস্র' নামক গ্রামে বরদাচার্য্য ও যজ্ঞেশ নামক শিষ্যদ্বয়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের চরিত্রের দৃষ্টান্ত-দ্বারা গুরু- বৈষ্ণবসেবার আদর্শ স্থাপন করিলেন। বরদাচার্য্যের পত্নী অতিশয় সতী-সাধ্বী ও অকৃত্রিম গুরুভক্তি-পরায়ণা ছিলেন; এমন কি তিনি তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া গুরু ও বৈষ্ণব সেবা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। বরদাচার্য্য-পত্নীর কৃপায় এক ধনাঢ্য বণিকের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হয় ও রামানুজের চরণাশ্রয় ঘটে। শ্রীরামানুজ শ্রীশৈলের উপরে আরোহণ না করিয়া নিম্নদেশ হইতেই ভূবৈকুণ্ঠ শ্রীশৈল দর্শন করিলেন। তদ্দেশীয় রাজা বিঠ্ঠল রাও শ্রীরামানুজের চরণাশ্রয় করিয়া গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে 'ইলমণ্ডীয়' নামক সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ প্রদান করেন; শ্রীরামানুজ উক্ত প্রদেশটী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-গণকে বিতরণ করিয়া দেন। রামানুজ ঘটিকাচলে গমন করিয়া নৃসিংহদেবের সন্দর্শন, তথা হইতে পক্ষীতীর্থে গমন ও স্নান-দর্শনাদি করিয়া কাঞ্চিপুরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে গোবিন্দ শ্রীরামানুজাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

আচার্য্য রামানুজ এবার শ্রীযামুনাচার্য্যের নিকট তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া

শ্রীভাষ্যরচনার সঙ্কল্প করেন এবং পূর্ব্বাচার্য্য বোধায়নের বৃত্তির অনুসরণে 'শ্রীভাষ্য' লেখার অভিলাষী হইয়া কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত নৃসিংহপীঠ (বৃজব্ররো) হইতে উক্ত বৃত্তিরাজ আনিবার জন্য নিজ শিষ্য কূরেশের সহিত স্বয়ং তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দ্বারা এই গ্রন্থটী আবদ্ধ থাকায় অপ্রচারিত ছিল। ইহাতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিকূলে অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণ থাকায় ইহার প্রচারে কেবলাদ্বৈতবাদ সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া পড়িবে—এই বিবেচনায় কেবলাদ্বৈতবাদিগণ ঐ গ্রন্থ অতি গোপনে রক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীরামানুজ সারদাপীঠে গমন করিয়া বোধায়নবৃত্তিখানি দেখিতে চাহিলে তত্রস্থ অদ্বৈতবাদিগণ পুস্তকখানির অনস্তিত্ব জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীরামানুজ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের নিকট মনোবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে রাত্রিকালে শ্রীনৃসিংদেব স্বয়ং শ্রীরামানুজের হস্তে উক্ত গ্রন্থখানি প্রদান করেন এবং গোপনে অতি সত্বর সেই স্থান পরিত্যাগের আদেশ করেন। কিছুদিন পরে সারদাপীঠস্থ অদ্বৈতবাদিগণ বোধায়ন-বৃত্তিটী দেখিতে না পাইয়া রামানুজই এই পুস্তকখানি অপহরণ করিয়াছেন,—ইহা স্থির করিয়া বহু বলবান ব্যক্তিকে শ্রীরামানুজের অনুসন্ধানে প্রেরণ করেন। উহারা একমাস কাল দিবারাত্র দ্রুতবেগে গমন করিবার পর কূরেশের সহিত রামানুজকে দেখিতে পান এবং তাঁহাদের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক বোধায়নবৃত্তিটী কাড়িয়া লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইল বিবেচনা করিয়া রামানুজ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন কূরেশ গুরুদেবকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এই একমাস-কালের মধ্যে প্রতি রজনীতে সমগ্র বোধায়ন-বৃত্তিটী কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। শীঘ্র তিনি সমস্ত বৃত্তিটী লিখিয়া দিতেছেন। শ্রুতিধর কূরেশ পাঁচ ছয় দিবসের মধ্যেই সমগ্র বৃত্তিটী তাঁহার স্মৃতিপথ হইতে লিখিয়া শেষ করিলেন। রামানুজ কূরেশের এইরূপ অদ্ভুত প্রতিভা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া শ্রীভাষ্য রচনাকালে কূরেশকে নিজ লেখক করিয়া লইলেন। শ্রীভাষ্য রচনার পর আচার্য্য রামানুজ আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন এবং শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হন। কাঞ্চিপুরী হইতে বরদরাজের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক কুম্ভকোণম্, পরে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মাদুরা, তথা হইতে কুরুকাপুরী, কুরুঙ্গনগরী, কেরল বা মালাবার ও তত্রত্য রাজধানী তিরুঅনন্তপুরম্ বা ট্রিভাণ্ড্রম্ এবং ক্রমে তথা হইতে উত্তর দিকে বিজয় করেন এবং দ্বারাবতী, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, বদরিকাশ্রম, পুষ্কর, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, অযোধ্যা, প্রয়াগ, দেবপ্রয়াগ, মগধগয়া প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করেন। শ্রীরামানুজ দ্বিতীয়বার কাশ্মীরস্থ নৃসিংহপীঠে উপনীত হন; কথিত হয় যে, নৃসিংহদেব আচার্য্যের ব্যাখ্যা নৈপুণ্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীরামানুজকে এই সময় 'ভাষ্যকার' আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু তখনও কাশ্মীরী কেবলাদ্বৈতবাদী ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ রামানুজের প্রচারে প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিবার অভিলাষে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র ও কূটতর্কাদি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। অতঃপর শ্রীরামানুজ বারাণসীক্ষেত্রে গমন করিয়া তৎপর দক্ষিণদিকে গমন

করেন এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আগমন করিয়া পঞ্চরাত্র-মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। অনন্তর কূর্ম্মক্ষেত্র, সিংহাচল ও গারুড়-পর্ব্বত-স্থিত অহোবল-মন্দিরে উপস্থিত হইয়া পঞ্চরাত্র-বিধানমতে নৃসিংহ মূর্ত্তির পূজা প্রবর্ত্তন এবং তথায় এক মঠ নির্ম্মাণ করাইয়া বিশিষ্টাদ্বৈত-মত-প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেন। তথা হইতে ক্রমে বেঙ্কটাচল বা তিরুপতিতে আগমন করিয়া শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে তত্রত্য বিগ্রহ লইয়া যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা প্রশমন করেন এবং সেই বিগ্রহকে বিষ্ণুবিগ্রহ বলিয়া জানাইয়া সকলকে বিষ্ণুপূজায় রত করেন। তৎপরে কাঞ্চিপুরে পুনরাগমনপূর্ব্বক নাথমুনির প্রকটভূমি বীরনারায়ণপুর দর্শনানন্তর শ্রীরঙ্গমে উপস্থিত হন। শ্রীরঙ্গম এই সময় শ্রীরামানুজাচার্য্য-প্রচারিত বিশিষ্টাদ্বৈত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিজয়- বৈজয়ন্তী লইয়া সমগ্র ভারতের নিকট সনাতন-ধর্ম্ম শিক্ষার কেন্দ্রস্থলরূপে শোভা পাইতে লাগিল। যতিরাজ কুরেশের দুই পুত্র গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের ক্রমে পরাশর, বেদব্যাস ও পরাঙ্কুশ নামকরণ ও তাহাদের দেহ বিষ্ণুচিহ্নে চিহ্নিত করিলেন। আচার্য্যের কৃপায় বহুলোকের জীবন পরিবর্ত্তিত হইল। ধনুর্দাস নামক শূদ্রকুলোদ্ভুত এক দুর্দ্দান্ত মল্লবীর রামানুজের কৃপালাভ করিয়া অপ্রাকৃত-বুদ্ধির উদয়ে ব্রাহ্মণোত্তম-রূপে সম্মানিত হইলেন। এই সময় শ্রীমহাপূর্ণ স্বয়ং 'মারণেরি নম্বি' নামক যামুনাচার্য্যের এক শূদ্রকুলে প্রকটিত শিষ্যের ব্রাহ্মণোচিত সৎকার করায় স্মার্ত্তসমাজ রামানুজের গুরু মহাপূর্ণকে অত্যন্ত নিন্দা করিতে থাকিলে মহাপূর্ণ জানাইলেন যে, বৈষ্ণব কখনও জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন; যাহারা বৈষ্ণবে জাতি সামান্যবুদ্ধি করে, তাহারা নিশ্চয়ই নারকী। শ্রীরামচন্দ্র তির্য্যগ্‌যোনিজ জটায়ূর সংস্কার বিধান করিয়া ছিলেন, যুধিষ্টির বিদূরের পূজা করিতেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের দ্বারা সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-মত প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া প্রবল স্মার্ত্তাবলম্বী শৈব চোল-রাজ্যাধিপতি 'কৃমিকণ্ঠ'* রামানুজকে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ধরিয়া আনিবার জন্য কয়েকটী বলিষ্ঠ রাজপুরুষকে তৎসমীপে প্রেরণ করেন শ্রীআচার্য্যের গুরুসেবৈকনিষ্ঠ শিষ্য কূরেশ কৃমিকণ্ঠের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রামানুজকে না বলিয়াই রামানুজের গৈরিক বেষ-পরিধানপূর্ব্বক কৃমিকণ্ঠ-প্রেরিত দূতগণের সহিত গমন করেন এবং রাজসভায় গিয়া আপনাকে 'রামানুজ' বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। কৃমিকণ্ঠের অনুগত কুতার্কিকগণ কূরেশকে বৃথা বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করান এবং নানাভাবে তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে থাকেন। যখন কূরেশ কিছুতেই কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত ও মায়াবাদাশ্রিত শৈবমত স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইলেন না, তখন কৃমিকণ্ঠের আদেশে তদনুগত কতিপয় নৃশংস ব্যক্তি কূরেশের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিয়া ফেলিল। কূরেশ এক ভিক্ষুকের সাহায্যে শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার অল্পদিবস পরেই কৃমিকণ্ঠ এক

* বৈষ্ণবাপরাধে চোলাধিপতির কণ্ঠে এক ভীষণ ক্ষত উৎপন্ন হয় ও ক্ষতস্থানে কৃমি জন্মে। এই জন্যই তিনি বৈষ্ণব-সমাজে 'কৃমিকণ্ঠ' নামে পরিচিত হন।

উৎকট ও ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে তণ্ডানুরের জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা বল্লাল রাও শ্রীরামানুজের অপূর্ব্ব প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্বগ্রহণপূর্ব্বক 'বিষ্ণুবর্দ্ধন' নামে পরিচিত হন এবং তৎসঙ্গে বহু বৌদ্ধগণও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর শ্রীরামানুজাচার্য্য যাদবাদ্রিতে যাদবাদ্রি পতি-বিষ্ণুবিগ্রহের লুপ্তসেবা উদ্ধার ও তথায় বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া জনৈক শিষ্যের দ্বারা পঞ্চরাত্র মতে সেবার সুষ্ঠুতার ব্যবস্থা করেন। ' চেনগামী' নামক স্থানে গমন করিয়াও তথায় স্বীয় মত প্রচার এবং একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরামানুজ কৃমিকণ্ঠের নিধনবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। শ্রীবরদরাজের কৃপায় কূরেশের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সন্দর্শনোপযোগী মহা দিব্যচক্ষু লাভ হইল।

আচার্য্য শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষষ্ঠি বৎসর শ্রীরঙ্গমে বাস করিয়া স্বয়ং ও শিষ্যগণের দ্বারা বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় আচার্য্যের কতিপয় শিষ্য আচার্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার অনুমতি ভিক্ষা করিলে শ্রীরামানুজাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্য্যের প্রকটকালেই তদীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর একদিন আচার্য্য তাঁহার শিষ্যগণকে সমবেত করিয়া নিজ প্রপঞ্চ পরিত্যাগের ইচ্ছা জানাইলেন এবং তাঁহাদিগকে বহু সারগর্ভ বাক্য ও ভবিষ্যতে কিরূপে চলিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশাদি প্রদান করিলেন এবং উপযুক্ত শিষ্যগণকে প্রচারের বিভিন্ন ভার প্রদান করিয়া ১০৫৯ শকাব্দার মাঘী শুক্লাদশমী শনিবার মধ্যাহ্নকালে বৈকুণ্ঠবিজয় করিলেন। যতীন্দ্র শ্রীরামানুজাচার্য্যের শিষ্যগণ শ্রীরামানুজের আদেশানুসারে শ্রৌত-পন্থায় শ্রীগুরুদেবের মনোভীষ্ট প্রচার করিতে থাকিলেন।

আচার্য্য শ্রীরামানুজের রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর নাম একটী শ্লোকে এইরূপ গ্রথিত আছে,—

"বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
গদ্য-গীতাভাষ্য-সূত্রভাষ্য-নিত্যক্রমা ইতি।।

এই কয়েকটী গ্রন্থ ও ভাষ্য ব্যতীত আরও কয়েকটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রামানুজের রচিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে; যেমন— বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুর সহস্র নাম-ভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ শংসন স্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি।

রামানুজ-সম্প্রদায় ও রামানন্দী সম্প্রদায়কে অনেকে গোলমাল করিয়া থাকেন রামানন্দিগণ রামানুজ-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া পরিচয় দিলেও রামানুজ-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহাদের তত্ত্বতঃ বিচার- ভেদ রহিয়াছে। রামানুজের চতুর্দ্দশ আধস্তনিক শিষ্য-পারম্পর্য্যে রামানন্দের আবির্ভাব। আমরা শ্রীরামানন্দের জীবনী ও মতালোচনা কালে

এসকল বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিব।

বড়গলাই ও তেঙ্গলাই-ভেদে শ্রীসম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বরবর মুনির সময় হইতে শ্রী-সম্প্রদায়িগণের মধ্যে এই দ্বিবিধ ভেদ লক্ষিত হয়। বরবর মুনি তেঙ্গলাই আচার্য্য ছিলেন। 'পড়নড়ই বিলক্কম্' নামক তামিল গ্রন্থে এই দুই সম্প্রদায়ের মত বিষয়ে আলোচনা দৃষ্ট হয়। বিচার ও তিলক ধারণাদি আচার ভেদ-দ্বারা তেঙ্গলাই ও বড়গলাই সম্প্রদায়ের পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণ নিয়ত পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত। তাঁহাদের মতে পঞ্চ সংস্কার-বিহীন ব্যক্তি কখনও 'বৈষ্ণব' বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ বলেন যে, পঞ্চ-সংস্কাররহিত ব্যক্তি যদি উচ্চ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে কুক্কুরভোজী চণ্ডালের ন্যায় অদৃশ্য ও অসম্ভাষ্য জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিবে; আর পঞ্চসংস্কারযুক্ত বৈষ্ণব যদি অন্ত্যজ কুলেও আবির্ভুত হন, তাহা হইলেও তিনি ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ে তপ্তমুদ্রা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-ধারণ, বিষ্ণু- বৈষ্ণব-দাস্যসূচক নাম, নারায়ণ-মন্ত্র এবং শালগ্রামপূজা দীক্ষিত বৈষ্ণব মাত্রেরই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও বিষ্ণুব্যতীত দেবতান্তরের পূজা শ্রীসম্প্রদায়ে সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। রামানুজীয়গণ বলেন যে, ব্যাঘ্রের দ্বারা খাদ্যমান হইলেও বিষ্ণুভক্ত কোন দেবান্তরের আলয়ে গমনপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবেন না। শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ স্মার্ত্ত-বিচারকে সর্ব্বতোভাবে গর্হণ করেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীবৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধির ন্যায় আর ভীষণ অপরাধ অন্য কিছুই নাই। তাঁহার গুরু বৈষ্ণবে জাতিসামান্য বুদ্ধিকে নিরয়গমনহেতু বলিয়া জানেন। শ্রীরামানুজের পূর্ব্বগুরু দিব্যসূরি শ্রীযামুনাচার্য্য পরম মর্য্যাদা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াও শূদ্রকুলোদ্ভূত শ্রীশঠকোপদাসকে যেরূপভাবে বন্দনা করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীবৈষ্ণবগণের বিচার ও স্মার্ত্তগণের কর্ম্মজড়-বিচারের পার্থক্য সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধির বিষয় হয়।

মাতা-পিতা যুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামম্
শ্রীমত্তদংঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধা।। (স্তোত্ররত্ন)

আমাদের কুলপ্রভুর প্রথমাচার্য্য বকুলাভিরামের শ্রীমৎপদ যুগলকে আমি মস্তকদ্বারা প্রণাম করিতেছি। আমার বংশীয় অধস্তন শিষ্যবর্গের সর্ব্বস্বই ঐ শ্রীমৎপদযুগল। তাঁহাদের মাতা-পিতা-স্ত্রী পুত্র এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই শঠকোপের শ্রীচরণ।

শ্রীবিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়ে বৈদিক ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণ একদণ্ডীর ন্যায় শিখা-সূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না। যথা শ্রীরামানুজপ্রোক্ত পুরাণ-বাক্য—

উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জল পবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যজ্যং যাবদায়ুষম্।।

শ্রীসম্প্রদায়িগণের তীর্থস্থান—শ্রীসম্প্রদায়ি-বৈষ্ণবগণের ১০৮টী তীর্থ 'অষ্টোত্তর শত 'বিষ্ণুমুখ্য স্থান' নামে খ্যাত এই স্থানগুলির নাম ও স্থান-নির্দ্দেশ অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মঞ্জুষা সমাহৃতির ২য় সংখ্যা হইতে জানিতে পারেন।

বিশিষ্টাদ্বৈত গুরু-পরম্পরা—আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। শ্রীসম্প্রদায়স্থিত বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে, অনাদিকাল হইতেই এই বিশিষ্টাদ্বৈত মত সজ্জনগণের হৃদয়ে প্রকাশিত ছিল। তাঁহারা বলেন, শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র অবতারণা করিয়া জগতে বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মসূত্রের বিশদ ভাষ্যের প্রয়োজন হইলে মহর্ষি বৌধায়ন বিশিষ্টাদ্বৈত মত পোষণ করিয়া জগতে সূত্র-ভাষ্য প্রচার করেন। নির্ব্বিশেষবাদ্দিগণ যে সময়ে বৌদ্ধ বিশ্বাসের সন্তাড়িত হইয়া কেবলাদ্বৈত মত প্রচার করেন, সেই কালে বৌধায়নের বিশিষ্টাদ্বৈত-মতের প্রতি মায়াবাদ্দিগণ অযথা আক্রমণ করেন। এমন কি শ্রুত হয়, তাঁহারা বৌধায়ন বৃত্তিটী পর্য্যন্ত লোপ করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্য এই নির্ব্বিশেষবাদ্দিগণকে নিরস্ত করিবার সঙ্কল্পে 'আত্মসিদ্ধি' 'সম্বিৎসিদ্ধি' ও 'স্বপ্রকাশসিদ্ধি' নামক গ্রন্থত্রয় রচনা করেন। বৌধায়ন মত বিলুপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তন্মতাবলম্বী দ্রমিড়াচার্য্য ও টঙ্কাচার্য্য নামক বিশেষবাদীকর্ত্তৃক বিশিষ্টাদ্বৈত-মত পুষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত গুহদেব ভারুচি প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতী আচার্য্যগণ কয়েকখানি বেদান্ত বিষযক গ্রন্থ রচনা করিয়া ঐ মতের পোষকতা করেন। অতএব বিশিষ্টাদ্বৈত-মতটী যে শ্রীরামানুজের সময় হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা নহে। রামানুজের 'শ্রীভাষ্য' ও 'শ্রুতপ্রকাশিত' নাম্নী টীকা আলোচনায়ও উপরি-উক্ত সত্যের আভাস পাওয়া যায়। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্যের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"তগবদ্বৌধায়নকৃতাং বিস্তীর্ণাং ব্রহ্মসূত্রবৃত্তিং পূর্ব্বাচার্য্যাঃ সংচিক্ষিপুঃ। তন্মতানুসারেণ সূত্রাক্ষরাণি ব্যাখ্যাস্যন্তে।।"—অর্থাৎ ভগবান্ বৌধায়ন ব্রহ্মসূত্রের যে একটী বিস্তীর্ণা বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন দ্রমিড়াদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহারই সংক্ষেপ করেন। আমি তন্মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অক্ষররসমূহের ব্যাখ্যা করিব।

১ম পরাশর-নন্দন ব্যাস, ২য় বৌধায়ন, ৩য় গুহদেব, ৪র্থ ভারুচি, ৫ম ব্রহ্মানন্দী, ৬ষ্ঠ দ্রমিড়াচার্য্য, ৭ম পরাঙ্কুশনাথ, ৮ম যামুনাচার্য্য এবং ৯ম যতীন্দ্র শ্রীরামানুজ যথাক্রমে এই বিশিষ্টাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। বৌদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-নির্ব্বিশেষবাদিগণের আক্রমণে পূর্ব্বাচার্যগণের মত লুপ্তপ্রায় হইলে সঙ্কর্ষণশক্ত্যাবেশাবতার শ্রীলক্ষ্মণদেশিক জগতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে সেই প্রাচীন মত প্রচার করেন। অনাদিকাল হইতে যে সাত্বত পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত সজ্জনসমাজে প্রচলিত ছিল, আচার্য্য শ্রীরামানুজ সেই মতই দুন্দুভিনাদে

জগতে প্রচার করেন।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে পরম ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই অদ্বয়-ব্রহ্ম বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত। চিৎ ও অচিৎ তাঁহার বিশেষণ এবং শরীর। স্থূল এবং সূক্ষ্ম-ভেদে চিৎ ও অচিৎ দ্বিবিধ। কারণাবস্থায় সূক্ষ্ম চিদচিৎ কার্য্যাবস্থায় স্থূল চিদচিৎরূপে পরিণত হয়। অদ্বয়-জ্ঞান ব্রহ্মই একমাত্র নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া তাঁহাতে কার্য্যের অনুকূল গুণসমূহ বর্ত্তমান। গুণসমূহকে গুণীর বিশেষণই বলিতে হইবে। অতএব চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী কারণরূপী ব্রহ্মের কার্য্যানুকূল গুণ বা বিশেষণ। শরীর, শরীরীর আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য ও পরিচায়ক। চিৎ ও অচিৎ এই দুইটী অদ্বয়-ব্রহ্মের আশ্রিত, ভোগ্য, নিয়াম্য এবং কার্য্য স্বরূপে কারণরূপী ব্রহ্মের পরিচায়ক; জীবাত্মার স্বরূপে দেব-মনুষ্যাদিগত কোন পার্থক্য নাই; আত্মাই স্বকর্ম্মফলানুসারে ভোগায়তন শরীর লাভ করিয়া আপনাকে তত্তৎপরিচয়ে পরিচিত করান। অতএব দেব-মনুষ্যাদি আত্মারই ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের পরিচায়ক মাত্র। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাশ্রিত, ইহা আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশদর্শনে বোধগম্য হয়। আত্মকৃত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই যে শরীরের উদ্ভব ও অবস্থান, তাহাতেই শরীরের আত্মৈক প্রয়োজনত্ব সমর্থিত হয়। 'আত্মাই দেবতা, আত্মাই মনুষ্য ইত্যাদি' প্রয়োগ দর্শনেও জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। আত্মবিশেষণ না হইলে শরীরের অস্তিত্বের উপলব্ধির অভাব হয়। শরীর আত্মার নিয়াম্য ও ভোগ্য। কিন্তু আত্মার পরিচয়ও পূর্ণ নহে, কেননা আত্মা খণ্ড চেতন। খণ্ডচেতন অখণ্ডচেতনের পরিচায়ক। শরীর যেরূপ আত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য, আত্মাও তদ্রূপ অখণ্ডচেতন পরমাত্মার পরিচায়ক, নিয়াম্য ও ভোগ্য। অতএব শরীর শব্দটীর পরমাত্মা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি। শরীর, আত্মা প্রভৃতি যাবতীয় শব্দ সমানাধিকরণ্যে পরব্রহ্মের সহিত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু পরব্রহ্মের সহিত শরীর ও আত্মার সমানাধিকরণ্যে প্রয়োগ সম্পূর্ণ একত্ব নিবন্ধন নহে। সমানাধিকরণ্য স্থলে এক বস্তুরই বিভিন্ন দ্যোতক পদের বিন্যাস হইয়া থাকে। যেমন জ্যোতিষ্টোম মন্ত্রে "অরুণবর্ণা, একবর্ষবয়স্কা, পিঙ্গাক্ষী, গাভীর দ্বারা সোম ক্রয় করিতে হয়"—এই বাক্যে 'অরুণবর্ণা', 'একাহায়ণী' ও 'পিঙ্গাক্ষী'—এই বিশেষণগুলি সোমক্রয়ের গাভীরই ভিন্ন ভিন্ন পরিচায়ক, তদ্রূপ চিৎ ও অচিৎ এক পরমাত্মারই ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতক বা পরিচায়ক। যেরূপ শরীর ও আত্মা সমানাধিকরণ্য, বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবযুক্ত না হইয়াও নিয়াম্য-নিয়ামক, ভোক্তৃ-ভোগ্য বিশেষযুক্ত, তদ্রূপ আত্মার সহিত পরমাত্মারও পূর্ব্বোক্ত বিশেষভাব নিত্য বর্ত্তমান। শ্রীরামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে কেবল ভেদবাদ, কেবল অভেদবাদ ও ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত হইয়াছে।

শ্রীরামানুজীয় মত সংক্ষেপ—আচার্য্য শ্রীরামানুজের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার

যাথাত্ম্য জ্ঞানপূর্ব্বক (সম্বন্ধজ্ঞান) শুদ্ধবর্ণাশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া প্রীতিসহকারে পুরুষোত্তমের চরণযুগল ধ্যানার্চ্চন প্রণামাদিই—অভিধেয় এবং তৎপদ প্রাপ্তিই—প্রয়োজন। যথা শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থসংগ্রহে—"জীবপরমাত্মাযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মোতি-কর্ত্তব্যতাকপরমপুরুষচরণ-যুগল-ধ্যানার্চ্চনপ্রণামাদিরত্যর্থপ্রিয়স্তৎপ্রাপ্তি ফলঃ।।"

বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর—এই ত্রিবিধ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। 'চিৎ'-শব্দে জীবাত্মা, 'অচিৎ'-শব্দে জড় ও 'ঈশ্বর'-শব্দে চিৎ-অচিতের নিয়ামক পুরুষোত্তম নারায়ণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন।

চিদ্‌বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত—চিৎ বা আত্মা দেহ-ইন্দ্রিয়-মনঃ-প্রাণ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দ-স্বরূপ, নিত্য, অণু, ঘটপটাদিগ্রাহি-চক্ষুর অগ্রাহ্য। ছেদ-ভেদাদির অযোগ্য প্রাকৃত অবসর-রহিত, নির্ব্বিকার, জ্ঞানাশ্রয়, পরমেশ্বরের নিয়াম্য, ভগবৎসঙ্কল্পসাপেক্ষ-সত্তাক, 'শেষ' অর্থাৎ ঈশ্বর-ভোগ্য। আত্মা—(১) বন্ধ অর্থাৎ সংসারী, (২) মুক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তসংসার বা বদ্ধমুক্ত এবং (৩) নিত্য অর্থাৎ গরুড়াদি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদভেদে ত্রিবিধ। এই ত্রিবিধ আত্মা প্রত্যেকেই অনন্ত। জীবাত্মার স্বরূপে প্রকৃতি-পরিণামবিশেষরূপ দেব-মনুষ্যাদি নানাবিধ ভেদ নাই। জীবাত্মা—চিদানন্দ-স্বরূপ। তাঁহার কর্ম্মকৃতে দেবমনুষ্যাদি-ভেদ বিধ্বস্ত হইলে তাঁহাতে যে স্বরূপভেদ বর্ত্তমান থাকে, তাহা বাক্যের অগোচর; কিন্তু উহা জীবাত্মার স্বসংবেদ্য। মুক্তাবস্থায় সকল আত্মাই সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। যথা বেদার্থসংগ্রহে "জীবাত্মনঃ স্বরূপং দেব-মনুষ্যাদি-প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপনানাবিধভেদরহিতং জ্ঞানানন্দৈকগুণং তস্যৈতস্য কর্ম্মকৃত দেবাদিভেদে বিধ্বস্তে স্বরূপভেদো বাচামগোচরঃ স্বসংবেদ্যঃ জ্ঞানস্বরূপমিত্যেতাবদেব নির্দ্দেশ্যম্। তচ্চ সর্ব্বেষামাত্মনাং সমানম্।"

শ্রীরামানুজমতে জীবের অণুত্ব এবং জীব ও ঈশ্বরের অংশ-অংশীত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যথা শ্রীভাষ্যে সাক্ষাদণুশব্দ এবং শ্রূয়তে—"এষো ণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" (মুণ্ড ৩।১।৯) ইতি। উদ্ধৃত্য মানম্ উন্মানম্, অণুসদৃশং বস্তূদ্ধৃত্য তন্মানত্বং জীবস্য শ্রূয়তে "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" (শেতাশ্ব ৫।৯) ইতি, আরাগ্রমাত্রো হ্যবরো পি দৃষ্টঃ" (শেতাশ্ব ৫।৮) ইতি চ। অতো ণুরেবায়মাত্মা।।" (২।৩।২৩) প্রকাশাদিবৎ জীবঃ পরমাত্মনো ংশঃ, যথা অগ্ন্যাদিত্যাদের্ভাস্বতোভারূপঃ প্রকাশো ংশো ভবতি, যথা গবাশ্ব-শুক্লকৃষ্ণাদীনাং গোত্বাদিবিশিষ্টানাং বস্তূনাং গোত্বাদীনি বিশেষণান্যংশাঃ, যথা বা দেহিনো দেবমনুষ্যাদির্দেহো ংশঃ, তদ্বৎ। একবস্ত্বেকদেশত্বং হ্যংশত্বম্, বিশিষ্টস্যৈকস্য বস্তুনো বিশেষণমাংশ এব। তথাচ বিবেচকাঃবিশিষ্টে বস্তুনি বিশেষণাংশো য়ম্, বিশেষ্যাংশো য়মিতি ব্যপদিশন্তি। বিশেষণ-বিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বে পি স্বভাববৈলক্ষণ্যং দৃশ্যতে; এবং জীবপরয়োর্ব্বিশেষণবিশেষ্যয়োরংশাংশিত্বম্, স্বভাবভেদশ্চোপপদ্যতে।

তদিদমুচ্যতে—"নৈবং পরঃ" ইতি। যথাভূতো জীবঃ, ন তথাভূতঃ পরঃ। যথৈব হি প্রভায়াঃ প্রভাবান্ অন্যথাভূতঃ, তথা প্রভাস্থানীয়াৎ স্বাংশাজ্জীবাৎ অংশী পরো প্যর্থান্তরভূত ইত্যর্থঃ। এবং জীবপরয়োর্বিশেষণ-বিশেষ্যত্বকৃতং স্বভাব- বৈলক্ষণ্যমাশ্রিত্য ভেদনির্দ্দেশাঃ প্রবর্ত্তন্তে; অভেদনির্দ্দেশাস্তু পৃথক্‌সিদ্ধ্যনর্হবিশেষণানাং বিশেষ্যপর্য্যন্তত্বমাশ্রিত্য মুখ্যত্বেনোপপদ্যন্তে।" (২।৩।৪৫)

"প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া যন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই এই অণুআত্মাকে (জীবাত্মাকে) চিত্তদ্বারা জানিতে হইবে।" এস্থানে সাক্ষাদ্‌ভাবেই জীবসম্বন্ধে 'অণু'শব্দ শ্রুত হইতেছে। 'উন্মান' অর্থে উদ্ধৃত করিয়া পরিমাণ করা; অণুসদৃশ বস্তুর তুলনায় জীবের তদনুরূপ পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বুঝাইয়া থাকে। শ্রুতি যথা,— কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, সেই শত ভাগের এক ভাগের সমান জীবকে জানিতে হইবে। আত্মা মহান্ হইলেও আবার (চর্ম্মভেদক সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্রবিশেষ) অগ্রভাগের ন্যায় অতিসূক্ষ্ম বলিয়া অনুভূত। অতএব জীবাত্মা যে অণু, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। প্রকাশ বা প্রভাদির ন্যায় জীব পরমাত্মার অংশ। প্রভা-রূপ প্রকাশধর্ম্ম যেরূপ অগ্নি, আদিত্য প্রভৃতির অংশ, বিশেষণ গো-ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট গো, অশ্ব যেরূপ শুক্ল-কৃষ্ণাদি বস্তুর অংশ কিম্বা দেহ যেমন দেহী অর্থাৎ দেহ-মানবাদির অংশ, ইহাও তদ্রূপ। এক বস্তুর একই দেশে অবস্থানই অংশত্ব। কোনও একটী বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষণযুক্ত বস্তুর যে বিশেষণ, তাহাই তাহার অংশ। বিবেচকগণও বিশিষ্ট (বিশেষণযুক্ত) বস্তুতে 'এই অংশটী বিশেষণ আর এই অংশটী বিশেষ্য'—এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'বিশেষণ' ও 'বিশেষ্য' উভয়ের মধ্যে অংশাংশি-ভাব থাকিলেও তাহাদের স্বভাব- বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রকার জীব ও পরমাত্মার এই উভয়ের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব থাকিলেও অংশাংশিভাব ও স্বভাব- বৈলক্ষণ্য উপপন্ন হইতেছে। এই জন্যই উক্ত হইয়া থাকে, 'জীব যে প্রকার, পরমাত্মা ঠিক সেই প্রকার নহেন'। প্রভা হইতে প্রভাবান্ বস্তু যেরূপ অন্যথাভূত, সেইরূপ প্রভাস্থানীয় স্বাংশভূত জীব হইতে অংশী পরমাত্মাও অর্থান্তরভূত। এইরূপে জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের মধ্যে উক্ত বিশেষণ-বিশেষ্য ভাবকৃত স্বভাব- বৈলক্ষণ্য অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ভেদ-নির্দ্দেশ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আর যে অভেদ-নির্দ্দেশ, তাহাও পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতির অযোগ্য বিশেষণ সমূহের বিশেষ্যপর্য্যন্তত্ব অবলম্বন করিয়াই মুখ্যরূপে উপপন্ন হয়।

অচিদ্ বিষয়ে রামানুজীয় সিদ্ধান্ত—অচিৎ জ্ঞানশূন্য ও বিকারযোগ্য। (১) শুদ্ধসত্ত্ব, (২) মিশ্রসত্ত্ব ও (৩) সত্ত্বশূন্যভেদে অচিৎ ত্রিবিধ। (১) রজস্তম অমিশ্র কেবল সত্ত্ব, নিত্য, জ্ঞানানন্দজনক, কর্ম্মব্যতীত কেবলমাত্র ভগবানের ইচ্ছা-প্রভাবে বৈকুণ্ঠগত বিমান-

গোপুর-মণ্ডপ-প্রাসাদাদিরূপে পরিণত, নিরবধিক তেজোরূপ, নিত্যমুক্তগণের দ্বারাও পরিচ্ছেদের অযোগ্য, অত্যদ্ভুত বস্তুই শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ। শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎকে কেহ কেহ 'জড়' বলেন, কেহ কেহ 'অজড়'-ও বলিয়া থাকেন। 'অজড়' বলিবার কারণ---উহা স্বপ্রকাশ ও সংসারী-লোকের ইন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রকাশিত। (২) মিশ্রসত্ত্ব অচিৎ---সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক, উহা বদ্ধ- চেতন সমূহের জ্ঞানানন্দাদির তিরোধায়ক ও বিপরীত-জ্ঞানজনক। (৩) 'সত্ত্বশূন্য অচিতের অপর নাম 'কাল'; প্রকৃতি ও প্রাকৃত বস্তুনিচয়ের পরিণাম- হেতু, কাল-কাষ্ঠাদি-রূপে পরিণত, নিত্য, ঈশ্বরের ক্রীড়াপরিকর ও শরীরভূত। শুদ্ধসত্ত্ব-অচিৎ ও মিশ্রসত্ত্ব-অচিৎ পদার্থদ্বয় ঈশ্বর ও আত্মার (জীবাত্মার) ভোগ্য (বিষয়) , ভোগোপকরণ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) ও ভোগস্থান (চতুর্দ্দশ ভুবনাদি) হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-বিষয়ে শ্রীরামানুজীয় সিদ্ধান্ত---চিদ্-চিদাত্মক জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ ও সংসার-নিবর্ত্তনের একমাত্র হেতুভূত, সমস্ত হেয়তা-শূন্য অনন্তকল্যাণাস্পদ বা অশেষ উপাদেয়তাযুক্ত, স্বেতর সমস্ত বস্তু বিলক্ষণস্বরূপ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ বিশেষণ হইতে স্বরূপ বা বিশেষ্যাংশে যিনি বিলক্ষণ, অসমোর্দ্ধ-অতিশয়িত-অসংখ্যকল্যাণগুণ-গ্রামবিশিষ্ট, যিনি সর্ব্বাত্মা, পরব্রহ্ম, পরজ্যোতিঃ, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, সদাদি-শব্দভেদদ্বারা নিখিল- বেদান্তৈক প্রতিপাদ্য, সেই পুরুষোত্তম নারায়ণই অন্তর্যামি-স্বরূপ। হেয়তা-বিরোধী অনন্ত জ্ঞানানন্দৈকস্বরূপ জ্ঞানশক্ত্যাদি-কল্যাণগুণবিভূষিত, আর্ত্ত-জিজ্ঞাসু-অর্থার্থী-জ্ঞানী—এই চতুর্ব্বিধ পুরুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল, চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদ, বিলক্ষণবিগ্রহযুক্ত, শ্রী-ভূ-লীলানায়ক শ্রীনারায়ণই—ঈশ্বর। যথা,---শ্রীরামানুজকৃত বেদার্থ-সংগ্রহে---"এবংবিধ চিদচিদাত্মক প্রপঞ্চস্যোদ্ভবস্থিতি প্রলয়সংসারনিবর্ত্তনৈকহেতুভূতঃ সমস্তহেয় প্রত্যনীকতয়া নন্তকল্যাণৈকতানতয়া চ স্বেতর সমস্তবস্তু বিলক্ষণস্বরূপো নবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণঃ সর্ব্বাত্মপরব্রহ্মপরজ্যোতিঃ পরতত্ত্ব পরমাত্মসদাদিশব্দভেদৈর্নিখিলবেদান্তবেদ্যো ভগবান্-নারায়ণঃ পুরুষোত্তম ইত্যন্তর্যামি স্বরূপম্।"

ঈশ্বরের স্বরূপ (১) 'পর', (২) 'ব্যূহ', (৩) 'বিভব', (৪) 'অন্তর্যামী' ও (৫) 'অর্চ্চাবতার'-ভেদে পঞ্চ প্রকার। (১) 'পর'-তত্ত্ব—'পর' শব্দে পরমেশ্বর, নিত্য বর্ত্তমান আদি জ্যোতিঃরূপ পর-বাসুদেব। (২) 'ব্যূহ'-তত্ত্ব—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারার্থ, সংসার-সংরক্ষণার্থ ও উপাসকানুগ্রহার্থ সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে অবস্থিত। (৩) 'বিভব'-তত্ত্ব—রাম-কৃষ্ণাদি অবতার, (৪) 'অন্তর্যামি'-তত্ত্ব—দুই প্রকার,—(ক) দাসের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট পরমাত্মা। (খ) 'বাসুদেব আমার প্রাণ-স্বরূপ'—এইরূপ চিন্তা হইতে স্বয়ং প্রবিষ্ট হইয়া বিচারবান্ পুরুষের অন্তঃকরণে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লক্ষ্মীর সহিত বর্ত্তমান পরমসুন্দর নারায়ণ। (৫) 'অর্চ্চা-অবতার—দাসগণের সেবোন্মুখ আত্মবৃত্তির অভিমত অপ্রাকৃত নাম-রূপ-বিশিষ্ট উপাস্যমূর্ত্তি। স্বেচ্ছায় সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তি হইয়াও অশক্তিপ্রায়,

পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বয়ং স্বামী হইয়াও ভক্তের স্বাম্যপ্রায় বর্ত্তমান।

ঈশ্বর স্বভাবঃই নির্দ্দোষ। স্থূল-সূক্ষ্মরূপ সমগ্র জগৎ তাঁহার শরীর হইলেও ঈশ্বরের কর্ম্ম-সম্বন্ধ-গন্ধ নাই। কর্ম্ম-সম্বন্ধ না থাকায় পুরুষার্থ-বিরোধী কোনরূপ ধর্ম্মও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তে ও দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা রাজ-শাসনের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা রাজার অনুগ্রভাজন এবং যাঁহারা রাজশাসনের উল্লঙ্ঘনকারী, তাঁহারা রাজার নিগ্রহ-ভাজন হইয়া থাকেন এবং সেই রাজার নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ফলে তাঁহারা সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের শাসক রাজা। শরীরধারী হইয়াও সেই নিগ্রহানুগ্রহকৃত সুখ দুঃখ ভোগ করেন না। (শ্রীভাষ্য ১।২।১৪)।

শ্রীরামানুজীয় পরিণাম-বাদ—স্থূল-সূক্ষ্ম চিদচিৎ—ব্রহ্মের শরীর [১]। সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে উহা ব্রহ্মের সূক্ষ্ম শরীররূপে বনলীন বিহঙ্গের ন্যায় নাম-রূপ বিভাগশূন্য হইয়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে অবস্থান করে [২]। সৃষ্টিকালে ঐগুলি নাম-রূপাদি দ্বারা বিভক্ত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হয়। উর্ণনাভি যেরূপ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া স্বশরীর হইতে তন্তু বিস্তারপূর্ব্বক গৃহনির্ম্মাণাদি করে, পরম-ব্রহ্মও সেইরূপ স্বীয় চিদচিৎ শরীরকে বিকসিত ও সঙ্কুচিত করিয়াও স্বয়ং অবিকৃত থাকেন [৩]। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের উপাদানত্ব অর্থাৎ জগৎ ও জীবরূপে পরিণতি দ্বারা তাঁহার স্বভাবের বৈপরীত্য হয় না; ইহা ব্রহ্মে স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যেরই পরিচয় [৪]।

উপাসনা---"এবংবিধ পরভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষস্যোৎপাদকঃ পূর্ব্বোক্তহরহরুপচীয়মানজ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগ এব; যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ—"বর্ণাশ্রম" ইতি।

** যথোদিতক্রমপরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এব, ভগবদ্ বোধায়ন-টঙ্ক-দ্রমিড়-গুহদেব-কপর্দ্দি ভারুচি-প্রভৃত্যবিগীত-শিষ্টপরিগৃহীত-পুরাতন-বেদ-বেদান্ত ব্যাখ্যানসুব্যক্তার্থ শ্রুতিনিকর-নিদর্শিতো য়ং পন্থাঃ।।" অর্থাৎ ভক্তিই নিরতিশয়-প্রিয় ও একমাত্র প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল বস্তুতে বিতৃষ্ণাজনক জ্ঞানবিশেষ। সেই ভক্তিযুক্ত আত্মদ্বারাই ভগবান্

---

(১) শ্রীভাষ্য ১।১।১—'সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তু শরীরস্যৈব ব্রাহ্মণঃ স্থূল-চিদ-চিদ্বস্তু-শরীরত্বেন কার্য্যত্বাৎ।" এবং ২।১।১৫ দ্রষ্টব্য।

(২) বেদান্ততত্ত্বসার (গৌড়ীয় সংস্করণ) ৯ এবং ২৯ পৃষ্ঠায় ও শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭ দ্রষ্টব্য।

(৩) তত্ত্বত্রয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণে ২৩-২৬ অনুচ্ছেদ।

(৪) শ্রীভাষ্য ১।৪।২৭—"নাত্রোপদিশ্যমানস্য পরিণামস্য পরস্মিন্ ব্রহ্মণি দোষাবহত্বং স্বভাবঃ, পরন্তু নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যত্যাবহত্বমেবেত্যভিপ্রায়ঃ।

** ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ বিভক্তনামরূপ চিদচিন্মিশ্রপ্রপঞ্চশরীরং স্যাম্' ইতি সঙ্কল্প্য অপ্যয়ক্রমেণ জগচ্ছরীরতয়া আত্মানং পরিণময়তীতি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু পরিণামোপদেশঃ।"

বরণীয় এবং ভক্তগণের লভ্য হন। পূর্ব্বকথিত নিরন্তর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগই এইপ্রকার পরমভক্তিরূপ জ্ঞান বিশেষের উৎপাদক। ভগবান্ পরাশর 'বর্ণাশ্রমচারবতা' শ্লোকে ঐরূপ বলিয়াছেন। * * এই সিদ্ধি-পথ কর্ম্মানুগৃহীত, যথোচিত-ক্রম-পরিণত-ভক্ত্যেকলভ্য এবং ভগবান্ বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দ্দি, ভারুচি প্রভৃতি শিষ্টগণ এই অনিন্দ্য পন্থারই অনুমোদন করেন, পুরাতন বেদ-বেদান্তব্যাখ্যা এবং সুন্দররূপে প্রকাশিত (সুস্পষ্ট) অর্থবিশিষ্ট শ্রুতি সমূহের ইহাই নির্দ্দিষ্ট পন্থা।

উপাসনা পঞ্চবিধ,—(১) অভিগমন (দেবতা-স্থান-মার্গাদি সম্মার্জ্জন-লেপনাদি), (২) উপাদান (গন্ধ-পুষ্পাদি পুজা-সাধন-সম্পাদন), (৩) ইজ্যা (বিষ্ণুপূজা), (৪) স্বাধ্যায় (অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, বৈষ্ণবসূক্ত-স্তোত্রাদি পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাস), (৫) ভগবদনুসন্ধান।

শ্রীরামানুজ-মতে 'প্রয়োজন'—রামানুজ-মতে পরব্যোমাধিপতি লক্ষ্মীনাথ নারায়ণই স্বয়ং ভগবান্। শ্রীরাধাকৃষ্ণের-উপাসনার অপূর্ব্ব চমৎকারিতা ইঁহারা দেখিতে পান না। সাধনাবস্থায় কর্ম্মানুগৃহীত ভক্তিযোগদ্বারা ভগবানের তুষ্টিসাধন করিতে করিতে সাধ্যাবস্থা লাভ হয়। সাধ্যাবস্থায় জীবিতকালে বা জীবিতোত্তরকালে 'লক্ষ্মী-নারায়ণই একমাত্র আমার যথা—সর্ব্বস্ব'—এইরূপ জ্ঞানের সহিত ঐকান্তিক দাস্যরসাত্মক-ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা লাভ হয়। তাহাই শ্রীরামানুজ ও তদীয়গণের চরম প্রয়োজন। যতিরাজ শ্রীরামানুজ এই সকল নিগূঢ় বিষয় 'গদ্যত্রয়' নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"কদাহং ভগবন্তং নারায়ণং মম নাথং মম কুলদৈবতং মম-কুলধনং মম ভোগ্যং মম মাতরং মম পিতরং মম সর্ব্বং সাক্ষাৎ করবাণি চক্ষুষা, কদাহং ভগবৎপদাম্বুজদ্বয়ং শিরসা সংগ্রহীষ্যামি, কদাহং ভগবৎপাদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যাশয়া নিরস্তসমস্তেতর ভোগাশোপহতসমস্তসাংসারিকস্বভাবঃ প্রবুদ্ধ নিত্যনিয়াম্য নিত্যদাস্যৈকরসাত্মকস্বভাবস্তৎপাদাম্বুজদ্বয়ং প্রবক্ষ্যামি, কদাহং ভগবৎপদাম্বুজদ্বয়পরিচর্য্যাকরণযোগ্য-স্তদেকভোগস্তৎপাদৌ পরিচরিষ্যামি, কদা মাং ভগবান্ স্বকীয়য়াতিশীতলয়া দৃশাবলোক্য স্নিগ্ধ-গম্ভীর-মধুরয়া গিরা পরিচর্য্যায়ৈ মামাজ্ঞাপয়িষ্যতি ইতি ভগবৎপরিচর্য্যায়ামাশাং বর্দ্ধয়িত্বা তয়ৈবাশয়া তৎপ্রসাদোপবৃংহিতয়া ভগবন্তমুপেত্য দূরাদেব ভগবন্তং শেষভোগে শ্রিয়া সহাসীনং বৈনতেয়াদিভিঃ সেব্যমানং সমস্তপরিবারায় শ্রীমতে নারায়ণায় নম ইতি প্রণম্যোত্থায়োত্থায় পুনঃ পুনঃ প্রণম্যাত্যন্ত সাধ্বসবিনয়াবনতো ভূত্বা, ভগবৎপার্ষদগণনায়কৈর্দ্বারপালকৈঃ কৃপয়া স্নেহগর্ভয়া দৃশাবলোকিতঃ সম্যগভিবন্দিতৈস্তৈস্তৈরেবাভিমতো ভূত্বা ভগবন্তমুপেত্য শ্রীমতা মূলমন্ত্রেণ মামৈকান্তিকাত্যন্তিক পরিচর্য্যাকরণায় পরিগৃহীষ্বেতি যাচমানঃ প্রণম্যাত্মানং ভগবতে নিবেদয়েৎ।"

শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ—

স্বদেশিকস্য কৈঙ্কর্য্যে বৈষ্ণবস্য চ।
প্রতিপত্তিং সমাং কৃত্বা কৈঙ্কর্য্যং কারয়েৎ সদা।
পূর্ব্বাচার্য্যোক্তবাক্যেষু বিশ্বাসেনৈব বর্ত্তয়েৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।২৪)

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করিয়া তাঁহার সর্ব্বদা সেবা করিবে। পূর্ব্বাচার্য্যদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিবে।

ন বর্ত্তয়েদিন্দ্রিয়াণাং কিঙ্করশ্চ দিবানিশম্।
সামান্যশাস্ত্রনিরতো নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।২৫)

ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হইয়া দিবানিশি যাপন করিবে না। পরমার্থ-শাস্ত্র-ব্যতীত ইতরশাস্ত্রসকল সামান্যশাস্ত্র। তাহাতে কখনও নিরত হইয়া থাকিবে না।

যা প্রীতিরাসীৎ সততং ভগবন্নামকীর্ত্তনে।
সা স্যাৎ প্রীতির্হি তদ্ভক্ত নাম-সংকীর্ত্তনে চ বঃ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।২৯)

ভগবন্নামকীর্ত্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন ত্বদীয় ভক্তগণের নাম সংকীর্ত্তনে হউক।

কারণং ভগবৎপ্রাপ্তের্মহাভাগবতাশ্রয়ঃ।
ইতি মত্বা দৃঢ়ং তেষাং আজ্ঞয়া বর্ত্তয়েৎ সদা।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৩০)

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ, ইহা জানিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

বিহায়বিষ্ণুকৈঙ্কর্য্যং কৈঙ্কর্য্যং বৈষ্ণবস্য চ।
বিনশ্যেৎ স নরঃ প্রাজ্ঞঃ রাগাদিপ্রেরিতো যদি।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৩১)

প্রাজ্ঞ পুরুষ বিষয়াসক্তিক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করিলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বৈষ্ণবানামনুষ্ঠানে নোপায়মতিমুন্নয়েৎ।
উপেয়মেব সততং উন্নয়েৎ সুমহামনাঃ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৩২)

বৈষ্ণবসেবায় উপায় বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সর্ব্বদা উপেয় বুদ্ধি করিবে। বৈষ্ণবসেবা করিয়া অন্য কোন ফল পাওয়া যায় এরূপবুদ্ধিকে 'উপায়বুদ্ধি' বলে। অন্য বহু সুকৃতি-ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়, এই বুদ্ধিকেই 'উপেয়বুদ্ধি' বলে।।

পুষ্প-চন্দন-তাম্বুল দ্রব্যাদিষু সুগন্ধিষু।
বাসনারুচিকার্য্যাণি কদাচিন্নৈব কারয়েৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।২৮)

পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কখনই করিবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ তত্তদ্রব্যে করিবে।

শ্রুত্বা ন বিস্ময়ং গচ্ছেদ্দেবতান্তর কীর্তনম্।
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাঞ্চ নামসঙ্কীর্ত্তনানি চ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৪৫)

অন্য দেবতার কীর্ত্তন শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নামসঙ্কীর্ত্তনকারী ভক্ত পুরুষ দেখিয়া আনন্দলাভ না করাই তাহাদিগের মধ্যে একটী অপচার বা অপরাধ বলিয়া জানিবে।

বৈষ্ণবানাঞ্চ জন্মানি নিদ্রালস্যানি যানি চ।
দৃষ্ট্বা তান্যপ্রকাশ্যানি জনেভ্যো ন বদেৎ ক্বচিৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৫০)

বৈষ্ণবদিগের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখিয়া কাহাকেও কিছু বলিবে না।

যদি প্রণমতে পূর্ব্বং দাসোহং ইতি বৈষ্ণবঃ।
অনাদরে কৃতে তস্মিন্ অপচারো মহান্ ভবেৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৪৯)

বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলিয়া পূর্ব্বে প্রণাম করেন, তাঁহাকে অনাদর করিলে মহাপরাধ হয়।

মাঞ্চ ভাগবতৈঃ সার্দ্ধং সাম্যবুদ্ধিং ন কারয়েৎ।
প্রাকৃতানাঞ্চ সংস্পর্শং প্রাপ্তঃ প্রামাদিকাদ যদি।
স্নাতঃ সচৈলঃ সহসা বৈষ্ণবাঙ্ঘ্রি জলং পিবেৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৫৫)

আমাকে বৈষ্ণবদিগের সহিত সমান জ্ঞান করিবে না। প্রাকৃত লোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হইয়া সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করিবে।

প্রসাদে পাবনে বিষ্ণোঃ সর্ব্বপাপহরে হরেঃ।
কদাচিদপি চোচ্ছিষ্টং প্রতিপত্তিং ন কারয়েৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৬২)

সর্ব্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করিবে না।

দেহাভিমানিনা সার্দ্ধং সহবাসং ন কারয়েৎ।
শ্রীবৈষ্ণবানাং চিহ্নানি ধৃত্বাপি বিষয়াতুরৈঃ।
তৈঃ সার্দ্ধং বঞ্চকজনৈঃ সহবাসং ন কারয়েৎ।।
(প্রপন্নামৃত ৬৫।৬৫-৬৭)

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করিবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্ন সকল ধারণ করে, তথাপি তাহাদের সহিত সহবাস করিবে না।

বৈষ্ণবেন তিরস্কারঃ কৃতোর্হি ভবতাং যদি।
অপকারং স্মৃতিং তস্মাদমত্বা মৌনতো বসেৎ।। (প্রপন্নামৃত ৬৫।৭৪)

আপনাদিকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হইলে অপকার স্মরণ না করিয়া মৌন হইয়া বসিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতার্চ্চনং ভগবতঃ পূজা বিধেরুত্তমম্
শ্রীবিষ্ণোরবমাননাদ্ গুরুতরং শ্রীবৈষ্ণবোল্লঙ্ঘনম্।
তীর্থাদচ্যুতপাদজাদ্ গুরুতরং তীর্থং তদীয়াঙ্ঘ্রিজম্
তস্মান্নিত্যমতন্দ্রিতো ভবসতাং তেষাং সমারাধনে।।
(প্রপন্নামৃত ৬৫।৮৬)

বৈষ্ণবদিগের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা-বিধি, বিষ্ণু-অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব-পদ-জল বিষ্ণুপদজল হইতে গুরুতর, তাহা জানিয়া অতন্দ্রিত রূপে বৈষ্ণবদিগের সমারাধনে যত্নবান হও।

বিশিষ্টাদ্বৈত-আম্নায়—

নিম্নে শ্রীরামানুজাচার্য্যের উর্দ্ধতন গুরুপরম্পরা (শ্রীনারায়ণ হইতে) ও অধস্তন শিষ্যপরম্পরা প্রদত্ত হইল—

১। পেরুমাল এম্বারুমান (তামিল নাম), শ্রিয়ঃপতি বা শ্রীমন্নারায়ণ (পর ও অন্তর্যামি-স্বরূপ) (সংস্কৃত নাম), ধাম—বৈকুণ্ঠ, নিত্যকাল বিরাজিত; ২। শ্রীনারায়ণ—ব্যূহ, বিভব ও অর্চ্চারূপে অনাদিকাল হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ; ৩। পেরিয়া পিরাট্টি (তা), শ্রী বা লক্ষ্মী (সং), বৈকুণ্ঠে ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল অবস্থিত; ৪। মন্‌মগল নাপ্পিন্নাই ইত্যাদি (তা), ভূদেবী, লীলাদেবী ইত্যাদি (সং), বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে নিত্যকাল বিরাজিত, ৫। সিনাই মুদালিয়ার ইত্যাদি (তা), বিষ্বক্‌সেন, অনন্ত, গরুড় ইত্যাদি (সং), বৈকুণ্ঠ ও প্রপঞ্চে নিত্য বিরাজিত; ৬। পয়গই আলোয়ার (তা), সরযোগী বা কাসার মুনি (সং), কাঞ্চী—আবির্ভাবস্থান, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, শ্রবণা নক্ষত্র, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আবির্ভাবকাল); ৭। পূদত্তআলোয়ার (তা), ভূতযোগী (সং), মহাবলিপুরম, ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, ধনিষ্ঠা, বুধবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আঃ); ৮। পে আলোয়ার (তা), ভ্রান্তযোগী (সং), ময়লাপুর, ময়ূরপুরী, মাদ্রাজ (স্থান), ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, শতভিষা, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আঃ); ৯। তিরুমড়িসাইপ্পিবান (তা), ভক্তিসার (সং), তিরুমড়িসাই বা মহীসার পুনামেলির দুই মাইল পশ্চিম (স্থান), ৮৬২৯০০ দ্বাপরাব্দ, মঘা, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৪২০২ (আঃ); ১০। মধুরকবিগল (তা), মধুরকবি (সং), তিরুক্কলূর—তিনেভেল্লি হইতে ১৯ মাইল (স্থান), ৮৮৩৮৭৮ দ্বাপরাব্দ, চিত্রা, শুক্রবার; ১১। নম্মা আলোয়ার, মারণ ইত্যাদি (তা), পরাঙ্কুশ, শঠকোপ, বকুলাভরণ ইত্যাদি (সং), আলোয়ার তিরুনগরী তিনেভেল্লি হইতে ১৮ মাইল (স্থান), ১ কল্যব্দ, বিশাখা, শুক্রবার, খৃঃ পূঃ ৩১০২ (আঃ); ১২। কুলশেখর আলোয়ার (তা), কুলশেখর (সং), তিরুভঞ্জিক্কোলাম—মালয়ালম (স্থান), ২৭ কল্যব্দ, পুনর্ব্বসু, বৃহস্পতি, খৃঃ পূঃ ৩০৭৫ (আঃ); ১৩৭ পেরিয়া আলোয়ার (তা), বিষ্ণুচিত্ত (সং), শ্রীবিল্লিপুত্তুর (স্থান), ৪৬ কল্যাব্দ, স্বাতী, রবিবার, খৃঃ পূঃ ৩০৫৬ (আঃ); ১৪। অণ্ডাল (তা), গোদাদেবী (সং), শ্রীবিল্লিপুত্তূর, ৯৭ কল্যব্দ, পূর্ব্বফাল্গুনী, মঙ্গলবার, খৃঃ পূঃ ৩০০৫ (আঃ); ১৫। তোণ্ডারাড়িপ্পোড়ি আলোয়ার (তা), ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু (সং), মণ্ডঙ্গুড়ি— জেলা ত্রিচিনপল্লী, ২৮৮ কল্যব্দ, জ্যোষ্ঠা, মঙ্গলবার খৃঃ পূঃ ২৮১৪ (আঃ); ১৬। তিরুপ্পান আলোয়ার (তা), প্রাণনাথ, যোগিবাহ, মুনিবান (সং), উরায়ুর—ত্রিচিনপল্লীর নিকট, ৩৪২ কল্যব্দ, রোহিণী,বুধবার, খৃঃ পূঃ ২৭৬০; ১৭। তিরুমঙ্গই আলোয়ার ইত্যাদি (তা) পরকাল

ইত্যাদি চতুষ্কবি (সং), তিরুনগরী— শিয়ালীর নিকট, ৩৯৭ কল্যব্দ, কৃত্তিকা, বৃহস্পতিবার, খৃঃ পূঃ ২৭০৬; ১৮। নড়মুনিগল (তা), নাথযোগী বা নাথমুনি (সং), বীরনারায়ণপুরম্ বা কাটুমান্নার কোভিল—দক্ষিণ আর্কট জেলা, অনুরাধা, বুধবার, ৯১৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইঁহার পৌত্র আলবন্দার জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইনি প্রকট ছিলেন, ইনি পৌত্রের শৈশবাবস্থায় প্রপঞ্চ ত্যাগ করেন; ১৯। উজ্জকোণ্ডর (তা), পুণ্ডরীকাক্ষ (সং), তিরুভল্লরই—ত্রিচিনপল্লীর ১০ মাইল উত্তরে, ৩৯২৭ কল্যব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, খৃষ্টাব্দ ৮২৬; ২০। মনাক্কল নম্বি (তা), রামমিশ্র (সং), মনক্কল—ত্রিচিনপল্লীর ৭ মাইল পূর্ব্বে, ৩৯৭০ কল্যব্দ, মঘা, বুধবার, খৃষ্টাব্দ ৮৭০; ২১। আলবন্দার (তা), যামুনাচার্য্য (সং), কুপ্পাঙ্গুলি—কাটুমান্নার কোভিল হইতে ১ মাইল, ৪০১৭ কল্যব্দ, উত্তরাষাঢ়া, শুক্রবার খৃঃ ৯১৬; ২২। তিরুবরাঙ্গাপ্পারুমাল আরাইয়ার (তা), শ্রীরঙ্গনাথগায়ক (সং), শ্রীরঙ্গম্, ৪০৫৮ কল্যব্দ, অনুরাধা, ৯৫৭ খৃঃ; ২৩। পেরিয়া নম্বি (তা), মহাপূর্ণ (সং), শ্রীরঙ্গম্, ৪০৯৮ কল্যব্দ, জ্যেষ্ঠা, বুধবার, ৯৯৮ খৃঃ; ২৪। তিরুকোট্টিয়ূর নম্বি (তা) গোষ্ঠীপূর্ণ (সং), তিরুক্কোট্টিয়ূর—মাদুরা জেলা, ৪০৮৮ কল্যব্দ, রোহিণী ৯৮৭ খৃঃ; ২৫। তিরুমলয় অণ্ডান (তা), মালাধর (সং), আজগর তিরুমলয়—মাদুরা জেলা, ৪০৮৯ কল্যব্দ, ধনিষ্ঠা, ৯৮৮ খৃঃ; ২৬। তিরুক্কাচ্চি নম্বি (তা), কাঞ্চীপূর্ণ (সং), পুনামেলি, ৪১১০ কল্যব্দ, মৃগশিরা, ১০১০ খৃঃ; ২৭। এম্বারুমানার; উদইয়াবর বা ইলাই আলোয়ার (তা), রামানুজ, ভাষ্যকার যতীন্দ্র, শেষ, যতিরাজ ইত্যাদি (সং), শ্রীপরমবত্তুর, ৪১১৮ কল্যব্দ আর্দ্রা, বৃহস্পতি, ১০১৭ খৃঃ; ২৮। আনন্দালভান (তা), অনন্তসূরি (সং), সিরুপুত্তূর বা কিরণগড়—শ্রীরঙ্গপত্তমের নিকট মহীশূর, ৪১৫৪ কল্যব্দ, চিত্রা, শুক্রবার, ১০৫৩ খৃঃ ২৯। কূরত্তালভান (তা), কূরনাথ বা কূরেশ (সং), কুরাম— কাঞ্চীপুরমের নিকট, ৪১৩১ কল্যব্দ, হস্তা, রবিবার, ১০৩১ খৃঃ; ৩০। মুদালিয়াণ্ডান (তা), দাশরথি (সং), পাচ্ছাপ্পারুমাল কোভিল—পুনামেলির নিকট, ৪১৩৪ কল্যব্দ, পুনর্ব্বসু, সোমবার, ১০৩৩ খৃঃ; ৩১। এম্বার (তা), গোবিন্দদেশিক বা গোবিন্দজিয়া (সং), মধুরমঙ্গলম্, ৪১২৬ কল্যব্দ, পুনর্ব্বসু, ১০২৬ খৃঃ; ৩২। পেরিয়া ভট্টর বা ভট্টর (তা), ভট্টার্য্য বা পরাশর ভট্টার্য্য (সং) শ্রীরঙ্গম, ৪১৭৫, কল্যব্দ, অনুরাধা, ১০৭৪ খৃঃ ; ৩৩। নাঞ্জীয়ার (তা) নিগমান্ত যোগী, বেদান্ত মুনি বা বেদান্তবেদ্য (সং) শৃঙ্গেরি—মহীশূর, ৪১৫৪ কল্যব্দ, উত্তরফাল্গুনী, ১০৫৪ খৃঃ; ৩৪। নম্বিল্লাই (তা) জগদাচার্য্য, কলিবৈরিদাস বা সূক্তিমহার্ণব (সং), নম্বূর বা আরিয়ামঙ্গলম্—ত্রিচিনপল্লীর নিকট, ৪২২৮ কল্যব্দ, কৃত্তিকা, ১২২৭ খৃঃ; ৩৫। পেরিয়া আচ্চানবিল্লাই (তা), কৃষ্ণসমাহ্বয় (সং), সেঙ্গানূর—কুম্ভকোণমের নিকট, ৪২৬০ কল্যব্দ, রোহিণী, ১১৫৯ খৃঃ; ৩৬। বড়কুট্টিরুভিধিপ্পিল্লাই (তা), কৃষ্ণপাদপাদাব্জ (সং), শ্রীরঙ্গম, ৪২৬০ কল্যব্দ, স্বাতী, ১১৫৯ খৃঃ; ৩৭। উলাগ্যারিয়ান্ (তা), লোকাচার্য্য, জগদাচার্য্য (সং) শ্রীরঙ্গম্,

৪৩১৪ কল্যব্দ, শ্রবণা ১২১৩ খৃঃ; ৩৮। তিরুভয়মড়িপ্পিল্লই বা তিরুমলয় আলোয়ার (তা), শ্রীশৈলেশ (সং), আলোয়ার তিরুনগরী, ৪৪০৮ কল্যব্দ, বিশাখা, ১৩০৭ খৃঃ; ৩৯। মনওয়াল বা মামুনিগাল বা পেরিয়া জিয়ার (তা), রম্যজামাত্রি, সৌম্যজামাত্রি, বিশদবাক্‌শিখামণি, যতীন্দ্রপ্রবণ, বরযোগী, বরবরমুনি, ইত্যাদি (সং), আলোয়ার তিরুনগরী, ৪৪৭১ কল্যব্দ, মূলানক্ষত্র শুক্রবার, ১৩৭০ খৃঃ; ৪০। তুপ্পিল পিল্লাই (তা), বেদান্তাচার্য্য বা বেদান্তদেশিক (সং), তুপ্পিল—কাঞ্চীর নিকট, ৪৩৬৯ কল্যব্দ শ্রবণা, ১২৬৮ খ্রীঃ; ৪১। নাইনার আচারিয়ার (তা), বরদাচার্য্য (সং), তুপ্পিল, ৪৪১৭ কল্যব্দ, রোহিণী, ১৩১৬ খৃঃ।

দ্রষ্টব্য—উপরে যে বিশিষ্টাদ্বৈতাম্নায় প্রদত্ত হইল তন্মধ্যে প্রথমে পাত্রের তামিল নাম, সংস্কৃত নাম, তৎপরে আবির্ভাব বা অভ্যুদয় স্থান, তৎপরে আবির্ভাব কাল, নক্ষত্র, বার ও খৃষ্টাব্দ প্রদত্ত হইয়াছে।



আচার্য্য শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ

উড়ুপীক্ষেত্র হইতে সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী নদীর তটে 'বিমানগিরি' নামক একটী উচ্চ পর্ব্বত বিরাজিত। পুরাকালে শ্রীপরশুরাম শিলাখণ্ড ভেদ করিয়া সেই পর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে পরশুতীর্থ, ধনুস্তীর্থ, বাণতীর্থ ও গদাতীর্থ নামক কুণ্ডচতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিমানগিরির শিখর-প্রদেশে শ্রীপরশুরাম-স্থাপিত যোগমায়া একটী বৃহৎ মন্দিরাভ্যন্তরে বিরাজিত থাকিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণের দ্বারা নিত্য সম্পূজিতা হইতেছেন। বিমান-গিরি হইতে প্রায় একমাইল পূর্ব্বদিকে পরশুরাম-স্থাপিত তীর্থ-চতুষ্টয়ের অন্যতম ধনুস্তীর্থ বিরাজিত। সেই ধনুস্তীর্থের সন্নিহিত প্রদেশই 'পাজকাক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ "পাজকা' শব্দের এইরূপ 'যোগ' নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পাতি ইতি 'প', ন জায়তে ইতি 'অজ', পশ্চাসো অজশ্চেতি পাজঃ, পাজাৎ কং (জলং) যস্মিন্ তৎ পাজকম্ অর্থাৎ উৎপত্তি-রহিত পরশুরাম-বিষ্ণুদ্বারা যে ক্ষেত্রে জল অর্থাৎ ধনুস্তীর্থাদির প্রকাশ হইয়াছে, তাঁহারই নাম পাজকাক্ষেত্র। এই পাজকাক্ষেত্র পাপনাশিনী নদীর তীরে অবস্থিত।

এই পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন বেদবেদাঙ্গকুশল, সদাচাররত জনৈক নিঃস্ব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। পুরাকালে রামভোজ নৃপতি অহিছত্র প্রদেশ হইতে যে বিংশত্যুত্তরশত স্বকুটুম্বব্রাহ্মণকে পরশুরামক্ষেত্রে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তথায় আগমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাঁহাদের গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। সেই বিংশত্যুত্তরশত ব্রাহ্মণগণের অন্যতম যে ব্রাহ্মণ গ্রামের মধ্যভাগে তাঁহার গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন, তিনিই 'মধ্যগেহ' নামে পরিচিত হন। এইরূপ যে ব্রাহ্মণ পূগবন, লিকুচবন মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্থানের নামানুসারে 'পূগবন', 'লিকুচবন' ও তাঁহাদের অধস্তনগণ মধ্যগেহ-বংশ, পূগবন-বংশ, লিকুচবন-বংশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হন। 'মধ্যগেহ' শব্দটীকে কণ্নড় ভাষায় 'নড্ডন্তিল্লায়' বলা হয়। নড় (মধ্য) + অন্ত (স্থ) + ইল্লায় (গৃহবান্)। মধ্যগেহ-বংশোৎপন্ন পাজকাক্ষেত্রবাসী সেই সদাচাররত ব্রাহ্মণের নাম 'নারায়ণ ভট্ট'* ছিল। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী বেদবতী (বা বেদবিদ্যা) দেবীর সহিত পাজকাক্ষেত্রে বাস করিয়া পরশুরাম-পীঠস্থ স্ব-কুলদেবতা শেষশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিতেছিলেন। বেদবতীর গর্ভে একে একে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া অচিরকালমধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ব্রাহ্মণ-দম্পতি পুত্রসুখে বঞ্চিত হইয়া অমরপুত্র-প্রাপ্তিকামনায় দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত দুগ্ধমাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ তাঁহাদের এই কঠোর তপস্যার সমুচিত ফলপ্রদানে উন্মুখ হন।

---

* শ্রীমধ্বশিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থের 'অনুমধ্বচরিতে' এই নাম পাওয়া যায়। পরন্তু 'মধ্ববিজয়গ্রন্থে এইরূপ নাম নাই, কেবলমাত্র 'মধ্যগেহ' নাম আছে।

এই সময়ে সনাতন ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র শুদ্ধ ভগবদুপাসনার ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদরূপ নাস্তিকতা জীবকুলকে জীবের নিত্যধর্ম্ম বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে পাতিত করিয়া তমোরাজ্যের প্রতি ধাবমান করাইতেছিল। যখন যখনই ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন তখনই সত্ত্বতনু বিষ্ণু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া বা কোন মহত্তম জীবে স্বীয় শক্তি আবিষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধন করেন। প্রচ্ছন্নবৌদ্ধবাদ-কুজ্ঝটিকাকে ভারতগগন হইতে অপসারিত এবং জীবন্মৃত-জীবকুলে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিবার জন্য বিষ্ণুর ইচ্ছায় মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন পূর্ব্বে সপ্তদশীয় ত্রেতাযুগে কেশরী-পত্নী অঞ্জনাকে আশ্রয় করিয়া মহাবীর বজ্রাঙ্গ জী জগতে শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যেমন অষ্টাবিংশীয় দ্বাপরযুগে পাণ্ডুপত্নী কুন্তীকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তদ্রূপ অষ্টাবিংশীয় কলিযুগে ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস-প্রণীত নিখিল শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য যথার্থতত্ত্ব সজ্জনগণকে উপদেশ করিবার জন্য পাজকাক্ষেত্রবাসী মধ্যগেহ-কুলোৎপন্ন নারায়ণ ভট্টের সহধর্ম্মিণী বেদবতীকে আশ্রয় করিয়া মুখ্যবায়ু জগতে অবতীর্ণ হইলেন।

শ্রীনারায়ণভট্ট পুত্রের নাম 'বাসুদেব' রাখিলেন। বাসুদেবের আবির্ভাব-কাল সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তত্ত্ববাদিগণ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য শ্রীহৃষীকেশতীর্থ মহাভারত-তাৎপর্য্যধৃত বাক্য হইতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল বিষয়ে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত। মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের মোক্ষধর্ম্মে ভীষ্ম পঞ্চপাণ্ডবকে বলিয়াছিলেন যে, কলিযুগে চতুঃসহস্র বর্ষের পর পাণ্ডবগণের পুনরায় জগতে আবির্ভাব হইবে। এই ভীষ্মোক্তি অবলম্বনে ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে এইরূপ দৃষ্ট হয়,—

"চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সংবৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাম্।
জাতঃ পুনঃ বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈর্নিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহি।।"

—কলিযুগে ত্রিশতোত্তর চতুঃসহস্র (৪৩০০) সংবৎসর অতীত হইলে পৃথিবীতে পুনরায় ভীমসেন বিপ্রতনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগতে দৈত্যকর্ত্তৃক আচ্ছাদিত বিষ্ণুতত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই বাক্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্মধ্বচার্য্যের সাক্ষাৎ শিষ্য অষ্টমঠের অন্যতম 'পলমার' নামক আদি মঠের মূল মঠাধীশ শ্রীহৃষীকেশতীর্থ তদ্রচিত 'অনুমধ্বচরিত' গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ত্রিশতাব্দোত্তরচতুঃসহস্রাব্দেভ্য উত্তরে।
একোনচত্বারিংশাব্দে বিলম্বিপরিবৎসরে।।
আশ্বীজ-শুক্লদশমী-দিবসে ভুবি পাবনে।
পাজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গয়া চাভিবীক্ষিতে।।

জাতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুত্তনুঃ।
ভূসুরেন্দ্রোপনীতো যঃ ততঃ একাদশাব্দকে।।
সৌম্যে জগ্রাহ ভগবান্ তুরীয়াশ্রমমুত্তমম্।
মধ্বনামা জিগায়ায়ং বাদিনো বাদকৌশলী।।
একোনাশীতিবর্ষাণি নীত্বা মানুষদৃষ্টিগঃ।
পিঙ্গলাব্দে মাঘশুদ্ধনবম্যাং বদরীং যযৌ।।"

শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচার গ্রহণ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ৪৩৩৯ কল্যব্দে নির্ণীত হয়। বর্ত্তমানে তত্ত্ববাদিপঞ্জিকার মতে ৫০২৯ কল্যব্দ চলিতেছে। ঐ পঞ্জিকার মতে ভীমসেনের গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের পতনের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যারম্ভ কাল হইতে কলিযুগাব্দ গণনা করা হয়। শ্রীবাসুদেবের আবির্ভাবকাল শ্রীহৃষীকেশতীর্থের বিচারানুসারে ৪৩৩৯ কল্যব্দে স্থিরীকৃত হইলে বর্ত্তমান কাল হইতে ৬৯০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব হইয়াছিল জানা যায়। অনুমধ্বচরিতে শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন, নারায়ণভট্ট-তনয় বাসুদেব পাজকাক্ষেত্রে ৪৩৩৯ কলিযুগাব্দে বিলম্বি বৎসরে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) বুধবারে মধ্যাহ্নকালে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণস্বামী আয়ার ও ডাঃ বুকানন মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব কাল ১১২১ শকাব্দায় নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে কেহ কেহ প্রমাণ নির্দ্দেশ করেন। অদমার মঠীর পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার রচিত Life & Teachings of Madhva নামক গ্রন্থে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অষ্টমঠীয় বর্ত্তমান তত্ত্ববাদিগণ আবার অনেকেই শ্রীহৃষীকেশতীর্থের মতকেই সমীচীন বলেন।

বাসুদেব অতি শৈশবকালেই বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া বন্ধু-স্বজনবর্গের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। অতি অল্প সময় মধ্যেই বাসুদেব বর্ণমালা অভ্যাস করিয়া অষ্টম বর্ষে উপনয়ন সংস্কার লাভ করেন। উপনীত বালক বেদাধ্যয়নের জন্য পাজকাক্ষেত্র হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিমভাগে অবস্থিত দণ্ডতীর্থ * নামক স্থানে পূগবনকুলোৎপন্ন জনৈক বিপ্রের নিকট বেদাধ্যয়নার্থ উপস্থিত হন। কিন্তু তথায় উপস্থিত হইয়া সহাধ্যায়িগণের সহিত নানাবিধ ক্রীড়াতেই প্রমত্ত থাকিতেন। বেদাদি অভ্যাসে আদৌ তাঁহার কোনপ্রকার মনোযোগ দৃষ্ট হইত না। অধ্যাপক বাসুদেবকে সর্ব্বসময়েই ক্রীড়াদিতে নিযুক্ত দেখিতে পাইয়া একদিন তাঁহাকে বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করেন। বাসুদেব তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-সমীপে অধীত অনধীত সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গ অনর্গল উদ্গীরণ করিয়া অধ্যাপকের পরম বিস্ময়োৎপাদন করেন। এইরূপে অত্যল্পকালের মধ্যেই বাসুদেব নিখিল বেদাধ্যয়ন সমাপন

* ধুন। শ্রীকৃষ্ণপুর মঠীয় মঠাধীশগণের অষ্টাবিংশ অধস্তন শ্রীবিদ্যাধীশতীর্থ। এইস্থানে 'দণ্ডতীর্থমঠ' নামক একটী মঠ স্থাপন করিয়াছেন।

করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। একদিন বাসুদেব হস্তে একখানি যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"পিতঃ, আমি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াছি। এখন মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিব।" নারায়ণভট্ট বালকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 'যদি তোমার ন্যায় একটী সামান্য বালক মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার হস্তধৃত শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষেও মহদ্‌বৃক্ষরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে' অর্থাৎ যেমন শুষ্ক যষ্টিখণ্ডের পক্ষে বিশাল সজীব বৃক্ষরূপে পরিণতি সম্পূর্ণ অসম্ভব, তদ্রূপ বালক বাসুদেবের পক্ষেও প্রবল মায়াবাদ নিরাস করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার সম্পূর্ণ অসম্ভব,—ইহাই নারায়ণভট্টের অভিপ্রায়। পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বলিলেন, 'পিতঃ ভগবচ্ছক্তি প্রভাবে এই যষ্টিখণ্ডের যেরূপ মহান্ বৃক্ষরূপে পরিণতি কিছুমাত্র অসম্ভব নহে, তদ্রূপ আমার ন্যায় বালকের পক্ষেও মায়াবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপন কোনরূপে অসম্ভব হইতে পারে না। বাসুদেব ইহা বলিয়া তাঁহার হস্তধৃত যষ্টিখণ্ডকে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রোথিত করিবামাত্র উহা মহান্ বটবৃক্ষরূপে পরিণত হইল। এখনও পাজকাক্ষেত্রে সেই মহান্ বটবৃক্ষরাজ বিরাজিত থাকিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অলৌকিক প্রভাবের স্মৃতি দর্শকবৃন্দের হৃদয়ে জাগরূক করিয়া দিতেছে।

নারায়ণভট্ট বাল্যকাল হইতেই বাসুদেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ও পরমতখণ্ডনে অসামান্য উৎসাহ এবং প্রবল আত্মপ্রত্যয় দর্শন করিয়া পুত্র পরবর্ত্তিকালে গৃহধর্ম্মে আসক্ত হইবে না, বুঝিতে পারিলেন। তিনি বাসুদেবকে বিবাহ বন্ধন দ্বারা গৃহে আবদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন। বুদ্ধিমান বাসুদেব কিন্তু মাতাপিতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। যাঁহার হৃদয় জগতের বন্ধন মোচন করিবার জন্য সদা সমুৎসুক, যিনি নিখিল দুঃশাস্ত্রকে তিরস্কার করিয়া জগতে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত স্থাপনার্থ বিষ্ণুকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট—বিষ্ণুশক্তির দ্বারা আবিষ্ট, সেই পুরুষকেশরীকে বন্ধন করিতে পারেন, জগতে এমন কে আছেন? সাধারণ লৌকিক বিচার এই যে, সর্ব্ববিষয়েই মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, মাতাপিতার অনুমতি ব্যতীত ধর্ম্মাদি যাজন বা সন্ন্যাসাদি আশ্রমান্তর গ্রহণ বিশেষ দোষাবহ। এইরূপ বিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বলেন যে, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি লোকমান্য পুরুষগণও যে কোন প্রকারে হউক মাতাপিতার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ বিচার যে সম্পূর্ণ প্রাকৃত ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-ভোগিসম্প্রদায়ের ভোগোত্থ-ধারণাপুষ্ট, তাহা আমরা শ্রীবাসুদেবের আচরণে প্রমাণিত দেখিতে পাই। আব্রহ্মস্তম্ব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবমাত্রেই নিজে হরিভজনহীন এবং মাৎসর্য্য ও ভোগবুদ্ধি-নিবন্ধন অপরের হরিভজনের বিরোধী। মাতাপিতা ও পুত্র, পুত্র ও মাতাপিতা, স্ত্রী ও স্বামী, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে, ভ্রাতা ও ভ্রাতায়, স্বজন-স্বজনে, বন্ধু-বন্ধুতে ভোগবুদ্ধি

অবিচ্ছিন্ন স্রোতধারার ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত। সুতরাং যখনই ইঁহাদের মধ্যে কেহ হরিভজনের জন্য অগ্রসর হইবার প্রয়াস দেখান, তখনই তন্মধ্য হইতে আর একজন তাঁহার ভোগ্য (?) বস্তু চিরকালের তরে ভগবানের ভোগে উৎসর্গীকৃত হইবে ভাবিয়া, তাঁহার মুখের গ্রাস অপরে কাড়িয়া লইতেছে মনে করিয়া হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তিকে যে হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবে, ইহা অতি স্বাভাবিক। মাতাপিতা 'ভক্ত' অভিমান করেন, পুত্রের ভগবদ্ভজনে বিঘ্নকারী নহে বলিয়া পুত্রের নিকট 'প্রতিজ্ঞাপত্র' প্রদান করিয়া থাকেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁহারা তাঁহাদের পুত্রকে নিজের অধীনে রাখিয়া—নিজের সেবায় নিযুক্ত করিয়া পুত্রকে ভোগ করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারেন যে, পুত্র এখন হইতে আমাদের ভোগের বস্তু না হইয়া কৃষ্ণের ভোগ্য, কৃষ্ণের নৈবেদ্য—কৃষ্ণসেবার উন্মুক্ত উপকরণ হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখন তাঁহারা সেইরূপ পুত্রের হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্ত্য আলোড়ন করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। ইহা যে কেবল পুত্রের প্রতি মাতাপিতার ব্যবহারে লক্ষিত হয়, তাহা নহে, যেখানে পুত্র নিজের স্বরূপবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কাহারও পুত্র বলিয়া অভিমান করেন, সেখানে সেইরূপ পুত্রও হরিভজনোন্মুখ মাতা-পিতার হরিভজনে বাধাপ্রদান করিবার জন্য শতমুখী চেষ্টা দেখাইয়া থাকেন। স্বামী স্ত্রী, স্বজন-বন্ধু অভিমানেও এইরূপ ভোগবিলাস-বৈচিত্র্যের তাণ্ডবনৃত্য জগতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অশেষবুদ্ধিজীবী বাসুদেব এই সকল কথা উত্তমরূপে জানিতেন, তাই তিনি মাতাপিতা, স্বজনবন্ধু কাহারও কোনপ্রকার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া কিম্বা তাঁহাদের নিকট নিজ সঙ্কল্প না জানাইয়া দ্বাদশবর্ষ বয়সে শ্রীরজতপীঠপুরে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

রজতপীঠপুরস্থ মাধ্বগণের মতে হংসরূপী নারায়ণ হইতে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে চতুঃসন, চতুঃসন হইতে দুর্ব্বাসা, দুর্ব্বাসা হইতে পরতীর্থ যতি, পরতীর্থ হইতে সত্যপ্রজ্ঞ, সত্যপ্রজ্ঞ হইতে প্রাজ্ঞতীর্থ শিষ্য-পরম্পরায় বিষ্ণুপাসনায় দীক্ষিত হন।

'মণিমঞ্জরী' গ্রন্থলেখক মধ্বশিষ্য ত্রিবিক্রমাচার্য্যাত্মজ নারায়ণ পণ্ডিত বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ সময়ে পদ্মপাদাদি শঙ্করশিষ্যসমূহ শঙ্করের নিকট উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলে শঙ্করাচার্য্য শিষ্যগণকে জগতে কেবলাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রযত্ন করিবার আদেশ প্রদান করেন। আরও বলেন যে, কেবলাদ্বৈতবাদের ভীষণ শত্রুস্বরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্তপণ্ডিত প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে যে কোন প্রকারে হউক, কেবলাদ্বৈতমতে আনয়ন না করিতে পারিলে জগতে অপ্রতিহতভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হওয়া সম্ভব নহে। গুরুর এইরূপ আদেশ ও অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ প্রাজ্ঞতীর্থকে যে কোন প্রকারে হউক কেবলাদ্বৈতমতে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টান্বিত হইলেন। তৎকালে প্রাজ্ঞতীর্থ যতি নন্দিগ্রামস্থ কোনও একটী মঠের মঠাধীশরূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া

অচ্যুতপ্রেক্ষ নামক শিষ্যের দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন। কেবলাদ্বৈতিগণ প্রাজ্ঞতীর্থ যতিকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার মঠে অগ্নি প্রদান করেন এবং বহু দ্বৈতসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থরাজি নষ্ট করিয়া দেন। এমন কি প্রাজ্ঞতীর্থ যতির নিকট হইতে দণ্ড-কমণ্ডলু কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কেবলাদ্বৈতিগণের ন্যায় ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করাইয়া দেন এবং তাঁহাকে 'সো হং' মন্ত্র জপ করিতে আদেশ করেন। প্রাজ্ঞতীর্থ কেবলাদ্বৈতিগণের দ্বারা এইরূপ নির্য্যাতিত হইয়া বাহ্যে কেবলাদ্বৈতিগণের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অন্তরে তিনি বিষ্ণুপাসনা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। অচ্যুতপ্রেক্ষও কেবলাদ্বৈতিগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য এবং ভাবিকালে কেবলাদ্বৈতিগণের মঙ্গল বিধানের জন্য গুরুর আচরণ অনুবর্ত্তন করিয়া অন্তরে বিষ্ণুপাসনায় নিযুক্ত থাকিলেন। পাজকাক্ষেত্রে শ্রীনারায়ণ ভট্টের গৃহে মুখ্যবায়ু বাসুদেবের আবির্ভাবের পর হইতে অচ্যুতপ্রেক্ষাদির হৃদয়ে স্বতঃই নির্ভীকতা ও আনন্দের সঞ্চার হইল। অচ্যুতপ্রেক্ষ রজতপীঠপুরস্থ অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া শেষশায়ী বিষ্ণুর আরাধনা করিতে থাকিলেন। নারায়ণভট্টতনয় বাসুদেব দশ বর্ষ বয়সে শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট রজতপীঠপুরে অনন্তেশ্বর দেবালয়ে আগমন করিয়া একবর্ষকালে অচ্যুতপ্রেক্ষের সেবা-ব্যপদেশে তাঁহার নিকট দ্বৈতসিদ্ধান্তসমূহ কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ বর্ষে শ্রীঋষিকেশ তীর্থের মতে ৪৩৫০ কলিযুগাব্দে সৌম্য সংসৎসরে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। বাসুদেব আনন্দতীর্থ বা তৎপর্য্যায় 'মধ্ব'—এই সন্ন্যাস-নাম-প্রাপ্ত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত ভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে 'মধ্ব' শব্দের ব্যাখ্যা একটী শ্লোকে এইরূপ গ্রথিত আছে—

মধ্বিত্যানন্দ উদ্দিষ্টঃ বরিতি জ্ঞানমুচ্যতে।
মধ্ব আনন্দতীর্থস্যাৎ তৃতীয়া মারুতীতনুঃ।

'মধু' শব্দে আনন্দ উদ্দিষ্ট হইয়াছে এবং 'ব' দ্বারা জ্ঞান কথিত হইয়াছে। সুতরাং 'মধ্ব' এই শব্দের অর্থ আনন্দতীর্থ। 'তীর্থ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। আনন্দতীর্থ তৃতীয় মারুতীতনু অর্থাৎ বায়ুর তৃতীয় অবতার। অদ্যাপি শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণ শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরিচয়-প্রদানকালে এইরূপ লিখিয়া থাকেন বা উচ্চারণ করিয়া থাকেন——

"স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যত্বাদ্যনেক-গুণগণালঙ্কৃতপদবাক্য-প্রমাণপারাবার-পারঙ্গতসর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-শ্রীমদ্বৈষ্ণী-সত্যভামা-সমেত-শ্রীগোপাল-কৃষ্ণপাদপদ্মারাধক-শ্রীমদ্দ্বৈত-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রতিষ্ঠাপনাচার্য্য-শ্রীমদানন্দতীর্থাপর-নামক-শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাঃ।"

উড়ুপীর অষ্টমঠে ও মধ্বাচার্য্যানুগত সমস্ত মঠে আচার্য্যের নামের পূর্ব্বে এইরূপ সম্প্রদায়-বৈভব-গৌরব লিখিবার পদ্ধতি অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

শ্রীবাসুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে ১১শ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণান্তর

'শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত হইলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মধ্ব আচার্য্যের কার্য্য 'আচার' ও 'প্রচার' করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মধ্ব স্বীয় সদাচারের দ্বারা নিজ গুরুদেবেরও বিস্ময়োৎপাদন করিলেন এবং সর্ব্বত্র বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচারার্থ অভিযান আরম্ভ করিলেন। শ্রীমন্মধ্ব বাসুদেব নামক জনৈক তার্কিক পণ্ডিতকে শাস্ত্রানুকূল বিচারে জয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে 'জয়পত্রিকা' গ্রহণ করিলেন। এইরূপে 'বাদিসিংহ', 'বুদ্ধিসাগর' প্রভৃতি প্রচণ্ড-মায়াবাদী কূটতার্কিকগণের অপসিদ্ধান্তকে শাস্ত্রযুক্তিমূলে ছেদন করিয়া সাত্বতগণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আচার্য্য শ্রীরামেশ্বর দর্শনাভিলাষের ছলে দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণ করিতে করিতে অনন্তশয়ন ক্ষেত্রে (Trivandrum) আগমন করিলেন।

অনন্ত-শয়ন- দেবালয়ে বেদান্ত-সূত্র-ব্যাখ্যাকালে শঙ্করাচার্য্যকে [১] বাদে জয় করিলেন। ক্রমে রামেশ্বর দর্শন করিয়া শ্রীরঙ্গমাদি প্রসিদ্ধ ক্ষেত্রে পরপক্ষের মতবাদসমূহ খণ্ডনপূর্ব্বক পয়স্বিনীনদীতটে' সাঙ্গবেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণব-বিরোধী-স্মার্ত্তমত ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ''সর্ব্বজ্ঞ যতি''—এই খ্যাতি লাভ করিলেন। অতঃপর কতিপয় শিষ্য পরিবৃত হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তথায় শিষ্যগণের নিকট স্বকৃত গীতা-ভাষ্য উপদেশ করিতে থাকিলেন। শিষ্যগণ আচার্য্যের নিকট বদরিকাশ্রমের কোন একটী সন্নিহিত-প্রদেশে গীতাভাষ্য শ্রবণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, আকাশমার্গে একটী অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ বিচরণ করিতে করিতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মুখজ্যোতির সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বেদব্যাসের দ্বারা মহাবদরীতে আহুত হইয়াছেন, বুঝিতে পরিয়া একাকী, শ্রীবেদব্যাসের সমীপে উপস্থিত হইলে এবং শ্রীবেদব্যাসের চরণকমল হইতে নিখিল- বেদ-বেদান্ত-সূত্র-ভারত-ভাগবত-

১। পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ ভট্ট-প্রমুখ মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একবার কেরলদেশান্তর্গত কালাডি গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। আবার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রকটকালে কুম্ভকোণ-সমীপে কুদুপুস্তর গ্রামে শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয়বার জন্মের কথা শঙ্কর বিজয়-গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। যে স্থানে শঙ্করাচার্য্যের দ্বিতীয়বার জন্ম হইয়াছিল, সে স্থানে শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ''কামকোটিমঠ'' নামক একটী মঠ অদ্যাপি বিরাজিত রহিয়াছে। যে কালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রামেশ্বরক্ষেত্রে আগমন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের নিকট দ্বৈতসিদ্ধান্তানুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন সেই সময় শঙ্করাচার্য্য কুদুপুস্তর গ্রাম হইতে রামেশ্বরে আগমন করেন এবং স্বভাষ্য-রচনা-ব্যতীত মধ্বাচার্য্যের এরূপ দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক ব্রহ্মসূত্রার্থ প্রচার করিবার অধিকার নাই, নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীশঙ্করাচার্য্যকে বলেন যে, এইরূপ বিচার অপ্রামাণিক। যদি শঙ্করাচার্য্যের সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি শ্রীমধ্বোক্ত দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-বিচারের প্রতিবাদ করুন। শঙ্করাচার্য্য স্বকপোল-কল্পিত ভাষ্যাবলম্বনে মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে মধ্বাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের বিচার ও সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অসারতা প্রদর্শন করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে বিচারে পরাভূত করেন এবং সর্ব্বত্র দ্বৈত-সিদ্ধান্তের বিজয়ভেরী ঘোষণা করিতে থাকেন।

শাস্ত্রের ব্যাসাভিমতানুযায়ী শ্রৌত-তাৎপর্য্য, সিদ্ধান্তসার ও উপদেশাবলী লাভ করিলেন। তৎপরে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শ্রীনর-নারায়ণাশ্রমে শ্রীনারায়ণ সন্দর্শনপূর্ব্বক বেদব্যাস ও নরনারায়ণের আজ্ঞায় পুনরায় শিষ্যগণের সমীপস্থ হইলেন। শিষ্যগণসহ হিমালয় পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া দ্বারাকা, কুরুক্ষেত্র, নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ, কাশী, গয়া প্রভৃতি বিষ্ণুতীর্থ সমূহে বিচরণ করিতে করিতে তত্রত্য পণ্ডিত-সভামধ্যে কুসিদ্ধান্ত-খণ্ডন স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে লাগিলেন। বদরিকা হইতে 'আনন্দ মঠে' প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সূত্রভাষ্য রচনা শেষ হয়; তৎসঙ্গী ও তচ্ছিষ্য সত্যতীর্থ সেই সূত্রভাষ্য লিখিয়া দেন। কথিত হয় যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে একবিংশতি 'দুর্ভাষ্য' (২) খণ্ডনপূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বদরী হইতে গঞ্জামে গোদাবরী প্রদেশে গমন করেন। তথায় তাঁহার সহিত শোভন ভট্ট ও স্বামী শাস্ত্রী পণ্ডিতদ্বয়ের মিলন হয়। উঁহারাই শ্রীমধ্ব-পরম্পরায় পদ্মনাভতীর্থ ও নরহরিতীর্থ-নাম লাভ করেন। উডুপীতে প্রত্যাগমন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য একদিন সমুদ্র-স্নানে যাইতে যাইতে পাঁচ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র রচনা করিলেন। রত্নাকর-সৈকতে উপবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, একখানি নৌকা বালুকায় প্রোথিতপ্রায় হইয়া বিপন্ন হইয়াছে; নাবিক (৩) তাহার বহু চেষ্টায়ও দ্রব্য পূর্ণ নৌকাটীকে কিঞ্চিন্মাত্রও চালিত করিতে পারিতেছে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ইহা দর্শন করিয়া নৌকা সঞ্চালনের জন্য হস্তদ্বারা মুদ্রা প্রদর্শন করিলেন, মুদ্রা-প্রদর্শন-মাত্র নাবিকের নৌকাটী ভাসিয়া উঠিল, নাবিক সমুদ্রতীরস্থ সন্ন্যাসীবরের এইরূপ অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শনে বিস্ময়াপন্ন ও পরম উপকৃত হইয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থ তাহাকে স্বীয় নৌকা হইতে কিঞ্চিৎ দ্রব্য গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য দ্বারকা গোপী-সরোবর হইতে আনীত একটি বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড মাত্র অভিলাষ করিলেন। ঐ বৃহৎ গোপীচন্দনখণ্ড পথে আনিতে আনিতে 'বড়ভণ্ডেশ্বর'

২। সুমধ্ববিজয়কাব্যে ৯ম সর্গের ১৬শ শ্লোকের টীকায় এই একবিংশতি ভাষ্যের নাম দৃষ্ট হয়, যথা,—(১) ভারতী বিজয়, (২) সম্বিদানন্দ বা সচ্চিদানন্দ, (৩) ব্রহ্মঘোষ, (৪) তানদ, (৫) উদ্বর্ত্ত বা উদ্ধত; (৬) বিজয়, (৭) রুদ্রভট্ট; (৮) বামন, (৯) যাদব প্রকাশ, (১০) রামানুজ, (১১) ভর্তৃপ্রপঞ্চ, (১২) দ্রবিড়, (১৩) ব্রহ্মদত্ত, (১৪) ভাস্কর (১৫) পিশাচ, (১৬) বৃত্তিকার, (১৭) বিজয়ভট্ট, (১৮) বিষ্ণুক্রান্ত, (১৯) বাদীন্দ্র, (২০) মাধ্বদাসক, (২১) সঙ্কর।

(৩) উড়ুপী হইতে সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অদমার গ্রামের অন্তঃপাতী 'যরমল্' দেশস্থ নাবিক—নাম মৈন।

(৪) কিংবদন্তী এই যে, দ্বাপরের শেষে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রনাভ ব্রজমণ্ডলে যে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বলিয়া শ্রুত হয়, তাহারও বহু পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটকালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণদ্বারাই দ্বারকায় এই বালকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবসানে শ্রীঅর্জ্জুন দ্বারকায় সমুদ্রতীরে গোপীসরোবরে সেই শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কালে এই শ্রীমূর্ত্তি লোক-লোচনের অদৃশ্য হইয়া যায়। কলিকালে মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরিত হইয়াই স্নানার্থ সমুদ্রতীরে গমন করেন এবং দ্বারকা হইতে আগত কোন নাবিকের নৌকাস্থ বৃহৎ গোপাচন্দনগণ্ড মধ্য হইতে সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যসমীপে প্রকটিত হন।

(৪) নামক স্থানে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তন্মধ্য হইতে একটী অপূর্ব ভুবনমোহন বালকৃষ্ণমূর্ত্তি (৫) পাওয়া যায়। মূর্ত্তির এক হস্তে দধিমন্থন-দণ্ড অপর হস্তে মন্থন-রজ্জু। কৃষ্ণমূর্ত্তি লাভ হইলে শ্রীমন্মধ্বচার্য্যের 'দ্বাদশস্তোত্রের' অবশিষ্ট সপ্ত অধ্যায় সেই দিনই রচিত হইল। ত্রিশ জন বলবান্ লোক ঐ কৃষ্ণমূর্ত্তিকে তুলিতে অক্ষম হওয়ায় হনুমান, ভীমসেন বা পরব্যোমস্থ সর্ব্বব্যাপী বায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্ব স্বয়ং সেই বালকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে স্বীয় মঠে লইয়া গেলেন এবং গোপীচন্দন লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিকে উডুপীস্থ বৃহৎ সরোবরে স্নান করাইয়া উডুপীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণ-পূজা-প্রবর্ত্তন ও স্বসিদ্ধান্ত-প্রচারকাম হইয়া স্বীয় আট জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস-প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবাভার ও শাস্ত্র-অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করিলেন; অনন্তর জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকে 'পদ্মনাভতীর্থ (৬) নাম প্রদান করিলেন। আটজন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রীকৃষ্ণসেবাকাল দুই বৎসর করিয়া নির্দ্ধারিত করিলেন এবং বাকী সময় শাস্ত্র প্রচারাদির জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের আট জন শিষ্যের নাম এই—(১) শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, (২) শ্রীনরহরিতীর্থ, (৩) শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ, (৪) শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, (৫) শ্রীবামনতীর্থ। (৬) শ্রীবিষ্ণুতীর্থ, (৭) শ্রীরামতীর্থ, (৮) শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ। এই আট জন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে বিষ্ণুতীর্থ, শ্রীমন্মধ্বচার্য্যের পূর্ব্বাশ্রমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীহৃষীকেশতীর্থ 'অনুমধ্বচরিতে' বলেন যে, শ্রীবিষ্ণুতীর্থ অদ্যাপি সুব্রহ্মণ্যক্ষেত্রস্থ কুমারধারা পর্ব্বতে ভগবদ্ভজন করিতেছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উডুপীক্ষেত্র হইতে প্রায় পঁচিশ ক্রোশ দক্ষিণে কটতিলক্ষেত্রে নিজকৃত সমুদয়গ্রন্থ তাম্রপত্র মধ্যে অঙ্কিত করিয়া সেই স্থানে প্রোথিত করেন এবং তদুপরি নবনীতধর তাম্রময়ী শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানটী 'ব্যাসতীর্থ' নামে প্রসিদ্ধ। এই পীঠোপরি কৃষ্ণসর্প বিরাজিত থাকিয়া অদ্যাপি মৃত্তিকা-প্রোথিত আচার্য্যগ্রন্থাবলীকে সংরক্ষণ করিতেছেন, এইরূপ কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। এই ব্যাসতীর্থ প্রত্যহ মাধ্ব যতি ও ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা পূজিত হয়। মাধ্ব-সন্ন্যাসিগণ এই ব্যাসতীর্থ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া পূজা করিতে পারেন; কিন্তু ব্রহ্মচারিগণ শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারেন না; তাঁহাদিগের দূর হইতে পূজা করিতে হয়। কথিত হয় যে, প্রত্যহ পূজার সময় কৃষ্ণসর্প দূরে সরিয়া যায়, কিন্তু কোন প্রকারে পূজায় ত্রুটি ঘটিলে বা অনাচার হইলে কৃষ্ণসর্প তথায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং পূজকের বিনীত প্রার্থনা ও সদাচারে পূজা করিবার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলে পুনরায় কৃষ্ণসর্প সেই স্থান পরিত্যাগ করে। এই স্থানে 'কটতিল মঠ' নামে একটী মঠও স্থাপিত রহিয়াছে। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ বলেন যে, কলিপ্রভাবে মায়িকশাস্ত্রসমূহ প্রবল ও মধ্বশাস্ত্রসমূহ তিরোহিত হইলে মধ্বশিষ্য বিষ্ণুতীর্থ কটতিলক্ষেত্রস্থ ব্যাসতীর্থ-কুণ্ডিকা

(৬) শ্রীল পদ্মনাভ-তীর্থের বিষয় পরবর্ত্তী সংখ্যায় লিখিত হইবে।

হইতে শ্রীমন্মধ্ব-রচিত তাম্রপত্র-লিখিত গ্রন্থসমূহ উদ্ধার করিয়া তদ্দ্বারা দুর্ব্বাদিগণকে নিগ্রহপূর্ব্বক পুনরায় জগতে মধ্বশাস্ত্র প্রচার করিবেন।

দ্বিতীয়বার বদরিকা যাত্রা কালে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মহারাষ্ট্র রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। সেই সময় মহাদেব নামক জনৈক রাজা সাধারণের উপকারার্থে স্বীয় জনবর্গের দ্বারা একটী পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। রাজার আদেশ-মতে রাজপুরুষগণ সশিষ্য মধ্বকে মৃত্তিকাখনন কার্য্যে বাধ্য করাইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কর্ম্মী রাজাকেই ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া নিজে সহসা অগ্রসর হইলেন। গাঙ্গপ্রদেশের এক পারে হিন্দু-রাজ্য, অপর পারে মুসলমান-রাজ্যের পরস্পর বিবাদ-ফলে ঘটনা এতাদৃশ প্রবল হইয়াছিল যে, পারে যাওয়ার নৌকা পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছিল না। সুবিস্তৃতা নদীর অপরপারে বিরুদ্ধ সেনা সর্ব্বদা বাধা প্রদান করিতেছিল। শ্রীমধ্ব সেই সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া সকলে মিলিয়া হাতাহাতি করিয়া নদী সন্তরণ করেন, কিন্তু তীরে উঠিয়াই সৈন্যগণকর্ত্তৃক পীড়িত হইতে থাকেন। তিনি রাজাদেশ অমান্য করায় স্বয়ং রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করেন। মুসলমানরাজ তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন ও বাক্য-শ্রবণে এতদূর মুগ্ধ হন যে, শ্রীমন্মধ্বচার্য্যকে অর্দ্ধরাজ্য-দানে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। চলিতে চলিতে পথে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিলে মহাবলী মধ্বাচার্য্য অনায়াসে তাহাদের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। অন্যস্থানে পথিমধ্যে সত্যতীর্থ ব্যাঘ্রাক্রান্ত হইলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলপূর্ব্বক ব্যাঘ্রকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বিদূরিত করেন। বদরিকায় শ্রীব্যাসসহ সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অষ্টমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। ইহার পরেই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মহাভারত-তাৎপর্য্য রচনা করেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও ঈশানুগত্যের কথা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। শৃঙ্গেরি মঠাধিপ শঙ্করাচার্য্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। শঙ্করমতাবলম্বিগণ আপনাদিগের প্রতিষ্ঠা খর্ব্ব হইতে দেখিয়া মধ্ব-নির্য্যাতনে ব্যস্ত হইলেন। মধ্ব-মতাবলম্বিগণকে সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং মধ্বমত অবৈদিক ও অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস হইল। পদ্মতীর্থ পুণ্ডরীকাক্ষ-পুরী নামক জনৈক শঙ্করমতবাদী পণ্ডিতকে লইয়া মধ্বাচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আচার্য্যের সংগৃহীত ও রচিত গ্রন্থাদি অপহৃত করাইলেন। কিন্তু পরে বিশেষ উদ্বেগের পর ঐ গ্রন্থরাজি পাওয়া গেল। কুম্বল দেশাধিপতি (কান্বতীর্থের সমীপে কুম্বলদেশ) জয়সিংহ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অপহৃত গ্রন্থ-প্রাপ্তির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমঙ্গলবাসী লিকুচবংশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্যকে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা বাদে জয় করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য নিজ শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য্যের পুত্রই শ্রীসুমধ্ববিজয় ও মণিমঞ্জরী-গ্রন্থ-রচয়িতা কবিবর শ্রীনারায়ণাচার্য্য।

শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞের শারীরিক বলেরও সীমা ছিল না। 'কড়ঞ্জরি' নামক এক বলবান পুরুষ ৩০ জন পুরুষের বলধারী বলিয়া নিজে আস্ফালন করিতেন; আচার্য্য স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে আদেশ করিলে সেই অসামান্য বলী তাহার অমিত বল প্রয়োগ করিয়াও কৃতকার্য্য হইল না। কাদুরজিলায় মুদগেরী গ্রামের প্রস্তর-ফলকে লিখিত আছে—

"শ্রীমধ্বাচার্য্যৈরেকহস্তেন আনীয় স্থাপিতা শিলা"।

নদীপতন-হেতু বহুতর ভূভাগ বিনষ্ট হইতে থাকিলে নদীর বেগ প্রশমনার্থ সহস্রাধিক ব্যক্তি একত্র মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ শিলা আনয়ন করিতে করিতে অসামর্থ্য-নিবন্ধন পথিমধ্যে ফেলিয়া রাখিতে বাধ্য হন; কিন্তু মহাবলী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এক হস্তে অনায়াসে সেই শিলাটী যথাস্থানে লইয়া গিয়া স্থাপন করেন।

তৃতীয় মারুতীতনু শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শাস্ত্রসিদ্ধান্তপারদর্শিতার কথা শ্রবণে দেবকুল পর্য্যন্ত বিস্মিত ও পরম প্রসন্ন হইয়াছিলেন। একদিন রুদ্রপ্রমুখ সর্ব্বদেবতা আকাশমার্গে রজতপীঠপুরে শ্রীঅনন্তেশ্বর দেবালয়ের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তখন ঐ দেবালয়ে স্বশিষ্যগণের নিকট ঐতেরেয়োপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, দেবগণ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যা-কৌশলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপরে মন্দার-পারিজাতাদি দিব্য-কুসুম-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য শিষ্যগণের নিকট ঐতেরেয়োপনিষদ্-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে অনন্তেশ্বর-দেবালয়ে অদৃশ্য হইলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ৭৯ বৎসর লোকলোচনের নিকট প্রকট ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য বাদিরাজস্বামী "সরসভারতীবিলাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য অদৃশ্যরূপে উডুপীতে এবং দৃশ্যরূপে বদরিকাশ্রমে বিরাজিত রহিয়াছেন। অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান, বিভীষণ, কৃপ ও পরশুরাম—ইঁহারা বৈবস্বত-মন্বন্তর-পর্য্যন্ত পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পরে প্রপঞ্চাতীত নিত্যধামে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও তাঁহাদিগের সহিত বৈবস্বত-মন্বন্তরাবসান পর্য্যন্ত বদরীতে অবস্থান করিয়া পরে বায়ুরূপে প্রবিষ্ট হইবেন। শ্রীহৃষীকেশ-তীর্থের মতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য ৪৪১৮তম কলিযুগাব্দে পিঙ্গল সংবৎসরীয় মাঘী শুদ্ধা নবমীতে উড়ুপীতে অদৃশ্য হইয়া বদরী-বিজয় করেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জগতে দ্বৈত-সিদ্ধান্ত-প্রচারের জন্য বহুবিধ-গ্রন্থপ্রণয়ন ও মঠাদি স্থাপন এবং তথায় সেবা-পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীজয়তীর্থকৃত 'গ্রন্থমালিকা-স্তোত্রে' আমরা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থাবলীর নাম যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল-—(১) গীতা-ভাষ্যম্, (২) সূত্র-ভাষ্যম্, (৩) অনুব্যাখ্যানম্, (৪) অনুভাষ্যম্, (৫) গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৬) ঐতরেয়-ভাষ্যম্, (৭) বৃহদারণ্যক-ভাষ্যম্, (৮) ছান্দোগ্য-ভাষ্যম্,

(৯) তৈত্তিরীয়-ভাষ্যম্, (১০) কাঠক-ভাষ্যম্, (১১) আথর্ব্বণভাষ্যম্, (১২) মাণ্ডুক-ভাষ্যম্, (১৩) ঈশাবাস্য-ভাষ্যম্, (১৪) তলবকার-ভাষ্যম্, (১৫) ষট্প্রশ্ন-ভাষ্যম্, (১৬) ঋগ্ভাষ্যম্, (১৭) তত্ত্বসংখ্যানম্, (১৮) তত্ত্ববিবেকঃ, (১৯) তত্ত্বোদ্যোতঃ, ৯২০) মায়াবাদখণ্ডনম্, (২১) মিথ্যাত্বানুমানখণ্ডনম্, (২২) উপাধিখণ্ডনম্, (২৩) কথা-লক্ষণম্, (২৪) প্রমাণ-লক্ষণম্, (২৫) কর্ম্মনির্ণয়ঃ, (২৬) বিষ্ণু-তত্ত্বনির্ণয়ঃ, (২৭) ন্যায়বিবরণম্, (২৮) কৃষ্ণামৃতমহার্ণবঃ, (২৯) তন্ত্রসারঃ, (৩০) সদাচার-স্মৃতিঃ, (৩১) দ্বাদশ-স্তোত্রম্ (৩২) নরসিংহ-নখ-স্তুতিঃ, (৩৩) জয়ন্তী-নির্ণয়ঃ, (৩৪) শ্রীকৃষ্ণ-গদ্যম্, (৩৫) শ্রীমন্মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৬) শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ঃ, (৩৭) যমকভারতম্, (৩৮) যতি প্রবণকল্পঃ। '৩২ অক্ষর পরিমিত একগ্রন্থ'---এইরূপক্রমে গণনা করিলে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২০০০ সহস্র নির্দ্ধারিত হয়, যথা, গ্রন্থমালিক-স্তোত্রে-

"ত্রিংশৎসহস্রং দ্ব্যধিকমধিকং কৃষ্ণতুষ্টিদম্।
এতেষাং পাঠ-মাত্রেণ মধ্বেশঃ প্রীয়তে হরিঃ।।

গুরুপরম্পরা ও মঠাদি-পরিচয়—

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবালকৃষ্ণের নিত্যপূজা ও স্বসিদ্ধান্ত প্রচারকাম হইয়া স্বীয় ৮ জন ব্রহ্মচারী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির সেবার ভার ও শাস্ত্র অধ্যাপনার ভার ন্যস্ত করেন। জনৈক গৃহস্থাশ্রমী শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া তাঁহাকেও দ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রচারাদি কার্য্যে নিয়োগ করেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শেষোক্ত শিষ্য—যিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীমদানন্দতীর্থপাদের নিকট হইতে যতি-ধর্ম্ম-অবলম্বন করেন, তিনি মাধ্ব-গৌড়ীয়গণের পূর্ব্ব গুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীমধ্বাধস্তন শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ নামে খ্যাত। "শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা"-কার এবং "শ্রীগোবিন্দভাষ্য"-কারও অস্মদ্গুরু পরম্পরায় শ্রীপদ্মনাভতীর্থকে শ্রীমদানন্দ-তীর্থপাদের শিষ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীমৎ পদ্মনাভতীর্থ উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ছিলেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের অন্য আট-জন শিষ্য উড়ুপী-গ্রামস্থ ৮টী মঠের মূল মঠাধীশরূপে বিরাজিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণপূজাদি করিতেন; এই ৮টী মঠ দুই দুইটী করিয়া "দ্বন্দ্ব-মঠ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই দ্বন্দ্ব-মঠের অন্যতম মঠের এক মঠাধীশ সেবাকার্য্যে আর এক জনের সহযোগী।

শুদ্ধ-দ্বৈত-আম্নায়, যথা—

১। হংসরূপী-বিষ্ণু, ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, ৩। সনকমুনি, ৩। সনন্দন, ৩। সনৎসুজাত, ৩। সনৎকুমার, ৪। দুর্ব্বাসা, ৫। জ্ঞাননিধিতীর্থ, ৫। গরুড়বাহনতীর্থ, ৫। কৈবল্যতীর্থ, ৫। জ্ঞানেশতীর্থ, ৫। পরতীর্থ, ৬। সত্যপ্রজ্ঞ, ৭। প্রাজ্ঞতীর্থ, ৮। অচ্যুতপ্রেক্ষ, ৯। শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্দ্বৈত-মত-প্রতিষ্ঠাপক-শ্রীমুখ্যপ্রাণ-তৃতীয়াবতার

শ্রীমৎপরমহংসকুলতিলকসর্ব্বজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমৎ-আনন্দাতীর্থাভিধ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ, ১০। শ্রীপদ্মনাভ-তীর্থ, ১০। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ, ১০। শ্রীনরহরিতীর্থ, ১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ, ১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ, ১০। শ্রীবামনতীর্থ, ১০। শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (মধ্বশিষ্য ও বাসুদেবানুজ), ১০। শ্রীরামতীর্থ, ১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ।

১০। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ (উড়ুপীক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ) ১১২০ শক, ১০। নরহরি ১১২৭ শক, ১০। মাধব ১১৩৬ শক, ১১। অক্ষোভ্য ১১৫৯ শক, ১২। জয়তীর্থ ১১৬৭ শক, ১৩। বিদ্যাধিরাজ ১১৯০ শক, ১৪। কবীন্দ্র ১২৫৫ শক, ১৫। বাগীশ ১২৬১ শক, ১৬। রামচন্দ্র ১২৬৯ শক, ১৭। বিদ্যানিধি ১২৯৮ শক, ১৮। শ্রীরঘুনাথ ১৩৬৬ শক, ১৯। রঘুবর্য্য ১৪২৪ শক, ২০। রঘূত্তম ১৪৭১ শক, ২১। বেদব্যাঘ্র ১৫১৭ শক, ২২। বিদ্যাধীশ ১৫৪১ শক, ২৩। বেদনিধি ১৫৫৩ শক, ২৪। সত্যব্রত ১৫৫৭ শক, ২৫। সত্যনিধি ১৫৬০ শক, ২৬। সত্যনাথ ১৫৮২ শক, ২৭। সত্যাভিনব ১৫৯৫ শক, ২৮। সত্যপূর্ণ ১৬২৮ শক, ২৯। সত্যবিজয় ১৬৪৮ শক, ৩০। সত্যপ্রিয় ১৬৫৯ শক, ৩১। সত্যবোধ ১৬৬৬ শক, ৩২। সত্যসন্ধ ১৭০৫ শক, ৩৩। সত্যবর ১৭১৬ শক, ৩৪। সত্যধর্ম্ম ১৭১৯ শক, ৩৫। সত্যসঙ্কল্প ১৭৫২ শক, ৩৬। সত্যসন্তুষ্ট ১৭৬৩ শক, ৩৭। সত্যপরায়ণ ১৭৬৩ শক, ৩৮। সত্যকাম ১৭৮৫ শক, ৩৯। সত্যেষ্ট ১৭৯৩ শক, ৪০। সত্যপরাক্রম ১৭৯৪ শক, ৪১। সত্যবার ১৮০১ শক, ৪২। সত্যধীর ১৮০৮ শক।

১৩। বিদ্যাধিরাজতীর্থের অপর শিষ্য ১৪। রাজেন্দ্র ১২৫৪ শক, ১৫। বিজয়ধ্বজ, ১৬। পুরুষোত্তম, ১৭। সুব্রহ্মণ্য, ১৮। ব্যাসরায় ১৪৭০—১৫২০ শক। এই মঠের পরম্পরাক্রমে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আরও ১৯।২০ জন শ্রীমাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

১৬। রামচন্দ্রতীর্থের অপর শিষ্য ১৭। বিবুধেন্দ্র ১২১৮ শক তৎশিষ্য ১৮। জিতামিত্র ১৩৪৮ শক, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। সুরেন্দ্র, ২১। বিজয়েন্দ্র, ২২। সুধীন্দ্র, ২৩। রাঘবেন্দ্র ১৫৪৫ শক এই পরম্পরায় অদ্যাবধি আরও ১৫।১৬ জন মাধ্বতীর্থ হইয়াছেন।

শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীমাধবতীর্থ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য শিষ্যত্রয় পরপর ক্রমশঃ ১১২০, ১১২৭ এবং ১১৩৬ শকাব্দে উত্তরাদি মঠের গাদিতে উপবিষ্ট হন; পরন্তু উহাঁরা তিন জনেই গুরুভ্রাতা।

১০। শ্রীহৃষীকেশতীর্থ (শ্রীপলমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বিদ্যামূর্ত্তি, ১২। শ্রীনিধি, ১৩। বিদ্যেশ, ১৪। শ্রীবল্লভ, ১৫। জগদ্ভূষণ, ১৬। রামচন্দ্র, ১৭। বিদ্যানিধি, ১৮। রাঘবেন্দ্র, ১৯। রঘুনন্দন, ২০। বিদ্যাপতি, ২১। রঘুপতি, ২২। রঘুনাথ, ২৩। রঘুত্তম, ২৪। রামচন্দ্র, ২৫। রঘুবর্য্য, ২৬। রঘুপুঙ্গব, ২৭। রঘুবর, ২৮। রঘুপ্রবীর, ২৯। রঘুভূষণ, ৩০। রঘুরত্ন, ৩১। রঘুপ্রিয়, ৩২। রঘুমান্য (বর্ত্তমানে পলমার মঠের অধীপ)।

১০। শ্রীনরহরিতীর্থ (শ্রীঅদমার মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলেক্ষণ, ১২। রামচন্দ্র, ১৩। বিদ্যাধীশ, ১৪। বিশ্বপতি, ১৫। বিশ্বেশ, ১৬। বেদনিধি, ১৭। বেদরাজ, ১৮। বিদ্যামূর্ত্তি, ১৯। বৈকুণ্ঠরাজ, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। বেদগর্ভ, ২২। হিরণ্যগর্ভ, ২৩। বিশ্বাধীশ, ২৪। বাদীন্দ্র, ২৫। বিদ্যাপতি, ২৬। বিবুধপতি, ২৭। বেদবল্লভ, ২৮। বেদবন্দ্য, ২৯। বিদ্যেশ, ৩০। বিবুধবল্লভ, ৩১। বিবুধবন্দ্য, ৩২। বিবুধবর্য্য, ৩৩। বিবুধেন্দ্র, ৩৪। বিবধাধিরাজ, ৩৫। বিবুধপ্রিয়তীর্থ (ইনি বর্ত্তমানে অদমার মঠের মূল মঠাধিপ এবং বর্ত্তমানে উড়ু পীস্থ মঠাধীশগণের বিশেষ পণ্ডিত)।

১০। শ্রীজনার্দ্দনতীর্থ (কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। শ্রীবৎসাঙ্ক, ১২। বাগীশ, ১৩। লোকেশ, ১৪। লোকনাথ, ১৫। বিদ্যারাজ, ১৬। বিশ্বাধিরাজ, ১৭। বিশ্বাধীশ, ১৮। বিশ্বেশ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বরাজ, ২১। ধরণীধর, ২২। ধরাধর, ২৩। প্রজ্ঞান, ২৪। তপোতীর্থ, ২৫। সুরেশ্বর, ২৬। সুরেশ, ২৭। বিশ্বপুঙ্গব, ২৮। বিশ্ববল্লভ, ২৯। বিশ্বভূষণ, ৩০। যাদবেন্দ্র, ৩১। প্রজ্ঞানমূর্ত্তি, ৩২। বিদ্যাধিরাজ, ৩৩। বিদ্যাবল্লভ, ৩৪। বিবুধেন্দ্র, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র, ৩৭। বিদ্যাধীশ, ৩৮। বিদ্যাপূর্ণ (ইনি বর্ত্তমানে কৃষ্ণাপুর মঠের মূল মঠাধিপ)।

১০। শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ (পুত্তিগে মঠের মূল মঠাধীপ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কবীন্দ্র, ১২। যাদবেন্দ্র, ১৩। ধরণীধর, ১৪। দামোদর, ১৫। রঘুনাথ, ১৬। শ্রীবৎসাঙ্গ, ১৭। গোপীনাথ, ১৮। রঙ্গনাথ, ১৯। লোকনাথ, ২০। রমানাথ, ২১। শ্রীবল্লভ, ২২। শ্রীনিবাস, ২৩। শ্রীনিধি, ২৪। গুণনিধি, ২৫। আনন্দনিধি, ২৬। তপোনিধি, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। রাঘবেন্দ্র, ৩০। বিবুধেন্দ্র, ৩১। সুরেন্দ্র, ৩২। ভুবনেন্দ্র, ৩৩। যোগীন্দ্র, ৩৪। সুমতীন্দ্র, ৩৫। সুরীন্দ্র, ৩৬। সুজ্ঞানেন্দ্র, (ইনি বর্ত্তমানে পুত্তিগে মঠের মঠাধিপরূপে বর্ত্তমান)।

১০। শ্রীবামনতীর্থ (শীরুরু মঠের মূল মঠাধীশ, সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। বাসুদেব, ১২। বেদগম্য, ১৩। বেদব্যাস, ১৪। মহীশ, ১৫। বেদবেদ্য, ১৬। কৃষ্ণতীর্থ, ১৭। রাঘব, ১৮। সুরেশ, ১৯। বেদভূষণ, ২০। বেদনিধি, ২১। শ্রীধর, ২২। রাঘবোত্তম, ২৩। লক্ষ্মীনারায়ণ, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। ত্রৈলোক্যপাবন, ২৬। লক্ষ্মীকান্ত, ২৭। যাদবেন্দ্র, ২৮। কবীন্দ্র, ২৯। লক্ষ্মীনারায়ণ, ২০। লক্ষ্মীপতি, ৩১। লক্ষ্মীধর, ৩২। লক্ষ্মীরাণ, ৩৩। লক্ষ্মীমোহন, ৩৪। লক্ষ্মীপ্রিয়, ৩৫। লক্ষ্মীবল্লভ, ৩৬। লক্ষ্মীসমুদ্র, ৩৭। রক্ষ্মীন্দ্র, (বর্ত্তমানে মঠাধিপ)।

১০। শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (সোদে মঠের মূল মঠাধীশ, মধ্ব-শিষ্য ও মধ্বাচার্যের পূর্ব্বাশ্রমের অনুজ ভ্রাতা), ১১। বেদব্যাস, ১২। বেদবেদ্য, ১৩। পরেশ, ১৪। বামন, ১৫। বাসুদেব, ১৬। বেদব্যাস, ১৭। বরাহ, ১৮। বেদাঙ্গ, ১৯। বিশ্ববন্দ্য, ২০। বিশ্বতীর্থ, ২১। বিঠ্ঠল,

২২। বরদরাজ, ২৩। বাগীশ, ২৪। বাদিরাজ, (ইনি তত্ত্ববাদি সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীমধ্বাচার্য্যের পরে মধ্ব-সম্প্রদায়ে এত বড় শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আর উদিত হন নাই),

২৫। বেদবেদ্য, ২৬। বিদ্যানিধি, ২৭। বেদনিধি, ২৮। বরদরাজ, ২৯। বিশ্বাধিরাজ, ৩০। বেদবন্দ্য, ৩১। বিশ্ববেদ্য, ৩২। বিশ্বনিধি, ৩৩। বিশ্বাধীশ, ৩৪। বিশ্বেশ, ৩৫। বিশ্বপ্রিয় বৃন্দাবনাচার্য্য, ৩৬। বিশ্বাধীশ, ৩৭। বিশ্বেন্দ্র (সোদে মঠের বর্ত্তমান মঠাধীশ)।

১০। শ্রীরামতীর্থ (কাণুরু মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। রঘুনাথ, ১২। রঘুপতি, ১৩। রঘুনন্দন, ১৪। যদুনন্দন, ১৫। বিশ্বনাথ, ১৬। বেদগর্ভ, ১৭। বাগীশ, ১৮। যদুপতি, ১৯। বিশ্বপতি, ২০। বিশ্বমূর্ত্তি, ২১। বেদপতি, ২২। বেদরাজ, ২৩। বিদ্যাধীশ, ২৪। বিবুধেশ, ২৫। বারিজাক্ষ, ২৬। বিশ্বেন্দ্র, ২৭। বিবুধবন্দ্য, ২৮। বিদ্যাধিরাজ, ২৯। বিশ্বরাজ, ৩০। বিবুধপ্রিয়, ৩১। বিদ্যাসাগর, ৩২। বাসুদেব, ৩৩। বিদ্যাপতি, ৩৪। বামন, ৩৫। বিদ্যানিধি, ৩৬। বিদ্যাসমুদ্র (ইনি বর্ত্তমানে কাণুরু মঠের মঠাধীশ)।

১০। শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ (ইনি পেজাবর মঠের মূল মঠাধীশ ও সাক্ষাৎ মধ্ব-শিষ্য), ১১। কমলাক্ষ, ১২। পুষ্করাক্ষ, ১৩। অমরেন্দ্র, ১৪। বিজয়, ১৫। মহেন্দ্র, ১৬। বিজয়ধ্বজ, ১৭। দামোদর, ১৮। বাসুদেব, ১৯। বাদীন্দ্র, ২০। বেদগর্ভ, ২১। অনুপ্রজ্ঞ, ২২। বিশ্বপ্রজ্ঞ, ২৩। বিশ্বেশ্বর, ২৪। বিশ্বভূষণ, ২৫। বিশ্ববন্দ্য, ২৬। বিশ্বাধিরাজ, ২৭। বিশ্বমূর্ত্তি, ২৮। বিশ্বপতি, ২৯। বিশ্বনিধি, ৩০। বিশ্বাধীশ, ৩১। বিশ্বাধিরাজ, ৩২। বিশ্ববোধ, ৩৩। বিশ্ববল্লভ, ৩৪। বিশ্বপ্রিয়, ৩৫। বিশ্ববর্য্য, ৩৬। বিশ্বরাজ, ৩৭। বিশ্বমনোহর, ৩৮। বিশ্বজ্ঞ, ৩৯। বিশ্বমান্য (ইনি বর্ত্তমানে পেজাবর মঠের মঠাধীশ)।

শুদ্ধদ্বৈতসম্প্রদায়ের মঠসমূহ)—

১। পলমার মঠ, ২। অদমার মঠ—দ্বন্দ্ব মঠদ্বয়,
৩। কৃষ্ণাপুর মঠ, ৪। পুত্তিগে মঠ ”
৫। শীরুরু মঠ, ৬। সোদে মঠ ”
৭। কাণুরু মঠ, ৮। পেজয়ার মঠ ”
৯। উত্তরাদি মঠ

এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের গুরুদেব শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষস্থাপিত (১০) ‘‘ভণ্ডারিক মঠ’’ এই মঠীয়গণের কোন অধস্তনকর্ত্তৃক স্থাপিত (১১) ‘‘ভীমসেতু মঠ’’, শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য পদ্মনাভ তীর্থস্থাপিত (১২) ‘‘শ্রীবাদরায় মঠ’’, শ্রীমন্মধ্ব-শিষ্য শ্রীনরহরিতীর্থ স্থাপিত (১৩) ‘‘শ্রীনরহরি তীর্থ মঠ’’, শ্রীমধ্ব-শিষ্য শ্রীমাধবতীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৪) ‘‘মজ্জিগেহল্লী’’ মঠ, শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থকর্ত্তৃক স্থাপিত (১৫) অক্ষোভ্যতীর্থ মঠ, অক্ষোভ্য তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৬) ‘‘ব্যাসরায় মঠ’’ ও (১৭) ‘‘মন্ত্রালয় মঠ’’ স্থাপিত হইয়াছে।

উড়ুপীস্থ মূল অষ্ট মঠের অন্যতম সোদে মঠের মূল মঠাধীশ বিষ্ণুতীর্থ কর্ত্তৃক স্থাপিত (১৮) "সুব্রহ্মণ্য মঠ", পেজয়া মঠের অধোক্ষজ তীর্থের শিষ্য-পরম্পরায় (১৯) "চিত্রাপুর মঠ" প্রভৃতি বহু দ্বৈতসম্প্রদায়ের মঠ অদ্যাপি শ্রীউড়ুপী ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বিরাজিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণমঠে—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-স্থাপিত 'বালকৃষ্ণ মূর্ত্তি', পলমার মঠে—'শ্রীরামবিগ্রহ', অদমার মঠে—'চতুর্ভূজ কালীয়মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ', পুত্তিকা বা পুত্তিগে মঠে—'বিঠ্ঠল দেব, শীরুরুমঠে—"বিঠ্ঠল দেব", সোদে মঠে—'বরাহদেব', কাণুরু মঠে—'শ্রীনৃসিংহদেব', পেজয়া মঠে—'বিঠ্ঠল দেব', উত্তরাদি মঠে—'শ্রীরামচন্দ্র'।

শ্রীমধ্ব-শিষ্য-পরম্পরায় পাণ্ডিত্য-প্রভাব—

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ জগতে বিষ্ণু-বিরোধীমতবাদ সমূহ নিরাকরণ-কল্পে শুদ্ধদ্বৈতমত-প্রতিষ্ঠাপক যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তৎপরেও তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদক এবং মায়াবাদাদি-অপবাদ-নিরাসক বহু গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়াছেন। সর্ব্বসাধারণের নিকট ঐ সকল গ্রন্থ প্রচারিত না থাকিলেও এবং সমস্ত গ্রন্থাদি মুদ্রিত না হইলেও মধ্ব-সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ঐ সকল গ্রন্থাদির পঠনপাঠন আছে। মধ্ব-সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকগণ অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি আলোচনাকে বিশেষ আদর করেন না এবং তাঁহাদের স্ব-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তি ব্যতীত অপর লোকের নিকটও নিজ সম্প্রদায়ের কোন কথা প্রচার করিতে ইচ্ছুক নহেন।

শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্ত্তিকালে 'দাসকূট' ও 'ব্যাসকূট' নামে দুইটী বিভাগ পরিলক্ষিত হয়। যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রাদি আলোচনা অপেক্ষা কীর্ত্তন-ভজনাদির প্রতি অধিক রুচিবিশিষ্ট তাঁহারা সাধারণতঃ 'দাসকূট' সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত। দাসকূটগণকে অপর ভাষায় 'ভজনানন্দী' বলা যাইতে পারে। দাসকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণ যে শাস্ত্রাদিতে অজ্ঞ, তাহা নহে; তাঁহারা তাঁহাদের সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়াও ভজনাদিতেই বিশেষ রুচি-বিশিষ্ট। দাসকূট সম্প্রদায়েরও বহু গ্রন্থাদি আছে, তবে সেই সকল গ্রন্থাদি তাঁহাদের মাতৃভাষায় লিখিত অর্থাৎ দাসকূটসম্প্রদায়ের গ্রন্থগুলি কনড় ভাষায় রচিত এবং অধিকাংশই পদ্যাত্মক। শ্রীকনক দাস প্রভৃতি মধ্ব-সম্প্রদায়স্থ বহু সম্মানিত ব্যক্তি এই দাসকূট-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার অনেক ব্যাসকূট সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিও কনড়-ভাষায় বহু গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন। যেমন—বাদিরাজ স্বামী ব্যাসকূট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ও বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও কনড়-ভাষায় বহু ভজনাদি-বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। ব্যাসকূট-সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণকে অপর ভাষায় গোষ্ঠানন্দী বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহারা সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়িক বিচার-গ্রন্থ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে মধ্ব-শিষ্য-পরম্পরায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতাচার্য্যগণের নাম ও তাঁহাদের রচিত

গ্রন্থাবলীর তালিকা প্রদান করিতেছি। আমাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয় শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইলেও আমরা অনেকেই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীমন্মধ্বমুনি বা তৎসম্প্রদায়ের খবর খুব কমই রাখি। অস্মৎ-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু-পরম্পরায় উড়ুপী ক্ষেত্রস্থ উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীপদ্মনাভতীর্থ, শ্রীনরহরিতীর্থ ও শ্রীজয়তীর্থ বিশেষ বিখ্যাত পণ্ডিতাচার্য্য ছিলেন।

১। শ্রীপদ্মনাভতীর্থ (উত্তরাদিমঠীয় শ্রীমধ্বশিষ্য), তদ্রচিতগ্রন্থ,—সন্যায়-রত্নাবলী।

২। শ্রীনরহরিতীর্থ (উত্তরাদিমঠীয় শ্রীমধ্বশিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থাবলী,—মধ্বগ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত টীকা। (অধুনা এই সকল টীকা কোথায়ও দৃষ্ট হয় না, তবে শ্রীজয়তীর্থপাদের গ্রন্থে সেই সকল টীকার পরিচয় পাওয়া যায়।)

৩। শ্রীজয়তীর্থ (উত্তরাদি মঠীয়, অপর নাম—টীকাচার্য্য); তদ্রচিত গ্রন্থাবলী—(১) 'ন্যায়সুধা' (২) তত্ত্ব-প্রকাশিকা, (৩-১২) দশ-প্রকরণ-টীকা, (১৩) ষট্‌প্রশ্নটীকা, (১৪) ঈশাবাস্য-টীকা, (১৫) গীতাভাষ্য-টীকা, (১৬) গীতা-তাৎপর্য্য-নির্ণয়-টীকা, (১৭) ভাগবত-তাৎপর্য্য-টীকা, (১৮) ঋগ্‌ভাষ্য-টীকা, (১৯), ন্যায়-বিবরণ-টীকা, (২০) প্রমাণ-পদ্ধতি, (২১) বাদাবলী।

শ্রীজয়তীর্থপাদের 'ন্যায়সুধা' মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। মধ্ব-ন্যায়ে বিশেষরূপে পারদর্শিতা না থাকিলে, যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন, কেহই এই গ্রন্থের মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইতে পারেন না। মধ্ব-সম্প্রদায়ে কাহার কত দূর পাণ্ডিত্য আছে, তাহা জানিতে হইলে তৎসম্প্রদায়িকগণ অন্য কোন প্রশ্ন না করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন,—"মহাশয়, আপনি কয়বার 'সুধা' পান করিয়াছেন?" যিনি যত অধিক বার 'ন্যায়সুধা' পাঠ করিবেন, মধ্ব-সম্প্রদায়ের বিচারানুসারে তিনি ততদূর পণ্ডিত। অদ্যাপি বিদ্বৎসমাজে এই উক্তিটী প্রসিদ্ধ আছে,—"'সুধা' বা পঠনীয়া, বসুধা বা পালনীয়া!" 'ন্যায়সুধা' গ্রন্থ একবার মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর পাওয়া যায় না।

৪। ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য্য, (গৃহস্থ, মধ্বাচার্য্য-শিষ্য), তদ্রচিত গ্রন্থমালা—(১) তত্ত্বপ্রদীপঃ, (২) সূত্রভাষ্য টীকা, (৩) বায়ু-স্তুতিঃ, (৪) বিষ্ণুস্তুতিঃ, (৫) উষাহরণকাব্যম্।

৫। নারায়ণ পণ্ডিতাচার্য্য, (ত্রিবিক্রমপণ্ডিতাত্মজ, গৃহস্থ), তদ্রচিত গ্রন্থমালা—(১) মধ্ববিজয়ঃ, (২) মধ্ববিজয়-টীকা—ভাবপ্রকাশিকা, (৩) অণুমধ্ববিজয়ঃ, (৪) মনি-মঞ্জরী, (৫) নৃসিংহস্তুতিঃ, (৬) শিবস্তুতিঃ, (৭) নয়চন্দ্রিকা, (৮) সংগ্রহরামায়ণম্।

৬। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ, (পেজাবর মঠীয় যতি, শ্রীমধ্ব হইতে ৭ম অধস্তন), ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যরচিত ভাগবত-তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা স্বরূপ 'পদরত্নাবলী'-টীকার নির্ম্মাতা। শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ তাঁহার ভাগবতীয় টীকার মঙ্গলাচরণে গুরু-প্রণাম-মুখে স্বীয় গুরু-পরম্পরা প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—

"চরণনলিনে দৈত্যারাতের্ভবার্ণবোত্তরসত্তরীম্।
দিশতু বিশদাং ভক্তিং মহ্যং মহেন্দ্রতীর্থযতীশ্বরঃ।।

আনন্দতীর্থবিজয়তীর্থৌ প্রণম্য মস্করিবরবন্দ্যৌ।
তয়োঃ কৃতিং স্ফুটমুপজাব্য প্রবাচম ভাগবত-পুরাণম্।।"

৭। ব্যাসতীর্থ, (ব্যাসরায়মঠীয় যতি, ইনি মাধ্ব- গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরায় শ্রীমন্মধ্ব হইতে চতুর্দ্দশ অধস্তন। ইঁহারই শিষ্য—শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ। লক্ষ্মীপতিতীর্থের অনুগত—শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী)। ইঁহার রচিত গ্রন্থ—(১) ন্যায়ামৃতম্, (২) তাৎপর্য্য-চন্দ্রিকা, (৩) তর্কতাণ্ডবঃ, (৪) ভেদোজ্জীবনম্, (৫-৭) খণ্ডন-ত্রয়মন্দারমঞ্জরী, (৮) তত্ত্ববিবেক-মন্দারমঞ্জরী।

শ্রীব্যাসতীর্থকৃত 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থ বৈদান্তিক সমাজের মধ্যে পরমশক্তিশালী, নিখিল-প্রতিপক্ষ-খণ্ডনকারী, পাশুপতাস্ত্র-তেজো-নিস্তেজকারী, পরম তেজোবান্ বিষ্ণুভক্তের রক্ষাকারী ও পরম প্রীতিদ সাক্ষাৎ বিষ্ণুহস্তস্থ সুদর্শনের ন্যায় শোভমান। মায়াবাদিসম্প্রদায় এই সুদর্শনচক্রতুল্য 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থরাজের অত্যাশ্চর্য্য প্রভার কণিকামাত্রে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থটি এতদূর দুরবগাহ যে, মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণও এই গ্রন্থের দুরবগাহত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী শ্রীমধুসূদন সরস্বতী এই সুদর্শনচক্রতুল্য 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থটী লিখিয়াও ন্যায়ামৃতের দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিন্দুমাত্র খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা শ্রীমধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন-স্বরূপ মধ্ব-সম্প্রদায়ের শ্রীরামাচার্য্যতীর্থরচিত 'তরঙ্গিনী' গ্রন্থে বিশেষরূপে দেখিতে পাই। 'তরঙ্গিণীর খণ্ডন-প্রয়াস-স্বরূপ কেবলাদ্বৈতবাদ-সম্প্রদায় হইতে যে 'ব্রহ্মানন্দীয়' নামক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, তাহাও যে সুদর্শনচক্ররূপ 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থরাজের অত্যদ্ভুত বৈষ্ণবতেজের নিকট সম্পূর্ণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাক্ষ্যও আমরা 'ব্রহ্মানন্দীয়' গ্রন্থের খণ্ডন-স্বরূপ মধ্ব-সম্প্রদায়ের 'বনমালামিশ্রীয়' নামক গ্রন্থরাজে সুন্দররূপে দেখিতে পাই। যদি কেহ এই 'পঞ্চভঙ্গী' একত্র আলোচনা করেন, তাহা হইলে তিনি যে, আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীব্যাসতীর্থের অলৌকিক পাণ্ডিত্য-প্রতিভা, সুদার্শনিক বিচার-প্রণালী, অভূতপূর্ব্ব সদ্যুক্তিজাল এবং পরপক্ষের মতবাদনিরাকরণে অদ্বিতীয় ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইবেন, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

৮। শ্রীবাদিরাজতীর্থ—ইনি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য হইতে সোদে মঠীয় শিষ্য-পরম্পরায় ষোড়শ অধস্তন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বদরীবিজয়ের পরে প্রায় ৩০০ তিন শত বৎসর মধ্যে শ্রীবাদিরাজতীর্থের অভ্যুদয়কাল। ইনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে "দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য" নামে খ্যাত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত-প্রচার ও বাদি-নিগ্রহে এইরূপ অসীম শক্তিশালী পুরুষ মধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্বাচার্য্যের পর আর দ্বিতীয় উদিত হন নাই। রজতপীঠপুর হইতে প্রায় ১৩ ক্রোশ উত্তরে 'হুবিনকের' নামক গ্রামে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ইনি জন্মগ্রহণ

করেন। এই দরিদ্র-ব্রাহ্মণ-বালকের অতিশয় সৌম্য ও পরম-লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শনে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া সোদে মঠীয় বাগীশতীর্থ যতি ঐ ব্রাহ্মণ-তনয়কে স্ব-শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন এবং উঁহাকে সন্ন্যাস প্রদানপূর্ব্বক 'শ্রীবাদিরাজতীর্থ'—এই সন্ন্যাস-নাম প্রদান করেন। সোদে মঠের পূর্ব্বগুরু-পরম্পরানুবর্ত্তনে ইনি শ্রীবরাহ দেবের পূজায় নিযুক্ত হইলেও শ্রীবিষ্ণুর হয়গ্রীব মূর্ত্তির প্রতিই ইনি বিশেষ আকৃষ্ট ছিলেন। শ্রীহয়গ্রীবে ইঁহার এতদূর প্রীতি ছিল যে, ভগবান্ হয়গ্রীব ইঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে ইঁহার ভুজদ্বয়ে স্ব-পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া ইঁহার মস্তকোপরি স্থাপিত মধুর পক্ক চণক ভোজন করিতেন এবং ভোজনানন্তর প্রত্যহ কিঞ্চিৎ অবশেষ রাখিয়া অদৃশ্য হইতেন। বাদিরাজের উপাসনা, পূজা, ভক্তি প্রভৃতিতে ভগবান্ হয়গ্রীব বাদিরাজকে প্রত্যহ এইরূপে দর্শন দান করাইতেন।

শ্রীবাদিরাজস্বামী যাবতীয় দুর্ব্বাদি-নিগ্রহে বিশেষ যত্নবান্ হইলেও শৈব-সিদ্ধান্ত ও জৈনমত-খণ্ডনে বিশেষ বদ্ধাদর ছিলেন। তিনি জনৈক প্রবল জৈন সন্ন্যাসীকে বাদে পরাজয় করিয়া জয়চিহ্ন' স্বরূপ উক্ত জৈন সন্ন্যাসীর কিরীট বেত্রাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কিরীট-বেত্র অদ্যাপি উত্তর কন্নড় জিলায় সোদা গ্রামে ত্রিবিক্রম- দেবালয়-নিকটবর্ত্তী শ্রীবাদিরাজ যতির সমাধি-মণ্ডপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। উক্ত সোদা গ্রামে বাদিরাজ স্বামী 'ত্রিবিক্রম-দেবালয়', 'প্রাণ-দেবালয়' নামক মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে 'ধবল-গঙ্গা' নামক একটী সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাদিরাজস্বামী রজতপীঠপুর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রদক্ষিণাকারে ভারত মহীমণ্ডলস্থ নিখিল ক্ষেত্র, নদী, পর্ব্বত, দেবালয় প্রভৃতি বিচরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় ক্ষেত্রপরিচয়াদির সহিত একখানি স্বীয় ভারতভ্রমণ-কাহিনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানি পদ্যাত্মক এবং 'তীর্থপ্রবন্ধ' নামে খ্যাত। এই 'তীর্থপ্রবন্ধে' অনেক উৎকৃষ্ট কথা পাওয়া যায়। বাদিরাজস্বামী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত অনেক সাম্প্রদায়িক আচার-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়াছেন; তিনি শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ের সেবার সুষ্ঠতার জন্য রজতপীঠপুরে সম্প্রদায়-বিশেষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কয়েক পুরুষ পরে অনেকে স্ব-সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রপ্রচারে কিঞ্চিৎ উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু বাদিরাজস্বামী বিশেষভাবে স্বদেশীয় আপামর সাধারণে মধ্ব-সিদ্ধান্ত প্রচারার্থ প্রাকৃত-কর্ণাটক-পদ্যাদি রচনা করিয়া তন্মধ্যে ভগবন্মাহাত্ম্য ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন এবং ঐ সকল যাহাতে সর্ব্বদা আলোচনার বিষয় হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ে 'হরিনাম-সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায়' রচনা করিয়া প্রত্যহ সেই সকল পদ্যাদিসহ গীতাকারে সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মধ্ব-সম্প্রদায়িগণ বলেন যে, বাদিরাজস্বামীই মধ্ব-সম্প্রদায়ে প্রত্যহ দেব-মন্দিরে বিশেষভাবে হরিনামসংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রজতপীঠপুরে অদ্যাপি দাসকূটীয় মাধ্বগণ বাদিরাজ-যতিকৃত-কর্ণাটক-ভগবৎকীর্ত্তন-পদ্যাদি পাঠ ও কীর্ত্তনাদি

করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত দ্বাদশ স্তোত্রের তান-লয় সর-সহযোগে সংকীর্ত্তন বাদিরাজস্বামীই প্রচার করিয়াছেন। মাধ্বগণের মধ্যে কিংবদন্তী এই যে, এই বাদিরাজস্বামী দিগ্বিজয় করিয়া বিপুল সুবর্ণভার আহরণ করিয়াছিলেন এবং এত অধিক পরিমাণে সুবর্ণভার আহৃত হইয়াছিল যে, তিনি সেই সুবর্ণভারের দ্বারা সমগ্র শ্রীকৃষ্ণ- দেবালয়কে সুবর্ণ-মণ্ডিত করিয়া দিলেও স্বর্ণের অভাব হইত না। বাদিরাজস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়কে সুবর্ণদ্বারা বিমণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীকৃষ্ণদেব তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, কলিকালে সুবর্ণ-মন্দির নির্ম্মাণ অনর্থকরী, তাহাতে ভগবদ্-বিরোধী, লোভী, দস্যুপ্রতিম পাষণ্ডকুলের দৃষ্টি পড়িতে পারে। বাদিরাজস্বামী এই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া স্ব-সংকল্প হইতে বিরত হইলেন এবং তাঁহার আহৃত সুবর্ণভার শ্রীকৃষ্ণ-দেবালয়ের উত্তর-ভাগস্থ ভূমির অভ্যন্তরে প্রোথিত করিয়া তদুপরি নাগ-প্রতিষ্ঠা করিলেন; সেই স্থানে অদ্যাপি সুব্রহ্মণ্য পূজিত হইতেছেন। এইরূপে বাদিরাজস্বামী বহু ব্যক্তিকে মধ্ব-সম্প্রদায়গত-শিষ্যত্বে বরণ এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সেই সকল শাস্ত্ররাজি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) যুক্তিমল্লিকা, (২) সুধাটিপ্পনী, (৩) তত্ত্ব-প্রকাশিকাটিপ্পনী, (৪) সমগ্র মহাভারতটীকা—লক্ষালঙ্কারঃ, (৫) সরসভারতীবিলাসঃ, (৬) পাষণ্ডমতখণ্ডনম্, (৭) অধিকরণনামাবলিঃ, (৮) মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়টীকা, (৯) রুক্মিণীশবিজয়কাব্যম্, (১০) তীর্থপ্রবন্ধঃ, (১১) জৈনমতখণ্ডনম্।

৯। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ (মন্ত্রালয়মঠীয় যতি); তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী—(১) সুধা-পরিমল, (২) তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপঃ, (৩) তন্ত্রদীপিকা, (৪) মন্ত্রার্থমঞ্জরী, (৫) পুরুষসূক্তটীকা, (৬—১৫) দশোপনিষৎখণ্ডার্থঃ, (১৬) গীতাবিবৃতিঃ, (১৭—২৬) দশপ্রকরণটীকাটিপ্পনী, (২৭) পদ্ধতিটিপ্পনী।

১০। শ্রীবিশ্বপতিতীর্থ (পেজাবরমঠীয় যতি) তদ্‌রচিত গ্রন্থাবলী—(১) মধ্ববিজয়টীকা, (২) মণিমঞ্জরীটাকা, (৩) তীর্থপ্রবন্ধটীকা, (৪) রুক্মিণীশবিজয়টীকা, (৫—৯) পঞ্চস্তুতিটীকা (১০) সংগ্রহরামায়ণটীকা, (১১) রামসন্দেশটীকা।

১১। যদুপত্যাচার্য্য (গৃহস্থ); তদ্‌রচিত গ্রন্থ—(১) সুধাটিপ্পনী।

১২। রামাচার্য্য (গৃহস্থ); তদ্‌রচিতগ্রন্থ—(১) ন্যায়ামৃত টীকা-তরঙ্গিণী।

১৩। শ্রীনিবাসতীর্থ (গৃহস্থ); তদ্‌রচিতগ্রন্থ গ্রন্থাবলী—(১—১০) দশপ্রকরণটিপ্পনী, (১১) ন্যায়ামৃতটিপ্পনী, (১২) সুধাটিপ্পনী, (১৩) তৈত্তিরীয়টীকা।

আচার্য্যের অভ্যুদয়কাল-নির্ণয়—

শ্রীমধ্বাচার্য্যের উদয়কাল-বিচার সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। এই কালবিষয়ক গবেষণায় আমরা সর্ব্বাগ্রে ছয়টী মূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

(১) শ্রীভাণ্ডারকার-দৃষ্ট পূর্ব্ব-মঠ-তালিকা এবং বায়ু-পুরাণ প্রমাণ। ভাণ্ডারকার বলেন বার্হস্পত্য বর্ষ নিরূপণ-ব্যতীত অতি প্রাচীন মঠ তালিকায় শকাদির উল্লেখ নাই। পর পর মঠতালিকায় গণনা দ্বারা অনুমানক্রমে শকবর্ষাদি নিরূপিত হইয়াছে। অধমারমঠস্বামী মহোদয়ের সমক্ষে শ্রীপদ্মনাভাচার্য্য সম্প্রতি উড়ুপীস্থ পণ্ডিতকুলকে আহ্বান পূর্ব্বক বায়ুপুরাণ ও অন্যান্য অপ্রামাণিক উদ্ধৃত শ্লোকাদি হইতে জানিয়াছেন যে, বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্ম হয়। বায়ুপুরাণের শ্লোকার্থ মাঘীশুক্লা সপ্তমী বিলম্বীবর্ষে আচার্য্যের জন্ম আবার অন্য শ্লোকের মত ঐ বর্ষে বিজয়াদশমীতে জন্ম হয়।

(২) উড়ুপীস্থ অষ্ট মঠস্বামিগণের এবং উত্তরাঢ়ী মূল মঠের তীর্থস্বামী মহোদয়ের মঠতালিকা। সৎকথা নামক কানাড়ি ভাষায় ভীম রাও, স্বামী রাও লিখিত গ্রন্থ যাহা ধারবাড়ের প্রসাদ রাঘব যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকায় শ্রীমধ্বের অভ্যুদয় কাল বিলম্বী বর্ষে ১০৪০ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত আছে। শ্রীমাধ্ব পণ্ডিতগণ এই মঠ তালিকাকে বিশেষ সম্মান করেন। কেহই ইহাতে সন্দিহান হইতে পারেন না।

(৩) শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বপ্রণীত মহাভারত তাৎপর্য্য-নির্ণয় গ্রন্থে কালের বিষয় দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রায়শো রাক্ষসাশ্চৈব ত্বয়ি কৃষ্ণত্বমাগতে।
শেষা যাস্যন্তি তচ্ছেষা অষ্টাবিংশে কলৌ যুগে।
গতে চতুঃসহস্রাব্দে তমোগাস্ত্রিশতোত্তরে।।১০০।। তা, নি ৯ অধ্যায়।
চতুঃসহস্রে ত্রিশতোত্তরে গতে সম্বৎসরাণান্তু কলৌ পৃথিব্যাং।
জাতঃ পুনর্বিপ্রতনুঃ স ভীমো দৈত্যৈনিগূঢ়ং হরিতত্ত্বমাহ।।১৩১।। তা, নি ৩২ অধ্যায়।

মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়ের স্থানদ্বয়ে যে কালের উল্লেখ উদ্ধৃত হইল, তাহাতে শ্রীমধ্বমুনি ৪৩০০ কল্যাব্দ অতীত হইলে পর অর্থাৎ চতুশ্চত্বারিংশকলি-শতাব্দীতে তাঁহার উদয়কাল নিরূপণ করেন। ঠিক শতাব্দী প্রারম্ভেই তাঁহার উদয়কাল এরূপ কথার নির্দ্দেশ নাই। বিলম্বী বর্ষে তাঁহার জন্ম হয় একথা ভাণ্ডারকার দৃষ্ট পূর্ব্বমঠ তালিকাতে উল্লেখ আছে। আবার দেখা যায় পর মঠতালিকার নিরূপিত শক এবং স্মৃত্যর্থসাগর-লিখিত শক পরস্পর ভিন্ন হইলেও উভয়েই পরে বিলম্বীকে আশ্রয় পূর্ব্বক শকে পরিণত করিয়াছেন। দক্ষিণ দেশে বার্হস্পত্যবর্ষের যথেষ্ট প্রচলন পূর্ব্বে ছিল। পরে ক্রমশঃ শকাদি লিখিত হয়। সুতরাং ৪৩০০ কল্যাব্দকে শকে পরিণত করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বামী আয়ার এবং দক্ষিণ কানারা জিলা ম্যানুয়েল গ্রন্থে ১১২১ শকাব্দায় অর্থাৎ কল্যাব্দ ৪৩০০ বর্ষে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব স্থির করেন। ডাক্তার বুকানন ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১৭২১ শকাব্দে মহীশূর, কানাড়া ও ম্যালেবার রাজ্যের স্থানে স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক উড়ুপীতে পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করিয়া আচার্য্যের জন্মকাল ১১২১ শকাব্দ স্থির করিয়াছেন। বুকাননের

মূল প্রমাণ আর কিছু নাই।

(৪) শ্রীমচ্ছলারি স্মৃতি হইতে শ্রীগোপীনাথ রাও "দক্ষিণাপথে শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্মের লঘু ইতিবৃত্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় গবেষণা খণ্ডে" শ্রীমধ্বের উদয় কাল জ্ঞাপক এই শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন।

কলৌ প্রবৃত্তে বৌদ্ধাদি মতং রামানুজং তথা।
শকে হ্যেকোনপঞ্চাশদধিকাব্দে সহস্রকে।।
নিরাকর্ত্তুং মুখ্যবায়ুঃসম্মত স্থাপনায় চ।
একাদশশতে শাকে বিংশতাষ্টযুগে গতে।।

কৃষ্ণাতীরস্থ বাইক্ষেত্র নিবাসী বালাচার্য্য-তনুজ উদ্ধবাচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ প্রণীত সর্ব্বমূল গ্রন্থের ভূমিকায় এরূপ লিখিয়াছেনঃ—

উৎসন্নাম্নায়াং পুনর্নিরূপায়িতুং রৌপ্যপীঠে সুপীঠে মধ্যগেহ সুগেহে আবিরাস ভগবান্ দশশততমশকশতকে শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞঃ সুপ্রজ্ঞঃ। উক্তমেতচ্ছলারি নৃসিংহাচার্য্যকৃত-স্মৃত্যর্থ-সাগরে। নৃসিংহাচার্য্যের মতে ১১০০ শকাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাব কাল।

(৫) শ্রীনরহরি তীর্থের প্রস্তরফলকত্রয়ের আর্কিয়লজিকের বিভাগ কর্ত্তৃক যেরূপ ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে ১১৮৬ শকাব্দা হইতে ১২১৫ শকাব্দা পর্য্যন্ত উক্ত তীর্থস্বামী কলিঙ্গ রাজ্যের শিশুরাজের অভিভাবক থাকিয়া নানাপ্রকার মহিমা বিস্তার করিতেছেন। পুরুষোত্তম তীর্থের সন্ন্যাসী শিষ্য আনন্দতীর্থের নিকট নরহরি তীর্থ দীক্ষিত হইয়াছেন। আনন্দ তীর্থ ব্যাসের বিপথগামী অনুচরবর্গকে দণ্ড দ্বারা সুপথে আনয়ন করিয়াছেন। আনন্দতীর্থের বাক্যাবলী পালন করিলে জীব হরিপাদপদ্ম লাভ করেন। আনন্দ তীর্থের বাক্য বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় এবং তৎ পাদপদ্ম দানে সক্ষম। এই শিলালিপি ১২০৩ শকাব্দে খোদিত হয়। অধ্যাপক কিলহর্ণ এই প্রস্তর ফলকের তারিখ ২৯ শে মার্চ্চ ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। কূর্ম্মাচলে চিকাকোলে এবং সিংহাচল মন্দিরে ফলকদ্বয় ও নরহরি তীর্থের তথায় অবস্থানের কাল নির্ণয় করে।

বিদ্যারণ্য ভারতী ১২৬৮ শকাব্দে বিজয়নগর রাজ হইতে তাঁহার শৃঙ্গগিরিমঠের জন্য ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তিনি শ্রীমাধ্ব চতুর্থ শিষ্য অক্ষোভ্যের সমসাময়িক।

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীব প্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানীমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ।।

আবার বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীতে জীবিত থাকিয়া বিজয়নগর রাজ্যের অনুরোধে বিদ্যারণ্য ও অক্ষোভ্যের বিচার-মীমাংসক হইয়াছিলেন। বেদান্তদেশিক বৈভব প্রকাশিকা গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। জয়তীর্থ বিজয়ে জয়তীর্থের সহিত বিদ্যারণ্য তীর্থের সাক্ষাৎ উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যারণ্য নিজ গ্রন্থে জয়তীর্থের ভাষ্য উদ্ধার পূর্ব্বক

বিচার করিয়াছেন। সুতরাং বিদ্যারণ্য, জয়তীর্থ অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক একই সময়ের ব্যক্তি। উপরিউক্ত প্রমাণাবলী হইতে আমরা অল্প কথায় এই বুঝি যে

(১) শকাব্দা ১০৪০, ১১০০ বা ১১৬০ বিলম্বী বর্ষে জন্ম।

(২) শকাব্দা ১০৪০।

(৩) ১১২১ শকাব্দার পর কোন বর্ষে।

(৪) শকাব্দা ১১০০।

(৫) নরহরিতীর্থ ১২০৩ শকের পূর্ব্বে মধ্বের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ও ১২১৫ শকের পর তদীয় পীঠে অধিরোহণ করেন। প্রস্তর ফলকত্রয় প্রমাণ।

(৬) ভিন্ন ভিন্ন কাল তালিকা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যারণ্য, মধ্বশিষ্য অক্ষোভ্য ও বেদান্তদেশিক ত্রয়োদশ শক শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইতিহাস প্রমাণ এই প্রমাণের মধ্যে কোনটী গ্রহণ করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয় একটী শুদ্ধ মীমাংসা হওয়া উচিত। প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে প্রথম প্রমাণ অন্য প্রমাণাবলীর মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও অন্য পাঁচটী প্রমাণের সকল গুলিরই পোষণ করে। প্রথম প্রমাণের সহিত অন্য প্রমাণ গুলির বিরোধ নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না তথাপি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই প্রমাণ চতুষ্টয়কে পরিত্যাগ করিতে হয়। তৃতীয় প্রমাণ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণদ্বয় ত্যাগ করিতে হয়।

চতুর্থ প্রমাণ স্বীকার করিলে যদিও প্রথম প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় না তথাপি দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রমাণ চতুষ্টয় ত্যাগ করিতে হয়।

পঞ্চম প্রমাণ শুদ্ধ বলিলে দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণ ব্যতীত প্রথম তৃতীয় ও ষষ্ঠের বিরোধ হয় না।

ষষ্ঠ প্রমাণ শুদ্ধ হইলে প্রথম তৃতীয় ও পঞ্চম প্রমাণের সহ বিরোধ হয় না। দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রমাণের সত্যতা থাকে না।

এই প্রমাণগুলির মধ্যে প্রত্যেকটী ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তির কিরূপ আক্রমণ যোগ্য তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। শ্রীমধ্বের নিজ লিখিত গ্রন্থে প্রস্তরফলকে বা ইতিহাসে প্রথম প্রমাণোক্ত বিলম্বী বর্ষের কথা উল্লেখ নাই। পূর্ব্বমঠ তালিকায় শকের উল্লেখ না থাকায়, স্মৃত্যর্থসাগর নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতি লিখিত শকের সহ পার্থক্য হওয়ায়, শ্রীমধ্বের নিজ লিখিত কালের সহ পার্থক্য হওয়ায়, প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায় এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ হওয়ায় ঐ পাঁচটীর প্রতিপক্ষে শক ১০৪০ নিরূপিত হইতে পারে না। শ্রীমধ্ব-লিখিত তাৎপর্য্যনির্ণয় গ্রন্থে কাল বিষয়ক স্থানদ্বয় প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অথবা অর্থান্তর যোগ্যতা ক্রমে ৪৩০০ কল্যব্দ লোক-কথিত বিলম্বী বর্ষ

না হওয়ায় বা লেখকের কাল বিষয়ে সূক্ষ্মতার যথার্থোপলব্ধি না থাকিলে উহা প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। স্মৃত্যর্থসাগর রচনা কালে লোক মুখে বিলম্বী বর্ষে মধ্বের জন্মাব্দ শ্রবণ করিয়া অনুমানক্রমে ১১০০ শকাব্দের বিলম্বী বর্ষ মধ্বজন্ম কাল নিরূপিত হইয়া থাকিলে প্রস্তর ফলকের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন না হওয়ায়, মধ্ব লিখিত তাৎপর্য্য নির্ণয়ের কালের সহিত বিরোধ হওয়ায়, ইতিহাসের সহ সামঞ্জস্যাভাবে সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। পঞ্চম প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রস্তর ফলক পরে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইবার অসম্ভাবনা না থাকায় প্রস্তর ফলকোক্ত ভাষার প্রকৃত অর্থের বিপর্য্যয় হইবার সম্ভবানা থাকায় প্রস্তর ফলক প্রমাণ নির্ব্বিবাদে ধ্রুব সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ঐতিহ্য সমূহের নানাপ্রকার সাপেক্ষতা নিবন্ধন নানাপ্রকার ভ্রম প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া উহাকেও ধ্রুব সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা হউক প্রমাণগুলি অবিশ্বাস করিবার নানাপ্রকার যুক্তিসত্ত্বেও প্রমাণাবলী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, শ্রীমধ্বাচার্য্য ১১৬০ শকাব্দে বিলম্বী বর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মকাল নব্য মঠ তালিকা বা স্মৃত্যর্থসাগরের বিরোধী হইলেও অন্য চারি প্রকারের প্রমাণের বিরোধী নহে পক্ষান্তরে ১০৪০ এবং ১১০০ শক পক্ষদ্বয় শ্রীমধ্বাচার্য্যের নিজ লেখনীর প্রতিকূল। ১১৬০ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করিলে চারিটী প্রমাণ পক্ষাবলম্বন করে। অথচ ১০৪০ পক্ষে বা ১১০০ পক্ষে প্রথম প্রমাণ অর্থাৎ বিলম্বী বর্ষ ব্যতীত অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণাভাব। ১১৬০ শক বিলম্বী বর্ষ। মধ্ব লিখিত ১১২১ শকাব্দের পর ১১৬০ শক। ১১৬০ শকে জাতব্যক্তি ১২০৩ শকের পূর্ব্বে নরহরি তীর্থকে সন্ন্যাস দিতে বাধা নাই, ১১৬০ শকে জাত ব্যক্তির নিকট গৃহীত সন্ন্যাস অক্ষোভ্য তীর্থ, বিদ্যারণ্য ও বেদান্ত দেশিকের সম সাময়িক হইবার অযোগ্য নহেন। ইতিহাস ও প্রস্তর ফলকাভাবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিলম্বী বর্ষের উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক, তাঁহারাও এই দুইটীর সাহায্য পাইলে ১১৬০ শকাব্দাই এক বাক্যে স্থির করিতে পারিতেন।

শ্রীমধ্ব বায়ুর তৃতীয় অবতার—

আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞপাদ শ্রীব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪র্থ পাদের ১৩শ সূত্রের—("ওঁ।। পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে।।ওঁ।।)—ভাষ্যে বায়ুরূপ-বিষয়ে যে-সকল প্রমাণ-

---

*সর্ব্বে বা এতে মুখ্যদাসাঃ। প্রাণো পানো ব্যানউদানঃ সমান ইতি। অথ প্রাণো বাব সম্রাড়িতি কৌণ্ডিন্যশ্রুতিঃ। প্রাণাপানাদয়ঃ সর্ব্বে মুখ্যদাসা যতো নিশম্। অতস্তদাজ্ঞয়া নিত্যং স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বত ইতি যুক্তির্ব্বায়ুপ্রোক্তেঃ। মুখ্যস্যৈব স্বরূপাণি প্রাণাদ্যাঃ পঞ্চবায়বঃ। স এব প্রাণিনাং দেহে পঞ্চধা বর্ত্ততে নিশমিতি গৌপবন শ্রুতিঃ। অতো বক্তি——অথ পঞ্চবৃত্তৈতৎ প্রবর্ত্ততে প্রাণো বা পঞ্চকৃতি প্রাণো পনোব্যানঃ উদানঃ সমান ইতি। তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্তে প্রাণাদ্বাব প্রাণো পানাদপানো ব্যানাদ্ব্যান উদানাদুদানঃ সমানাদেব সমানো যথাহ বৈ মনঃ পঞ্চধা ব্যপদিশ্যতে মনো বুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং চেতনেতি তেভ্যো বা এতেভ্যঃ পঞ্চ দাসাঃ প্রজায়ন্তে মনসো বাব মনোবুদ্ধের্বুদ্ধিরহঙ্কারাদহঙ্কারাশ্চিত্তাচ্চিত্তং চেতনায়া এব চেতনৈবমিতি।

বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্যুল্লোকে বা বায়ুলোকে প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণ বিরাজিত। সেই মুখ্য প্রাণের পঞ্চরূপ—(১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) ব্যান, (৪) উদান ও (৫) সমান। তাহাদের আবার 'ভারতী' নাম্নী দেবী-গর্ভজাত পঞ্চপুত্র, এই পঞ্চপুত্রও 'প্রাণ', 'অপান', 'ব্যান', 'উদান' ও 'সমান' নামে বিখ্যাত। এই পঞ্চপুত্রের অন্যতম প্রাণই 'নাসিক্য বায়ু' নামে অভিহিত হন। এই নাসিক্য বায়ুই অষ্টদিক্‌পালের অন্যতম দিগধিপ। এই নাসিক্য বায়ু হইতে অনন্ত বায়ুগণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই বায়ুগণের মধ্যে একোনপঞ্চাশৎ বায়ু প্রধান। পূর্ব্বে যে মুখ্য প্রাণ হইতে প্রাণ, অপানাদি পঞ্চ বায়ুর কথা উক্ত হইয়াছে, তাহাই প্রধান বায়ুর নিত্য অবতার অর্থাৎ ইঁহারা সর্ব্বযুগেই প্রধান বায়ুর অবতাররূপে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত যুগ-বিশেষে প্রধান বায়ুর তিনটী প্রধান অবতারের কথা শ্রুত হয়।*

যথা—ত্রেতাযুগে শ্রীহনুমান, দ্বাপরে শ্রীভীমসেন এবং কলিযুগে শ্রীমধ্বাচার্য্য। সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রধান বায়ু বা মুখ্য প্রাণের তৃতীয় অবতার। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচায্যপাদ তাঁহার স্বরচিত 'মহাভারত-তাৎপর্য্য নির্ণয়', 'সূত্রভাষ্য', 'তৈত্তিরীয়ভাষ্য', 'ঐতরেয়ভাষ্য', 'অনুব্যাখ্যান', প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অধস্তন আচার্য্যগণ বিশেষতঃ 'দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য' নামে খ্যাত বাদিরাজস্বামী তাঁহার 'যুক্তিমল্লিকা' গ্রন্থের ফল- সৌরভে ৪৯৮—৭২০ শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর তৃতীয়াবতারত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ বেদবাক্যের প্রমাণ, উহাদের মধ্বপর ব্যাখ্যা এবং বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর অবতার-সম্বন্ধে কয়েকটীমাত্র বেদপ্রমাণ-বাক্যতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহ প্রদত্ত হইতেছে।

ঋগ্‌বেদের ষষ্ঠাষ্টকে ৭ম অধ্যায়ের ১৬শ বর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ ষষ্ঠাষ্টক অর্থাৎ ষষ্ঠাষ্টকের ৮ম অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত এবং সপ্তমাষ্টকের ১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত এক সঙ্গে কিঞ্চিন্ন্যূন সপ্ত অধ্যায়ে যে-সূত্র সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা 'পবমান-সূক্ত' নামে প্রসিদ্ধ। "স্বাদিষ্টয়ামদিষ্টয়া"— এই ঋক্ হইতে আরম্ভ করিয়া 'পবমান সূক্ত' কথিত হয়। 'পবমান' শব্দের অর্থ—'বায়ু', যথা অমরকোষে—"পবমানশ্চ বায়ুরিতি নভস্বদ্বাতপবনপবমান প্রভঞ্জনাঃ"। সেই পবমানসূক্তে মূল বায়ু এবং তাঁহার অবতার সম্বন্ধে স্তুতি শ্রুত হয়। নিম্নে সেই সকল ঋক্ তাৎপর্য্যসহ উদ্ধৃত হইল।

"প্রধারা মধ্বো অগ্রিয়ো মহীরপো বিগাহতে। হবি র্হবিষু বন্দ্যঃ।"

অগ্রিয়ঃ (দেবাগ্রণীঃ) হবিঃ (প্রলয়ে বিষ্ণোর্হবির্ভূতঃ) হবিষু (বিষ্ণোরাহুতিভূতেষু দেবেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) গুরুত্বেনেতি শেষঃ। মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (উৎকৃষ্টজ্ঞানাখ্য ধারাবত্যঃ) মহীঃ (মহত্যঃ) অপঃ (আপ্তিসাধন ঋগাদি সপ্তবিদ্যাঃ) বিগাহতে (অর্থ-বিচারায়াবগাহতে) অন্যার্থস্তু। অগ্রিয়ঃ (বদরীগমনে অগ্রেসরঃ) হবিঃ (ব্যাসেনাহূতঃ)

হবিষু (স্বেনাহূতশিষ্যেষু) বন্দ্যঃ (স্তুত্যঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) প্রধারাঃ (প্রকৃষ্ট জলধারাঃ) মহীঃ (মহত্যঃ) অপঃ (গঙ্গাদিনদীজলানি) বিগাহতে (অবগাহতে)।।১।।

প্রলয়কালে সঙ্কর্ষণাখ্য বিষ্ণুর আহুতি-স্বরূপ দেবোত্তম মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুর আহুতিভূত দেবগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ গুরুরূপে স্তবার্হ। সেই মধ্বাচার্য্য উৎকৃষ্ট জ্ঞানধারাবতী, মহতী মোক্ষাপ্তি-সাধনভূতা। ঋগাদি-সপ্তবিদ্যা বিচারার্থ তাহাতে অবগাহন করেন। অপরার্থ----বদরী গমনে অগ্রণী, ব্যাসের দ্বারা আহূত আত্মাহূত শিষ্যগণের মধ্যে বন্দ্য অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে পূজিত মধ্বাচার্য্য জলপ্রবাহ বিশিষ্টা মহতী গঙ্গাদি-নদী-ধারায় অবগাহন করেন।।১।।

অস্মভ্যমিন্দ বিদ্রয়ূর্মধ্বঃ পবস্বধারয়া।
পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমাং ইব।।২।।

হে ইন্দো (ইষ্টদানশীল বায়ো,) ইন্দ্রয়ুঃ (ইন্দ্রং ঐশ্বর্য্যপূর্ণবিষ্ণুং যুনক্তীতি সুজনেষু যোজয়তীতি ইন্দ্রয়ুঃ) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যস্ত্বং) বৃষ্টিমাং (বৃষ্টিদাতা) পর্জ্জন্য ইব (মেঘ ইব) অস্মভ্যং (অস্মানুদ্দিশ্য) ধারয়া (জ্ঞানধারয়া) সহ পবস্ব (পবনং সঞ্চারং কুরু) যদ্বা পবস্ব (পবিত্রী কুরু)।।২।।

হে অভীষ্ট প্রদানকারী-বায়ুদেব, আপনি পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ বিষ্ণুকে সুজনগণের সহিত যোজনা করিয়া দেন অর্থাৎ সুজনগণের সম্বন্ধ জ্ঞান উৎপাদন করেন। আপনার নাম--মধ্ব। বর্ষণকারী- মেঘের ন্যায় আপনি আমাদিগের প্রতি জ্ঞান ধারা বর্ষণ করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করুন অথবা তদ্দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন।।২।।

স পূর্ব্যঃ পবতে যং দিবস্পরি শ্যেনো মথায়দিষিত স্তিরোরজঃ। স মধ্ব আয়ুবতে বেবিজান ইৎ কৃশানো রস্তুর্মনসা হ বিভ্যুষা।।৩।।

পূর্ব্যঃ (সর্ব্বজীবেষু পূর্ব্বতনঃ) সঃ (বায়ুঃ) পবতে (সর্ব্বদেহেষু শ্বাসরূপেণ সঞ্চরতে) যং (বায়ুং) দিবঃ (দ্যু নামক বৈকুণ্ঠাদিলোকস্য) পরি (পরিতঃ) বদন্তীতি শেষঃ শ্যেনঃ (শী সুখরূপী বিষ্ণুঃ ইনঃ প্রভুঃ যস্য সঃ) ইষিতঃ (সজ্জনেষ্টঃ) বায়ুঃ রজঃ (ধূলীঃ) তিরঃ (তিরস্কৃত্য) মথায়ৎ (বৃক্ষাদি-মথনংকৃতবান্) যদ্বা শ্যেনঃ ইষিতঃ সঃ (বায়োরবতারঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) রজঃ (রজোগুণনির্ম্মিতং উপলক্ষণয়া তমো গুণ নির্ম্মিতং চ) দুর্ভাষ্যাদিকং তিরঃ (তিরস্কৃত্য) বেবিজানঃ (বিজ পৃথগ্‌ভাবে, ঈশ্বর-জীব-জড়ান্ পৃথক্কুর্ব্বন্) আয়ুবতে (সজ্জনেষু মিশ্রী ভবতি) ইৎ (ইত্থমেব) বিভ্যুষা (ভয়ঙ্করেণ) মনসা (চিত্তেন) কৃশানোঃ (প্রলয়াগ্নেঃ) অস্তুঃ (নিরসনশীলঃ) হ (প্রসিদ্ধঃ)।।৩।।

সর্ব্বজীবের মধ্যে পূর্ব্বতন সেই বায়ু জীবের সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত আছেন। আবার সেই বায়ুই মূলস্বরূপে শুদ্ধ মুক্তভাবে বৈকুণ্ঠাদি লোকে সর্ব্বত্র বিরাজিত। সুখরূপী বিষ্ণুর নিয়াম্য, সজ্জনগণের প্রিয় বায়ুদেব ধূলি-পটলকে অপসারিত করিয়া বৃক্ষাদি

মহদ্‌বস্তুকেও তীব্র সঞ্চালন করিয়াছিলেন। অপরার্থে—আনন্দস্বরূপ বিষ্ণুর দ্বারা পরিচালিত, সজ্জনগণের অভিলষিত বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্য রজোতমোগুণ-নির্ম্মিত দুর্ভাষ্যাদিকে খণ্ডন করিয়া ঈশ্বর, জীব ও জড়ে শুদ্ধ পঞ্চভেদবাদ স্থাপনপূর্ব্বক সজ্জনগণের সহিত মিলিত হন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যেরূপ প্রবল পরাক্রমে দুর্ভাষ্যাদি খণ্ডন করিয়া জগন্নাশকরী অবস্থার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রলয়কালেও বায়ুদেব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রলয়াগ্নির নির্ব্বাপণ সাধন করিয়া থাকেন।।৩।।

উন্মধ্ব ঊর্ম্মির্বননা অতিষ্ঠদপো বসানো মহিষী বিগাহতে। রাজা পবিত্ররথো বাজমারুহৎ সহস্র ভৃষ্টির্জয়তি শ্রবোবৃহৎ।।৪।।

বসানঃ (ভূমৌ বাসং কুর্ব্বন) উর্ম্মিঃ (ঊর্দ্ধা মিঃ মতির্যস্য সঃ) মহিষ্যঃ (সকলাধিকারিষু শ্রেষ্ঠঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) বননাঃ (ভজনীয়াঃ) অপ (আপয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি পরমাত্মানমিতি ব্যুৎপত্যা অপ্‌পদবাচ্যাঃ ঋগাদি বিদ্যাঃ) বিগাহতে (বিচারয়তি) পবিত্ররথঃ (পবিত্রং সুদর্শনচক্রং রথো রথ ইব যস্য চক্রোপরিস্থিত ইতি যাবৎ) সহস্র ভৃষ্টিঃ (সহস্রধাব্যাপ্তকিরণ ভ্রস্‌জ পাকে ইতি ধাতুঃ। সুদর্শনরূপী নারায়ণঃ) যস্য মধ্বস্য রাজা (নিয়ামকঃ) বৃহৎ (সর্ব্বেভ্যঃ উৎকৃষ্টম্) বাজং (অন্নবৎ প্রিয়ং) শ্রবঃ (মধ্বাচার্য্যকৃতং ব্যাসমুখাচ্ছাস্ত্রশ্রবণং) আরুহৎ (আরোহণং কৃতবান্ তত্র সন্নিহিতো ভূদিতি যাবৎ) জয়তি (উৎকৃষ্টো বর্ণনে) ।।৪।।

ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট বুদ্ধিমান, সকল-সূরিশ্রেষ্ঠ মধ্বাচার্য্য সর্ব্বসেব্যা বিষ্ণুপ্রাপ্তি-সাধনা ঋগাদি বিদ্যা বিচার করিয়া থাকেন। সুদর্শনচক্রাসন সহস্র দিক্ পরিব্যাপ্তকিরণমণ্ডল সুদর্শনরূপী নারায়ন সেই মধ্বাচার্য্যের নিয়ামক। সেই বিষ্ণু অন্নের ন্যায় প্রিয়। (মধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাসমুখ হইতে) শাস্ত্র-শ্রবণ উৎকৃষ্ট সেবার মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য যে ব্যাসগুরুর নিকট হইতে শ্রৌতপন্থায় শাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহা পরমোৎকৃষ্ট ও অন্নের ন্যায় পুষ্টি-তুষ্টি ও ভবক্ষুধানিবৃত্তি-কারক। মধ্বাচার্য্যের সেই শাস্ত্রশ্রবণকালে সুদর্শনরূপী বিষ্ণু স্বয়ং তথায় অধিষ্ঠিত থাকেন; তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌতপন্থার মধ্যে কোনও প্রকার কুদর্শন বা মায়ার প্রভাব নাই। সেখানে সাক্ষাৎ সুদর্শনরূপী পরম-ব্রহ্ম সুদর্শন-চক্রে আরূঢ় হইয়া শব্দ-ব্রহ্মরূপে বিরাজিত থাকেন। সেই শ্রৌতবাণী-শ্রবণে জীবের সর্ব্বমঙ্গল লাভ হয়।।৪।।

সপ্তস্বসৃররুষীর্বাবশানো বিদ্বান্ মধ্ব উজ্জভারাদৃশে কম্। অন্তর্যেমে অন্তরিক্ষে পুরাজা ইচ্ছন্ বব্রি মবিদৎ পূষণস্য।।৫।।

বাবশানঃ (অতিশয়েন দীপ্যমানঃ) কং (আনন্দরূপং বিষ্ণুং) বিদ্বান্ (সাক্ষাৎ পশ্যন্) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অরুষীঃ (রোষাদিদোষবিরুদ্ধগুণদাঃ।প্রলয়ে ভগবদতিরিক্ত ঋষিরহিতাঃ) । স্বসৃঃ (স্বতন্ত্র ভগবৎ সৃতাঃ) সপ্ত (ঋগ্‌যজুঃ-সামাথর্ব্ব পঞ্চরাত্র-পুরাণ ভারতাখ্য-সপ্ত

বিদ্যাঃ) দৃশে (তত্ত্বজ্ঞানায়) উজ্জভার (উর্দ্ধং জহার) অপ্রমাণত্ব-পৌরুষেয়ত্ব মিথ্যাত্বাতত্ত্বাবেদকত্বাদিনাধঃপতিতাঃ অপৌরুষেয়-তত্ত্বাবেদক-প্রমাণত্বেন সাধয়ামাসেতি যাবৎ) পূষণস্য (পূর্ণ ষড়গুণস্য বিষ্ণোঃ) বব্রিং (বরণং প্রসাদং) ইচ্ছন্ (বাঞ্ছন্ মধ্বঃ) অন্তরিক্ষে (অব্যাকৃতাকাশে) পুরা (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমেব) জাঃ (অভিব্যক্তাঃ) বিদ্যাঃ অবিদৎ (জ্ঞাতবান্) অন্তঃ (সাধুনাং হৃদয়ান্তঃ) যেমে (নিয়ময়ৎ) প্রেরয়ামাসেতি যাবৎ।।৫।।

অতিশয়িত দীপ্তিমান আনন্দ-স্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যক্ষকারী শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য রোষাদিদোষ-বিরুদ্ধগুণ-প্রদায়িনী অথবা প্রলয়কালে ভগবদতিরিক্ত-ঋষিরহিতা স্বপ্রকাশ-ভগবৎ-শ্রীমুখ নিঃসৃতা ঋগ্-যজুঃ-সামাথর্ব্ব-পঞ্চরাত্র-পুরাণ-মহাভারতাখ্যা সপ্তবিদ্যা জীবের তত্ত্বজ্ঞানার্থ ঊর্দ্ধে স্থাপন করিয়াছিলেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে মধ্বাচার্য্য পূর্ণ ষড় গুণ বিশিষ্ট বিষ্ণুর প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া অব্যাকৃতাকাশে প্রকাশিতা বিদ্যা জ্ঞাত হইয়াছিলেন এবং সাধুগণের অন্তঃকরণে সেই বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।।৫।।

বিষ্টম্ভো দিবো ধরুণঃ পৃথিব্যাঃ বিশ্বা উতক্ষিতয়ো হস্তে অস্য। অসত্ত উৎসো গৃণতে নিযুত্বান্ মধ্বো অংশুঃ পবতে ইন্দ্রিয়ায়।।৬।।

হে বায়ো, দিবঃ (স্বর্গস্য) বিষ্টম্ভঃ (আধারভূতঃ) পৃথিব্যাঃ (ভূলোকস্য) ধরুণঃ (ধারণশীলঃ) উৎসঃ (হরিস্তুতিকরণে উৎসুকঃ) নিযুত্বান্ (নিতরাং হরিবিষয়ক যোগবান্) যুৎ যোগে ইতিধাতুঃ। তে (তব) অংশুঃ (মূলরূপাংশঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অসৎ (দুর্জ্জনাগম্যং পরংব্রহ্ম) গৃণতে (স্তৌতি) ইন্দ্রিয়ায় (ইন্দ্রিয়াণাং চলনায়) পবতে (সর্ব্বপ্রাণিশরীরেষু সঞ্চরতি) যদ্বা ইন্দ্রিয়ায় (সজ্জনবাগিন্দ্রিয়ায়) পবতে (দেশে দেশে সঞ্চরতি) অস্য (মধ্বস্য) হস্তে (করে) বিশ্বাঃ (সমস্তাঃ) ক্ষিতয় উত (লোকাশ্চ) বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ।।৬।।

হে বায়ো, স্বর্গের আধারভূত, পৃথিবী-ধারণশীল, ভগবৎ স্তুতিকার্য্যে উৎসুক, নিয়ত শ্রীহরি-সেবায় যুক্ত মধ্ব তোমার মূলরূপের অংশ-স্বরূপ। মধ্ব দুর্জ্জনগণের বুদ্ধির অগম্য পরব্রহ্মকে স্তব করিতেছেন। তিনি সর্ব্ব প্রাণীর ইন্দ্রিয় ভগবৎ- সেবার্থ প্রেরণ করিবার জন্য তাহাদের শরীরে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন অথবা সজ্জনগণের বাগিন্দ্রিয় ভগবৎ-কীর্ত্তনে প্রেরণ করিবার জন্য দেশে দেশে বিচরণ করিয়া থাকেন। শ্রীমধ্বাচার্য্যের হস্তে নিখিল লোক বিরাজিত অর্থাৎ তিনি জগদ্‌গুরু গোস্বামী।।৬।।

সিংহং নসত্ত মধ্বো অয়াসং হরিমরুষং দিবো অস্য পতিম্। শূরো যুৎসুঃ প্রথমঃ পৃচ্ছতে গা অস্য চক্ষসা পরিপাত্যুক্ষা।।৭।।

যৎসু (বাগ্‌যুদ্ধেষু) শূরঃ (শৌর্য্যবান্) প্রথমঃ (জীবেষু প্রথমঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) অস্য (সুজনস্য) দিবঃ (জ্ঞানস্য) পতিং (অধিপতিং) অরুষং (ভক্তেষু কোপরহিতং) অয়াসং (স্তম্ভাদাগতং) হরিং (দুর্জ্জনসংহারকং) নসত্ত (বিবৃত নাসাপুটং, সুপাংসু লুগিতি সূত্রেণ

সুলোপঃ) সিংহং (নরসিংহং) গাঃ (ঋগাদি বিদ্যাঃ) পৃচ্ছতে (শিষ্যো ভূত্বা অর্থবিশেষং পৃচ্ছতি) অস্য (নরসিংহস্য) চক্ষসা (জ্ঞানচক্ষুষা) উক্ষা (জ্ঞানপ্রোক্ষণং কুর্ব্বন্ মধ্বঃ) পরিপাতি সজ্জমান্ পরিপ্যাতি)।।৭।।

বাগ্‌যুদ্ধে প্রবলবীর, নরোত্তম মধ্বাচার্য্য সুজনগণের জ্ঞানের অধিপতি, স্বীয় ভক্তগণের প্রতি কোপরহিত, স্তম্ভনির্গত বিস্তারিত-নাসাপুট, দুর্জ্জন-সংহারক নৃসিংহদেবের নিকট শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়া ঋগাদি বিদ্যা শিক্ষা করেন। এই নৃসিংহদেবের কৃপা-দৃষ্টি-লব্ধ জ্ঞানের প্রচার করিয়া মধ্বাচার্য্য সজ্জনগণকে পরিপালন করেন।।৭।।

ইদং তে পাত্রং সনবিত্তমিন্দ্র পিবাসোমমেনা শতক্রতো। পূর্ণ আহাবো মদিরস্য মধ্বো যং বিশ্ব ইদভি হর্যন্তি দেবাঃ।।৮।।

হে শতক্রতো, (অপরিমিতজ্ঞানপূর্ণ) ইন্দ্র (পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবন্) সনবিত্তং (দানযোগ্যবৈরাগ্য-জ্ঞানভক্ত্যাদি বিত্তবৎ) ইদং (বক্ষ্যমাণং) তে (তব) পাত্রং (সন্নিধানযোগ্যং স্থানং) এন (অনেন) দত্তমিতি শেষঃ। সোমং (সোমরসং) পিব (পানং কুরু) মদিরস্য (মত্তঃ ঈরণং প্রেরণং যস্য সঃ বেদোৎপন্নজ্ঞানস্যেত্যর্থঃ)। পূর্ণঃ (পরিপূর্ণঃ) আহাবঃ (আ সমন্তাৎ হাবঃ জ্ঞানহবনং যস্মাৎ সঃ) মধ্বঃ (মধ্বাচার্য্যঃ) ইদং তে পাত্রমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যং (মধ্বং) বিশ্বে (সর্ব্বে) দেবাঃ (সুরাঃ) ইৎ (ইত্থং) অভি (অভিতঃ) হর্যন্তি (জ্ঞানরসসংগ্রহায় প্রাপ্নুবন্তি)।।৮।।

হে অপরিমিত-জ্ঞানবান্ পরমৈশ্বর্য্যপূর্ণ-ভগবন্, দান- যোগ্য- বৈরাগ্য-জ্ঞান- ভক্ত্যাদি বিত্তবান্ মধ্ব আপনার আবাসযোগ্য পাত্র। মধ্বকর্ত্তৃক প্রদত্ত সোমরস পান করুন্। এই মধ্বাচার্য্য বেদোৎপন্ন জ্ঞানপূর্ণ। ইনি সজ্জনগণের নিকট জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। নিখিল সূরিগণ জ্ঞানরসলাভের জন্য এই মধ্বাচার্য্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন।।৮।।

মধ্বো বো নাম মারুতং যজত্রাঃ প্রযজ্ঞেষু শবসা মদন্তি। যে রেজয়ন্তি রোদসী চিদুর্বী পিন্বন্ত্যুৎসং যদয়াসুরুগ্রাঃ।।৯।।

মরুৎসূক্তে বেদ পুরুষঃ বায্বতারান্ প্রার্থয়তে। যৎ (যস্মাৎ) উগ্রাঃ (ক্রূরাঃ) হে বায্বতারাঃ, উর্বী (উর্বীং ভূমিমিতি যাবৎ) অয়াসুঃ (আজগ্মুঃ) তস্মাৎ উৎসং (স্বসে বোৎসুকং পুরুষং) পিন্বন্তি (ভাগ্যসেচনেন রক্ষন্তি) যে চিৎ (যে কেচিৎ) উর্বী (উৎকৃষ্টে) রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) রেজয়ন্তি (রাজয়ন্তি) প্রকাশয়ন্তীতি যাবৎ। তেষু অবতারেষু বঃ (ভবৎসম্বন্ধী) মধ্বো নাম (মধ্বাখ্যাবতারঃ) তং মারুতং (মুখ্যবায্বতারং মধ্বাচার্য্যং) যজত্রাঃ (যাজকাঃ) শবসা (স্তোত্রেণ) প্রমদন্তি (সন্তোষয়ন্তি) যদ্বা যজত্রাঃ (যজমান ঋত্বিক্ সভ্যাঃ) শবসা (কঠিনার্থকর্ম্মনির্ণয় ব্যাখ্যাত-ব্রাহ্মণখণ্ডার্থদর্শন-সুখেন) প্রমদন্তি (মদ-যুক্তা ভবন্তি)।।৯।।

মরুৎসূক্তে বেদাভিমানী দেবতা বায়ুর অবতার-সমূহকে স্তব করিতেছেন,— হে

উগ্রবায়ু-অবতারগণ, যেহেতু আপনারা প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন, সেই হেতু কৃপাপূর্ব্বক আপনাদের সেবায় উৎসাহ-বিশিষ্ট পুরুষগণের প্রতি প্রসাদ বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন। যে বায়ুর অবতারগণ স্বর্গ, মর্ত্ত্য লোকদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই অবতারগণের মধ্যে ভবৎসম্বন্ধী 'মধ্ব'-নামক অবতার অন্যতম। সেই মুখ্য বায়ুর অবতার মধ্বাচার্য্যকে ভক্তগণ স্তোত্রের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন অথবা ঋত্বিগ্‌গণ মধ্বাচার্য্যকৃত 'কর্ম্মনির্ণয়' গ্রন্থে ব্যাখ্যাত 'ব্রাহ্মণখণ্ডার্থ' দর্শনে আনন্দিত হইয়া থাকেন।।৯।।

তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো যত্র দেবযবো মদন্তি। উরুক্রমস্য সহি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পরমে মধ্ব উৎসঃ।।১০।।

প্রিয়ং (সর্ব্বমুনিপ্রিয়ং) তৎ (প্রসিদ্ধং) অস্য (নারায়ণস্য) অভিপাথঃ (সর্ব্বাঙ্গেষু অভিষিক্তং জলং) নরঃ (মনুষ্যঃ অহং) অশ্যাং (প্রাশনং কুর্য্যাং) যত্র (তীর্থে) দেবযবঃ (ব্রহ্মাদি দেবাঃ) মদন্তি (হর্ষং কুর্ব্বন্তি) পরমে (উত্তমে) বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) পদে (পাদে) উৎসঃ (উৎসুকঃ) সঃ মধ্বঃ (সে মধ্বাচার্য্যঃ) ইত্থা (পূর্ব্বোক্তরীত্যা) উরুক্রমস্য (উৎকৃষ্ট পাদ নিক্ষেপবতঃ ত্রিবিক্রমস্য) বন্ধুর্হি (পুত্রতয়া শিষ্যতয়া চ বন্ধুরেব)।।

সর্ব্বসজ্জন-প্রিয় ত্রিবিক্রম-বিষ্ণু-পাদোদক নররূপী আমি পান করিতে ইচ্ছা করি। উরুক্রমের পদাঘাতে সেই ব্রহ্মাণ্ড-কটাহ-ভিন্ন ঘনোদকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। বিষ্ণুর সেই পরমপদে উৎসাহবিশিষ্ট মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মাদি দেবগণের ন্যায় ত্রিবিক্রম দেবের পরম প্রীতিভাজন।।১০।।

বলিত্থা তদ্বপুষে ধায়ি দর্শতং দেবস্য ভর্গঃ সহসো যতো জনি। যদীমুপহ্বরতে সাধতে মতি ঋতস্য ধেনা অনয়ন্ত সস্রুতঃ।।১১।।

সহসঃ (বলপূর্ণস্য) দেবস্য (বায়ুদেবস্য) বট্ (বলাত্মকং) দর্শতং (দর্শনে জ্ঞানেন ত তং ব্যাপ্তং) ভর্গঃ (ভরণগমন শীলং) তৎ (মূলরূপং) যতঃ (যস্মাৎ বিষ্ণোঃ) অজনি (উৎপন্নমভূৎ) ইত্থা (ইত্থমেব মূলরূপবদেবেতি যাবৎ) বপুষে (অবতাররূপায়) ধায়ি (অধায়ি) প্রথমাবতারং হনুমন্তং স্তৌতি।। যদীং (য এব) মতিঃ (মতিমান্ হনু শব্দস্য জ্ঞানবাচিত্বাৎ মতিমান্ হনুমান্) উপ (রামসমীপে) হ্বরতে (সঞ্চরতে) হ্বর ক্রীড়া কৌটিল্যয়োরিতি ধাতুঃ রামসীপে কুটিলঃ নম্রীভূয় তিষ্ঠতি। সাধতে (রামকার্য্যাণি সাধয়তি) ঋতস্য (জ্ঞানরূপস্য অরণ্যবাসে সত্য প্রতিজ্ঞস্য বা রামস্য) সস্রুতঃ (অমৃতস্রাবিণীঃ) ধেনাঃ (সজ্জনপোষণকর বাচঃ) অনয়ন্ত (আনীতবান্)।।১১।।

যেরূপ বিষ্ণু হইতে উৎপন্ন প্রধান বায়ু বা মুখ্যপ্রাণ জ্ঞানবল ও দেহ বল-বিশিষ্ট, সেইরূপ বলপূর্ণ বায়ুদেবের অবতারেও জ্ঞানবল ও দেহবল সঞ্চারিত হইয়াছে অর্থাৎ অবতারীর গুণ অবতারেও প্রবিষ্ট আছে। ইহা দ্বারা প্রধান বায়ুর প্রথম অবতার শ্রীহনুমানকে স্তব করিতেছেন। সেই হনুমান রামসেনা মধ্যে বিশেষ বুদ্ধিমান; তিনি সর্ব্বদা রামচন্দ্রের

সমীপে বিনীতভবে সঞ্চরণ করেন এবং রামকার্য্য-সমূহ সাধন করিয়া থাকেন। এই হনুমানই সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রের অমৃতস্রাবিণী সজ্জনপোষণকারিণ বাণী সীতা-সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন।।১১

পৃৎক্ষো বপুঃ পিতুমান্নিত্য আশয়ে দ্বিতীয়মাসপ্তশিবাসু মাতৃষু।।১২।।

বায়োর্দ্বিতীয়াবতারং ভীমসেনং স্তৌতি। পৃৎক্ষ ইতি। অস্য (বায়োঃ) পৃৎক্ষঃ (কৌরবপৃতনাক্ষয়কারি) দ্বিতীয়ং (হনুমদপেক্ষয়া দ্বিতীয়ং) বপুঃ (ভীমসেনরূপং) পিতুমান্ (বহ্বন্নং ভোক্তা) পিতুরিত্যন্নমিতিশ্রুতিঃ। নিত্যঃ (নিত্য জ্ঞানত্বাৎ নিত্যঃ) সপ্ত (সপ্তসংখ্যাসু) শিবাসু (মঙ্গলাসু) মাতৃষু (মীয়ন্তে অর্থাঃ আভিরিতি মাতৃশব্দবাচ্যঋগাদিষু) আ (সমন্তাৎ) শয়ে (শেতে) সর্ব্বত্র বিমর্শনং করোতি ইতি যাবৎ)।।১২।।

বায়ুর দ্বিতীয়াবতার ভীমসেনকে স্তব করিতেছেন, —কৌরব- সৈন্য-ধ্বংসকারী ভীমসেন বায়ুর দ্বিতীয় অবতার। তিনি বহু অন্নের ভোক্তা। তিনি নিত্য জ্ঞানবান্। তিনি সর্ব্বমঙ্গল-প্রদায়িনী সপ্ত-ঋগাদি-বিদ্যা সর্ব্বত্র বিচার করিয়া থাকেন।।১২।।

তৃতীয়মস্য ঋষভস্য দোহসে দশপ্রমতিং জনয়ন্ত যোষণঃ। নির্যদীং বুধ্নান্মহিষস্য বর্পস ঈশানাসঃ শবসাক্রন্ত সূরয়ঃ। যদীমনু প্রদিবো মধ্বআধবে গুহাসন্তং মাতরিশ্বা মথায়তি।।১৩।।

বায়োস্তৃতীয়াবতারং মধ্বং স্তৌতি। ঋষভস্য (শ্রেষ্ঠস্য) অস্য (বায়ো) তৃতীয়ং বপুঃ (তৃতীয়াবতারং) যোষণঃ (বেদাভিমানি শ্রীভূদুর্গাখ্যাঃ যোষিতঃ) দোহসে (জ্ঞানদোহায়) দশপ্রমতিং (পূর্ণপ্রজ্ঞনামকং) দশেতিপূর্ণমুদ্দিষ্টং প্রমতির্জ্ঞানমুচ্যতে ইতি কোশঃ। জনয়ন্ত (অজনয়ন্ত)। বুধ্নাৎ (জ্ঞানরূপাৎ) যৎ (যস্মাৎ মধ্বাৎ) ঈং (ইত্থং) ঈশানাসঃ (ঈশানাদ্যাঃ) সূরয়ঃ মহিষস্য (সর্ব্বোত্তমস্য নারায়ণস্য) বর্পসঃ (বরণীয়ত্বাৎ পালকত্বাৎ বর্পীনামকান্ গুণান্) শবসা (স্তোত্রেণ) নিরাক্রন্ত (ক্রন্দিগতি শোষণয়োরিতি ধাতোঃ নিতরামজানন্) যৎ (যস্মাৎ) প্রদিবঃ (প্রকৃষ্টজ্ঞানপ্রকাশবান্) মধ্বঃ (মধ্বাখ্যঃ) মাতরিশ্বা (বায়ুঃ) অনু (জন্মানন্তরমেব) গুহাসন্তং (হৃদয়গুহায়াং বিদ্যমানং নারায়ণং) আধবে (আ সমন্তাৎ ধবে পতিত্বে) মথায়তি (বেদশাস্ত্রাদি মথনং করোতি)।।১৩।।

বায়ুর তৃতীয়াবতার মধ্বাচার্য্যকে স্তব করিতছেন, —শ্রীমন্মধ্ব শ্রেষ্ঠ বায়ুর তৃতীয় অবতার। বেদাভিমানিনী শ্রী-দুর্গাখ্যা শক্তি পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামক পুরুষকে অবতীর্ণ করাইয়াছিলেন অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান-প্রচারার্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-নামক বায়ুর তৃতীয়াবতারের আবির্ভাবের কথা বেদে শ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানপূর্ণ মধ্বাচার্য্য হইতে শিবাদি দেবতাগণ স্তোত্রাদিপ্রণিপাত-পরিপ্রশ্ন- সেবাসহকারে পুরুষোত্তম বিষ্ণুর গুণাবলী শ্রবণ করিয়াছিলেন। যেহেতু প্রকৃষ্ট জ্ঞান-প্রকাশবান্ বায়ুরূপ মধ্বাচার্য্য জগতে আবির্ভূত হইবামাত্রই শাস্ত্রাদিমন্থন করিয়া স্বীয় হৃদয়-গুহায় অবস্থিত বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তমত্ব

প্রচার করিয়াছিলেন।।১৩।।

বায়োর্দিব্যানি রূপাণি পদ্মত্রয়যুতানি চ।
ত্রিকোটি মূর্ত্তিসংযুক্তস্ত্রেতায়াং রাক্ষসান্তকঃ।।
হনুমানিতি বিখ্যাতো রামকার্য্য-ধুরন্ধরঃ।
স বায়ু র্ভীমসেনোভূদ্দ্বাপরান্তে কুরূদ্বহঃ।।
কৃষ্ণং সংপূজয়ামাস হত্বা দুর্য্যোধনাদিকান্।।
দ্বৈপায়নস্য সেবার্থং বদর্য্যাং তু কলৌ যুগে।
বায়ুশ্চ যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্।।
ততঃ কলিযুগে প্রাপ্তে তৃতীয়ো মধ্বনামকঃ।
ভূরেখা দক্ষিণেভাগে মণিমদ্গর্ব্বশান্তয়ে।
ধিক্কুর্ব্বন্ তৎপ্রভাং সদ্যো   বতীর্ণোত্র দ্বিজান্বয়ে।।

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে,—প্রধান বায়ুর পদ্মত্রয়পরিমিত দিব্যরূপ বিরাজিত আছে। ত্রেতাযুগে ত্রিকোটিমূর্ত্তি-সংযুক্ত অর্থাৎ ত্রিকোটি অনুচরগণের অধিনায়ক রাক্ষসকুলের বিনাশক, রাম- সেবায় সর্ব্বাগ্রণী 'হনুমান' নামে বিখ্যাত বায়ুর প্রথম অবতার। সেই বায়ুদেব দ্বাপরান্তে কুরুবংশে আবির্ভূত হইয়া 'ভীমসেন' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং দুর্য্যোধনাদি দুষ্টগণকে বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষরূপে পূজা করিয়াছিলেন। অনন্তর কলিকাল আগত হইলে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতার ভূরেখার দক্ষিণ ভাগে 'শিবাল্লী' ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সন্ন্যাসীরূপে বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কলিযুগে দুঃশাস্ত্র-সমূহ খণ্ডন করিয়া কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সেবা-বিধান করিয়াছিলেন। মণিমান রাক্ষসের গর্ব্বপাত ও তাহার প্রতিভা সদ্যম্লান করিবার জন্যই কলিযুগে মধ্ব-নামক বায়ুর তৃতীয় অবতারের আবির্ভাব।

শ্রীমধ্বসিদ্ধান্তসংক্ষেপ—

"শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতরঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরানীচোচ্চ ভাবং গতাঃ
মুক্তির্নৈজ সুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধনং
হ্যক্ষাদি ত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ।।

উপরি-উক্ত শ্লোকনিবন্ধে শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্ত সংক্ষেপে পরিপুটিত রহিয়াছে। এই শ্লোকটী শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের গ্রন্থরাজিতে শ্রীমধ্বসিদ্ধান্ত সম্পূটরূপে সর্ব্বত্র উদাহৃত হইয়া থাকে। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীজয়তীর্থপাদও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে এই শ্লোকটী আহরণ করিয়াছেন। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের প্রধান পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীবাদিরাজ স্বামীও তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, এই শ্লোকটী শ্রীমন্মধ্ব-

শিষ্য শ্রীমৎ ত্রিবিক্রমাচার্য্য-বিরচিত। এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই,—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুসারে ভগবান্ বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম, জগৎ সত্য, ঈশ্বর, জীব ও জড়ে পরস্পর পঞ্চভেদ সর্ব্বদা নিত্য, জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, জীবগণের মধ্যে পরস্পর যোগ্যতা তারতম্য বর্ত্তমান, জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিই 'মুক্তি,' নির্ম্মলা, শুদ্ধা বা অহৈতুকী ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্ম্মের অভিব্যক্তির সাধন। শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ-—এই ত্রিবিধ প্রমাণ, শ্রীহরিই একমাত্র অখিল আম্নায়-বেদ্য অর্থাৎ শ্রৌতপন্থায়ই ভগবদুপলব্ধি সম্ভব।

মাধ্ব-গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীপাদ-বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও স্বরচিত "প্রমেয় রত্নাবলী" গ্রন্থে প্রমেয়-সমূহের উদ্দেশ-মুখে নিম্নলিখিত শ্লোকটী গ্রথিত করিয়াছেন—

"শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণু পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণ-জুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ।।"

শ্রীমধ্ব বলেন,—(১) বিষ্ণুই—পরতম বস্তু, (২) বিষ্ণু—অখিল বেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব—সত্য, (৪) জীব—বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, (৫) জীবসমূহ—হরিচরণ-সেবক, (৬) জীবের মধ্যে বদ্ধ ও মুক্তভেদে তারতম্য বর্ত্তমান, (৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই—জীবের মুক্তি, (৮) জীব-মুক্তির কারণ—বিষ্ণুর শুদ্ধ ভজন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। মধ্ব-কথিত এই নয়টী প্রমেয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র উপদেশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উপরি-উক্ত বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমন্মধ্ব-আম্নায় স্বীকার করিয়াছেন। এই জন্যই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায় মাধ্ব-গৌড়ীয় বা ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায় নামে সজ্জন-সমাজে পরিচিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বচার্য্যের সিদ্ধান্তমতে শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন, 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব। তন্মধ্যে বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বস্বতন্ত্র-তত্ত্ব।

স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রঞ্চ প্রমেয়ং দ্বিবিধং মতম্।
স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দ্দোষাখিল সদ্গুণঃ।।" (তত্ত্ববিবেক আদি শ্লোক)

স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্র এই দুই প্রকার তত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতত্ত্ব, তিনি অনন্ত নির্দ্দোষ গুণবান্।

তিনি অনন্ত-নির্দ্দোষ-কল্যাণ গুণৈকনিলয়। তিনি সর্ব্বশক্তিমান, স্বরাট্, চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক, আনখ- কেশাগ্র স্বরূপজ্ঞানানন্দাত্মক শ্রীসচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বগতভেদ-

রহিত। তাঁহার দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার অবয়ব গুণ, ক্রিয়া, ও স্বরূপে অত্যন্ত অভেদ অর্থাৎ তাঁহার নাম-রূপ-গুণ-লীলায় কোনও ভেদ নাই। তিনি সনাতন, সর্ব্বপ্রভু, ব্রহ্ম-মহেশ-লক্ষ্ম্যাদিরও ঈশ্বর, এই জন্য তিনি ঈশ্বরতম অর্থাৎ সর্ব্ব ঈশ্বরগণের ঈশ্বর।

সর্ব্বত্রাখিল সচ্ছক্তিঃ স্বতন্ত্রো শেষদর্শনঃ।
নিত্যা তাদৃশচিচ্চেত্যয়ন্তেষ্টো নো রমাপতিঃ।।
(তত্ত্বোদ্যোতে আদি শ্লোক)

সর্ব্ব দেশ ও কালে নিখিল বিশুদ্ধ শক্তির শক্তিমদ্ বিগ্রহ। স্বরাট্ সর্ব্বজ্ঞ-সবিলক্ষণ চেতন-অচেতন জগতের নিয়ামক সেই রমাপতিই আমাদের ইষ্ট।

মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপাণাং গুণানাং কর্ম্মণামপি।
তথৈবাবয়বানাঞ্চ ভেদং পশ্যতি যঃ ক্বচিৎ।
ভেদাভেদৌ চ যঃ পশ্যেৎ স যতি তম এব তু।
পশ্যেদভেদমেবৈষাং বভূষুঃ পুরুষস্ততঃ।
(গীতা তাৎপর্য্য ২য় অঃ ২৫শে শ্লোক)

মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণের রূপ, গুণ ও লীলা এবং তাঁহাদের অবয়বে কদাচিৎ ভেদ বা ভেদাভেদ-দর্শন-কারী নিশ্চয়ই তমলোকে প্রবিষ্ট হয়। অতএব মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও দেহ- দেহীতে পরস্পর অভেদই দর্শন করিয়া থাকেন।

যথা মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ১।১১ শ্লোকে শ্রীমন্মধবাচার্য্য-বাক্য——

নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ-আত্মতন্ত্র
নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চ হীনাঃ।
আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদিঃ
সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা।।

ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্বদোষরহিত, তিনি পরিপূর্ণ গুণাত্মক দেহবান্, সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁহার দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণচিন্ময়, তাঁহাতে অচেতনতার লেশমাত্র নাই, তিনি হস্ত-পদ মুখ-উদরাদি যুক্ত শ্রীবিগ্রহ, সেইসকল অনন্দমাত্রস্বরূপ। তিনি সর্ব্বত্র স্বগতভেদ-রহিত বাস্তব বস্তু।

কালাচ্চ দেশ গুণতোস্য ন চাদিরন্তো
বৃদ্ধিক্ষয়ৌ ন তু পরস্য সদাতনস্য।
নৈতাদৃশঃ ক্বচ বভূব নচৈব ভাব্যো
নাস্ত্যত্তরঃ কিমুপরাৎপরমস্য বিষ্ণোঃ।। (মঃ তাঃ নিঃ ১।১২)

ভগবান্ শ্রীহরি পরাৎপর ও সনাতন বস্তু। দেশ, কাল বা জড় ব্যাপার হইতে তাঁহার জন্ম, বিনাশ, বৃদ্ধি, ও ক্ষয় সাধিত হইতে পারেনা। বিষ্ণুর ন্যায় পরম তত্ত্ব আর কেহই

পূর্ব্বেও হয় নাই, পরেও হইবে না, এখনও নাই। ত্রিকালে ভগবান্ বিষ্ণুর সদৃশ যখন কাহারও অস্তিত্ব নাই, তখন তাঁহা অপেক্ষা উত্তম আর কে হইতে পারে?

সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরতমঃ স চ সর্ব্বশক্তিঃ
পূর্ণাব্যয়াত্মবলচিৎ-সুখবীর্য্যসারঃ।
যস্যাজ্ঞয়ারহিতামিন্দিরয়া সমেতং
ব্রহ্মেশপূর্ব্বকমিদং ন তু কস্য চেশম্।। (মঃ তাঃ নিঃ ১।১৩)

সর্ব্বনিয়ামক তিনি স্বেচ্ছায় সৃষ্টি-সংহার-নিয়মাদি-লীলা করিয়া থাকেন।

সৃষ্টিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষাবপিহ্যাসু শ্রুতিযুক্তা হরেঃ সদা।।
(অনুব্যাখ্যান ১ম অঃ ১ পাঃ ২য় সূত্র ভাষ্য)

এই সকল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীবিষ্ণু হইতেই সর্ব্বদা সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, জীবের নিয়তি, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

ভগবান্ বিষ্ণু অনাদি-কাল হইতেই স্বীয় ভিন্নাংশ জীবকুলের বিম্বরূপে বিরাজিত। অর্থাৎ চিদ্‌বিলাস-রাজ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্ অনন্ত জীবকুল নিত্য অবস্থিত। সেই সকল জীবকুল ব্রহ্মাদি- দেবতা হইতে আরম্ভ করিয়া নৃপ-কীটাদি আকারে শুদ্ধস্বরূপে সেই চিদ্ধামে বর্ত্তমান। সেই সকল বিভিন্ন আকারবান্ সচ্চিদানন্দময় শুদ্ধজীব বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বস্বরূপ। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত বিচিত্রতা একমাত্র বিষ্ণু হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিষ্ণুই সর্ব্ববিচিত্রতার মূল আদর্শ। অনন্ত-আকার-বিশিষ্ট বিষ্ণুর যে সকল নিত্যরূপ বিরাজিত, তাহারই নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে তত্তদাকার-বিশিষ্ট জীবসমূহ বৈকুণ্ঠাদি-চিদ্ধামে বর্ত্তমান। ভগবান্ বিষ্ণু যদি ব্রহ্মাদি- দেবতা হইতে নৃপকীট পর্য্যন্ত নিত্য সচ্চিদানন্দময় রূপধৃক্ না হইতেন, তাহা হইলে জীবকুলেরও সেই সকল আকার সম্ভাবনা হইত না। বৈকুণ্ঠ-জগতে যে-সকল পশু-মৃগ-বৃক্ষাদি বর্ত্তমান, তাঁহারা সচ্চিদানন্দাকার শুদ্ধজীব। তাঁহারা সেই নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণুরই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব। মায়াবাদিগণ যেরূপ জীবকে ঔপাধিক প্রতিবিম্ব মনে করেন, মধ্বাচার্য্য-সিদ্ধান্ত তদনুরূপ নহে। মধ্বাচার্য্য বলেন,—বৈকুণ্ঠ-জগতে শুদ্ধস্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদি বিভিন্ন আকারে জীবকুল বিরাজিত। শ্রীভগবান্‌ও সেই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের বিম্বরূপে খগ-মৃগ-নর-তৃণাদিরূপে বিরাজিত। সেই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব-স্বরূপ জীবের সহিত তাঁহাদের নিরুপাধিক বিম্ব-স্বরূপ ভগবানের আকার ও পরিমাণ-গত সাদৃশ্য আছে, জীব ও ভগবানে পার্থক্য এই যে, জীব স্বল্প-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ আর ভগবান্ পূর্ণ-জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ। এমন কি, অসুর-স্বরূপ- দেহসমানাকার বিম্বরূপী ভগবানও নিত্য নির্দ্দোষ গুণানন্দাত্মক বিগ্রহরূপে বিরাজিত অর্থাৎ যে- সকল জীবে স্বাভাবিক অসুর- দেহবিশিষ্ট

এবং তদনুকূলেই বিষ্ণুবৈষ্ণব- দ্বেষাদি অপরাধপ্রবণ সেইসকল নিরুপাধিক অসুর-স্বরূপের বিম্বরূপে ভগবানের নিত্য আকার রহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, কতকগুলি জীব স্বরূপতঃ অসুর-দেহবিশিষ্ট। তাহাদিগের সেই দেহ স্বভাবতঃ নিত্য বলিয়া নিরুপাধিক, কিন্তু তাহা নিত্য তমোগুণাদিবিবিশিষ্ট। ভগবান্ সেই সকল অসুর- দেহেরও বিম্ব-স্বরূপ। কিন্তু ভগবানে সেই প্রকার তমোগুণাদি নাই। এখানে আর একটী বিচার্য্য বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে জীব কর্ম্মফল বশতঃ যে সকল বিভিন্নদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে বা হইবে, সেই সকল স্থূল দেহ নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে। বর্ত্তমানে কোন ব্যক্তি মনুষ্য- দেহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার স্বরূপদেহ মর্কট-রূপ বিশিষ্ট হইতে পারে; আবার কোনও জীব বর্ত্তমানে মৎস্য- দেহ লাভ করিলেও তাহার নিত্য স্বরূপদেহ চিদানন্দময় নরদেহ থাকিতে পারে অর্থাৎ বর্ত্তমান স্থূলদেহ-দর্শনে নিত্য- দেহের অনুমান করা যাইতে পারে না। স্থূল ও লিঙ্গদেহ সেই স্বরূপদেহের আবরণ মাত্র। স্বরূপদেহই নিরুপাধিক ও নিত্য। তাহা বিভিন্নাকার হইতে পারে। তাহাই নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বিভিন্নাংশ শুদ্ধ জীব (জীবাত্মা) বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই সকল নিরুপাধিক প্রতিবিম্বের মূল আদর্শ বা বিম্বস্বরূপ অনন্তশক্তিক অনন্ত আকার সচ্চিদানন্দময় ভগবদ্‌বিগ্রহ সকল। ইহাই মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত।

দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্ব্বিভোঃ।
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ।।
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভাবাঃ পরে স্মৃতাঃ।
প্রতিবিম্বেষ্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণিত্বিতি।
সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেয়তে।
জীব ঈস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেরিতি পৈংগিশ্রুতিঃ।

(সূত্রভাষ্য ২য় অঃ ৩য় পাঃ ৫০১ সূত্র)

বিভু পরমেশ্বর শ্রীহরির দ্বিবিধ অংশ, প্রতিবিম্ব অংশ এবং স্বরূপাংশ। প্রতিবিম্ব অংশ-সমূহই অনন্ত জীবগণ আর মৎস্যাদি অবতারগণ স্বরূপাংশ বলিয়া খ্যাত। প্রতিবিম্বরূপ জীবের সহিত বিভু শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে, আর মৎস্যাদি অবতারগণ শ্রীহরির স্বরূপভূত। প্রতিবিম্ব দ্বিবিধ,—সোপাধিক ও অনুপাধিক। জীব ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, আর আকাশে ইন্দ্রধনু সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব, অতএব অনিত্য।

ব্রহ্মাকল্পারম্ভে ভগবান্ বিষ্ণু লীলাবশতঃ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যার্থ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশিত হন। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন। এই প্রদ্যুম্নের লক্ষ্মী 'কৃতি' নামে খ্যাতা। অনিরুদ্ধরূপে তিনি বিশ্ব পালন করেন। অনিরুদ্ধের পত্নী 'শান্তি'। সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জগৎ সংহার করেন। সঙ্কর্ষণের পত্নী 'জয়া'। বাসুদেবরূপে তিনি জীবগণকে গতি প্রদান করেন। বাসুদেবের পত্নী 'মায়া'।

ইত্থং বিচিন্ত্য পরমঃ স তু বাসুদেব
নামাবভূব নিজমুক্তি পদপ্রদাতা।
তস্যাজ্ঞয়ৈব নিয়তাথ রমাপি রূপং
বব্রে দ্বিতীয়মপি যৎ প্রবদন্তি মায়াম্।।
সঙ্কর্ষণশ্চ স বভুব পুনঃ সুনিত্যঃ
সংহারকারণ বপুস্তদনুজ্ঞয়ৈব।
দেবী জয়েত্যনুবভূব স সৃষ্টিহেতোঃ
প্রদ্যুম্নতামুপগতঃ কৃতিতাঞ্চ দেবী।।
স্থিত্যৈ পুনঃ স ভগবাননিরুদ্ধ নামা
দেবী চ শান্তিরভবচ্ছরদাং সহস্রম্।
স্থিত্বা স্বমূর্ত্তিরমূভিরচিন্ত্যশক্তিঃ
প্রদ্যুম্নরূপক ইমাংশ্চরমাত্মনে দাৎ।।

(মঃ তাঃ নিঃ ১ম অঃ ৬-৮ শ্লোক)

আমি মদুদরগত চেতন-সমূহকে তাহাদের স্বরূপ অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্টি করিব—এই সঙ্কল্প করিয়া সেই পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজ জনের মুক্তিপদ-প্রদাতৃরূপ বাসুদেব নামে প্রকটিত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই তদধীনা রমাদেবীও দ্বিতীয় রূপ ধারণ করিলেন। এই বাসুদেব-পত্নীকেই পণ্ডিতগণ 'মায়া' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। সেই পরম নিত্য ভগবান্ পুনরায় প্রলয়-কারণ-ভূত দেহ প্রকটিত করিয়া 'সঙ্কর্ষণ' নামে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারেই লক্ষ্মীদেবী 'জয়া' নামে অনুপ্রকাশিত হইলেন। সেই ভগবান্ সৃষ্টির জন্য প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মীদেবী 'কৃতি' নাম ধারণ করিলেন। সেই ভগবান বিষ্ণু জগৎপালনের জন্য 'অনিরুদ্ধ' নামে আবির্ভূত হইলে লক্ষ্মী দেবী 'শান্তি' নাম ধারণ করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে সহস্র সম্বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়া অচিন্ত্যশক্তি সেই প্রদ্যুম্ন-ভগবান্ জীব-সমূহকে (পালনার্থ) অনিরুদ্ধের নিকট প্রদান করিলেন।

সৃষ্টি-সংহার—এই কার্য্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণু আধিকারিক দেবতা বা মহত্তম জীবকে প্রতিভূরূপে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারাই করাইয়া থাকেন। প্রদ্যুম্নরূপী বিষ্ণু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে সৃষ্টিসামর্থ্য এবং সঙ্কর্ষণরূপী বিষ্ণু রুদ্রে সংহার-সামর্থ্য প্রদান করেন। অনিরুদ্ধরূপে স্বয়ংই পালন এবং বাসুদেবরূপে স্বয়ং মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। এই চতুর্ব্বিধরূপ ব্রহ্মাকল্পান্ত পর্য্যন্ত এবং মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপ মধ্যে মধ্যে জগতে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অপ্রকট-প্রকাশে গমন করেন। ভগবান্ বিষ্ণু কেশবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি ও বাসুদেবাদি দ্বাদশমূর্ত্তি -সর্ব্বসমেত এই চতুর্ব্বিংশতি মূর্ত্তিতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বাভিমানী দেবতাগণের নিয়ামক

এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ ও নারায়ণ—এই পঞ্চরূপে অন্নাদি পঞ্চকোষের নিয়ামক। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়—এই চতুর্ব্বিধরূপে জীবের অবস্থা চতুষ্টয়, যথা—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও মোক্ষের নিয়ামক। 'আত্মা' ও 'অন্তরাত্মা' রূপে স্থূলদেহ ও স্বরূপদেহের নিয়ামক এবং জীবের সর্ব্ব-শরীরে অনন্তরূপে ব্যক্ত থাকিয়া তাঁহাদের নিয়ামক হন। তিনি তত্ত্বাভিমানী দেবতা ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রেরণা করিয়া থাকেন।

জীবের যোগ্যতা ও স্বতন্ত্রতানুসারে পাপপুণ্যাদির জন্য ভগবান্ বিষ্ণু দায়ী নহে। ভগবান্ প্রযোজক কর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা।

ভবিষ্য পুরাণে—

পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চন।।

চতুর্ব্বেদশিখায়াং—

ন কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং ন তাবতা দোষবাণীশিতাপি।
ঈশো যতো গুণদোষাদি সত্ত্বে স্বয়ং পরোমাদিরাদিঃ প্রজানাম্।।

(সূত্রভাষ্য ২য় অঃ ১ম পা ৩৬-৩৭ সূত্র)

ভগবানের বৈষম্যে নৈর্ঘৃণ্য-দোষের প্রসক্তি নাই, যেহেতু বিষ্ণু জীবের দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই পুণ্য-পাপাদি করাইয়া থাকেন। অনাদি কর্ম্মের অনুসরণ করিয়া জীবের পুণ্যপাপাদি-কর্ম্মে প্রবৃত্তি করাইয়া থাকেন বলিয়া ভগবানের বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য বিরোধ নাই। বিষ্ণু জীবের দ্বারা জীবের অনাদি কর্ম্মবাসনাক্রমেই পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাহাতে বিষ্ণু কখনও দোষী সাব্যস্ত হইতে পারেন না, যেহেতু তিনি গুণদোষাদির নিয়ামক। তিনি স্বয়ংপর অর্থাৎ তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্যনিরপেক্ষ। তিনি অনাদি এবং জীবসমূহের আদি।

ভগবান্ বিষ্ণু মৎস্য, কূর্ম্ম, নরাদি বিভিন্নরূপে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহার জন্মকর্ম্ম বা দেহাদি প্রাকৃত নহে। তিনি প্রাকৃত ধর্ম্মবানের ন্যায় অজ্ঞচক্ষে প্রতীত হইয়াও স্বভাবতঃ সর্ব্বদোষবিদূর। তিনি মূঢ় লোকদিগকে বিড়ম্বনা ও দৈত্যগণকে বঞ্চনা করেন। যাহারা পারমার্থিক তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার অবমাননা করে, ভক্তির নিন্দা করে, তাহাদিগকে তিনি অন্ধতমে প্রেরণ করেন। আর যাঁহারা তাঁহাকে নিষ্কপটে সেবা করেন, তাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে উত্তমা গতি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা মধ্যম অর্থাৎ মিশ্রভাবসম্পন্ন অর্থাৎ যাহারা দ্রোহও করে না, ভক্তিও করে না, কেবলমাত্র কাম্যকর্ম্মী, তাহাদিগকে ভগবান্ নিত্য-সংসার প্রদান করেন। ইহারা স্বরূপতঃই নিত্যসংসারী। ভগবান্ ভক্তগণের বিনোদ-সম্পাদনার্থ বিচিত্র লীলাবলী প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই সকল লীলাদ্বারা ভক্তগণের ভক্তি পরিবর্দ্ধন ও দ্বেষিগণের বিরোধ

উৎপাদিত করেন। বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে সাধারণতঃ দুই প্রকার অবতার প্রধান,—জ্ঞানাবতার ও বলাবতার। যে-সকল অবতারে অধিকভাবে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয়, তাঁহারা জ্ঞানাবতার, যথা—ব্যাস, কপিল, দত্তাত্রেয় প্রভৃতি। আর যে সকল অবতারে অধিকভাবে বলের অভিব্যক্তি হয়, তাঁহারা বলাবতার, যথা—নরসিংহ, বামন, রাম প্রভৃতি। শ্রীকৃষ্ণে উভয়বিধ সামর্থ্যের সুষ্ঠু অভিব্যক্তি হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ উভয়াবতাররূপে কথিত হন।

কৃষ্ণরামাদি রূপেষু বলকার্য্যো জনার্দ্দনঃ।
দত্তব্যাসাদিরূপেষু জ্ঞানকার্য্যস্তথা প্রভুঃ।।

(মহাভাঃ তাঃ নিঃ ২য় অঃ ২৫ শ্লোকঃ)

জনার্দ্দন শ্রীহরি কৃষ্ণ ও রামাদিরূপে বলকার্য্য ও দত্তব্যাসাদিরূপে জ্ঞানকার্য্য করিয়া থাকেন।

ধন্বন্তরি প্রভৃতি অবতার-সমূহে কেবলমাত্র ভক্তানুগ্রহসামর্থ্য-মাত্র প্রকটিত। ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্যধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ। সৃষ্টির প্রারম্ভে 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'অনন্তাসন' নামক ধামদ্বয় জগতে ব্যক্ত হয়। চতুর্দ্দশ ভুবন ব্রহ্মাণ্ড কটাহরূপ আবরণের দ্বারা আবৃত। তদনন্তর সপ্তাবরণ অর্থাৎ অবিমিশ্রি পঞ্চভূতের পৃথক্ পঞ্চ আবরণ এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-তত্ত্বের আর দুইটী আবরণ। তদুপরি বৈকুণ্ঠ। বিরজা নাম্নী নদী বৈকুণ্ঠকে বেষ্টন করিয়া বিরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যভাগে শ্বেতদ্বীপ এবং ব্রহ্মাণ্ডের অধোভাগে অনন্তাসন। বৈকুণ্ঠে মুক্তপরিবারগণের সহিত ভগবান্ বাস করেন। ভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গাভরণ, বসন, ভূষণ, শয্যা, সিংহাসন—সকলই লক্ষ্ম্যাত্মক। 'অনন্তাসন', 'শ্বেতদ্বীপ' ও 'বৈকুণ্ঠ' এই ত্রিবিধ ভগবদ্ধামেই 'মুক্তস্থান' ও 'অমুক্তস্থান' নামক ভাগদ্বয় বর্ত্তমান। মুক্তস্থানে মুক্ত ব্রহ্মাদি-পরিবার ও অমুক্ত স্থানে অমুক্ত ব্রহ্মাদি-পরিবার অবস্থান করেন। ব্রহ্মকল্পান্ত পর্য্যন্ত সকলকেই অমুক্ত স্থানে অবস্থান করিতে হয়। কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত সকলেই মুক্ত স্থানে গমন করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার সহিত সর্ব্বজীবের মুক্তি।

লক্ষ্মী বিষয়ে সিদ্ধান্ত—শ্রীলক্ষ্মী বিষ্ণুর প্রিয় মহিষী, জ্ঞানানন্দাত্মিক-নিত্যদেহ-বিশিষ্টা, বিষ্ণুর ন্যায় তিনিও গর্ভবাস-দুঃখাদি দোষরহিতা, সর্ব্বত্র বিষ্ণুর সহিত অবস্থিতা, সর্ব্বত্র ব্যাপ্তা, বিষ্ণুর অনন্ত রূপের সহিত শ্রীলক্ষ্মীও অনন্তরূপে বিহার করেন, বিষ্ণুর অবতরণকালে লক্ষ্মীও অবতীর্ণা হইয়া সেই অবতারের প্রিয়সঙ্গিনীরূপে বিরাজ করেন, বিষ্ণুর ন্যায় লক্ষ্মীরও বিভিন্ন নিত্য নাম ও রূপ আছে, লক্ষ্মীর বিভিন্ন নাম যথা—শ্রী, ভূ, দুর্গা, মায়া, জয়া, কৃতি, শান্তি, অম্ভ্রণী, সীতা, দক্ষিণা, জয়ন্তী প্রভৃতি। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রী, ভূ ও দুর্গারূপে ত্রিবিধ গুণের নিয়ামক। 'শ্রী' রূপে সত্ত্বগুণ - প্রেরকা হইয়া দেবতাগণকে মোহন করেন, 'ভূ'রূপে রজোগুণ- প্রেরকা হইয়া মনুষ্যগণকে মোহন করেন, আর 'দুর্গা'-রূপে তমোগুণ- প্রেরকা হইয়া দৈত্যগণকে মোহন করিয়া থাকেন।

শ্রীর্ভূর্দুর্গাম্ভ্রণী হ্রীশ্চ মহালক্ষ্মীশ্চ দক্ষিণা।
সীতা-জয়ন্তী-সত্যা চ রুক্মিণীত্যাদি ভেদিতা।।
প্রকৃতিস্তেন চাবিষ্টা তদ্বশা ন হরিঃ স্বয়ম্।
ততোহনন্তাংশহীনা চ বলজ্ঞপ্তি সুখাদিভিঃ।।
গুণৈঃ সর্ব্বৈস্তথাপ্যস্য প্রসাদাদ্দোষবর্জ্জিতা।
সর্ব্বদা সুখরূপা চ সর্ব্বদা জ্ঞানরূপিণী।।
(বৃহদাঃ ভাষ্য ৩য় অঃ ৫ম ব্রাঃ)

তস্যাস্তু ত্রীণিরূপাণি সত্ত্বং নাম রজস্তমঃ।
সৃষ্টিকালে বিভজ্যন্তে সত্ত্বং শ্রীঃ সদ্গুণপ্রভা।
রজো রঞ্জনকর্ত্তৃত্বাদ্ভূঃ সা সৃষ্টিকরী যতঃ।
যদাবেশাদিয়ং পৃথ্বীভূমিরিত্যেব কথ্যতে।
জীবানাং গ্লপনাদ্দুর্গা তমইত্যেব কীর্ত্তিতা।
এতাভিস্তিসৃভির্জীবাঃ সর্ব্বে বদ্ধা অমুক্তিগাঃ।।
সর্ব্বান্ বধ্নন্তি সর্ব্বাশ্চ তথাপি তু বিশেষতঃ।
শ্রীর্দেববন্ধিকা স্ত্রীণাং ভূর্দৈত্যানাং তথাপরা।
এতাভ্যোন্যং পরং চৈব বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।
(গীতা তাৎপর্য্য ১৪।৫-৬)

শ্রী, ভূ, দুর্গা, অম্ভ্রণী, হ্রী, মহালক্ষ্মী, দক্ষিণা, সীতা, জয়ন্তী, সত্যা এবং রুক্মিণী ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামবিশিষ্টা প্রকৃতি শ্রীহরিকর্ত্তৃক আবিষ্টা এবং তাঁহার বশীভূতা রহিয়াছেন, পরন্তু শ্রীহরি তাঁহার বশীভূত নহেন। সেই প্রকৃতি বল, জ্ঞান এবং সুখ প্রভৃতি যাবতীয় গুণ বিষয়ে শ্রীহরি হইতে যদি অনন্ত ভাগে হীনা তথাপি তাঁহার প্রসাদ বশতঃ সর্ব্বদোষবর্জ্জিতা এবং সর্ব্বদা জ্ঞান-সুখরূপা হইয়া থাকেন।।

সৃষ্টিকালে উক্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক রূপত্রয় বিভক্ত হইয়া থাকে। সদ্গুণ-প্রকাশিকা শ্রী সত্ত্বগুণস্বরূপ। ভূ-সৃষ্টি-সম্পাদিকা বলিয়া 'ভূ' নামে এবং রঞ্জনকারিণী বলিয়া 'রজঃ' নামে কথিত হ'ন। ঐ ভূ-প্রকৃতির আবেশ-হেতু এই পৃথিবী 'ভূমি' নামে পরিচিত হইয়া থাকে। দুর্গা প্রকৃতি জীবের গ্লানিদায়িনী বলিয়া তমঃ রূপে কীর্ত্তিত হ'ন। উক্ত প্রকৃতিত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া জীবগণ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সমস্ত প্রকৃতিই সমস্তকে বদ্ধ করেন তথাপি বিশেষভাবে শ্রী-প্রকৃতি দেবগণকে, ভূ-প্রকৃতি মনুষ্যগণকে এবং দুর্গা-প্রকৃতি দৈত্যগণকে বদ্ধ করিয়া থাকেন। জীবগণ উক্ত প্রকৃতি ত্রয়ের অতিরিক্ত ও পরতত্ত্ব বিষ্ণুর জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ করেন।।

(গীতা তাৎপর্য্য—১৪।৫-৬)

লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর অধীনা ও সর্ব্ববিদ্যাভিমানিনী। তিনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা হইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠতরা। তিনি ভগবদঙ্গে নানাবিধ আভরণ-স্বরূপে বিরাজ করেন অর্থাৎ মধ্বসিদ্ধান্ত মতে বিষ্ণুর শয্যা, আসন, সিংহাসন, আভরণ প্রভৃতি সমস্ত ভোগ্যবস্তু লক্ষ্ম্যাত্মক।

শ্রীর্যত্ররূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধাবিভূতিভিঃ।

(অনুব্যাখ্যানে ৪র্থ অঃ ২য় পাদ ১ম সূত্রধৃত ভাঃ ২।৯।১৩ শ্লোক)

যে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী বহুপ্রকার বৈভবরূপে মূর্ত্তিমতী থাকিয়া উত্তমঃ শ্লোক শ্রীবিষ্ণুর চরণ-যুগল পূজা করিয়া থাকেন।

তত্র বিষ্ণোঃ পুরং দিব্যমপরাজিত নামকম্।
বিমিতাখ্যঞ্চ পর্য্যঙ্কং বিষ্ণোর্মানেন সম্মিতম্।।
চিৎসুবর্ণময়ং দিব্যং লক্ষ্মীস্তত্তৎ স্বরূপিণী। (ছান্দোগ্য ভাষ্য ৮।৫)

তথায় অপরাজিত নামক বিষ্ণুর দিব্যপুর এবং ভগবানের বিগ্রহ-পরিমিত চিন্ময় সুবর্ণ-নির্ম্মিত বিমিত নামক দিব্য পর্য্যঙ্ক বর্ত্তমান আছে। তৎসমুদয় বস্তুই লক্ষ্মীস্বরূপ।।

জগৎ সত্য—শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য বলেন, ভগবান্ বিষ্ণু কল্পের আদিতে অনাদি-নিত্যা-জড়া প্রকৃতিকে উপাদান করিয়া গুণত্রয়, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চভূত-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তরে চতুর্দ্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাদি পর্ব্বত, গঙ্গা যমুনাদি নদী, শিলা, বনস্পতি, ওষধি, ধান্য, ফল, পুষ্প, নবরত্ন, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করেন। এই সকল কার্য্যরূপে অনিত্য, কিন্তু কারণরূপে নিত্য। কার্য্যরূপে অনিত্য হইলেও শশশৃঙ্গ, আকাশ-কুসুম, কূর্ম্মলোম ও গন্ধর্ব্ব-নাগরাদির ন্যায় 'অসৎ' নহে, অথবা রজ্জ্বারোপিত সর্প বা শুক্ত্যারোপিত রজতবৎ 'মিথ্যা' নহে। অল্প কালীনত্ব- হেতু 'অনিত্য', 'অসত্য' নহে, 'ক্ষণিক' ও নহে। 'ক্ষণ সম্বন্ধী বলা গেলেও 'ক্ষণমাত্রবর্ত্তী' বলা যাইতে পারে না। ঘট-পটাদি 'ক্ষণসম্বন্ধী' হইলেও কারণরূপে নিত্য। বৌদ্ধগণ 'ক্ষণিক' বলিতে যাহার পূর্ব্বে বা পরে অবস্থান নাই, ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে ক্ষণে নাশ হয়, তাহাই উদ্দেশ করিয়া থাকেন, পরন্তু 'ক্ষণ সম্বন্ধী' বলিতে তাহা বুঝায় না। ক্ষণসম্বন্ধী হইলেও তাহা উপাদান-কারণরূপে নিত্য। যেমন, ঘট-কার্য্য, ঘট-ভঙ্গে কপাল (ঘটের খণ্ডিত দ্বিতীয় ভাগ), কপাল-ভঙ্গে 'কাপালিক' (ঘটের চতুর্থ ভাগ), কাপালিক-ভঙ্গে 'মৃত্তিকাদি', মৃত্তিকা-ভঙ্গে ক্রমে 'প্রকৃতি'। ঘট হইতে ক্রমে প্রকৃতির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই কার্য্য। ইহারা অনিত্য, কিন্তু প্রকৃতি মূল-উপাদান-কারণরূপে নিত্যা। কল্পের আদি হইতে আরম্ভ করিয়া কল্পাবসান পর্য্যন্ত উপাদান-কারণ প্রকৃতি হইতে ঘটাদি পর্য্যন্ত নানা কার্য্যরূপ পরিণাম, কল্পান্তে প্রকৃত্যাখ্য সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি, তাহা 'মিথ্যা' নহে। মায়াবাদিগণ যে বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপাকে ব্যবহারিক জগৎ লৌহগত জলবিন্দুর ন্যায় স্বতঃই অদৃশ্য হইয়া পড়ে, তাহা বাল- কোলাহল মাত্র। যেহেতু বিষ্ণু জ্ঞানপূর্ব্বক লীলামাত্রে এই জগৎ

সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য পর্য্যন্ত ইহার নাশ করেন। তখন জগৎ কারণরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। বিষ্ণুর বুদ্ধিবলে সৃষ্ট-জগৎ মায়োপাদান নহে। জীবের অদৃষ্ট ও যোগ্যতানুসারে ভগবান্ নানারূপে জগৎ সৃষ্টি করেন। অদৃষ্ট-পরিসমাপ্তিতে জগতের নাশ করিয়া থাকেন। তখন কারণরূপে জগৎ অবস্থান করে। কল্পের আদিতে অনুলোমক্রমে সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া মহতত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত প্রভৃতি ক্রমে জগৎ সৃষ্টি আর কল্পান্তে বিলোমক্রমে নাশ অর্থাৎ যে ক্রমে সৃষ্ট হইয়াছিল, তদ্বিপরীতক্রমে বিনাশ। কিন্তু প্রকৃতিরূপে সকলেরই অবস্থান। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তদ্রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে এতদ্বিষয়ে বহু যুক্তি ও প্রমাণাদির অবতারণা করিয়াছেন। জগতের সত্যতা-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-ধৃত কয়েকটী বেদ ও পুরাণ-প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রধান্বস্য মহতো মহানি সত্যা সত্যস্য করণানি বোচম্।
সত্য মে নম নু বিশ্বে মদন্তি রাতিং দেবস্য গৃণতো মঘোনঃ।
যচ্চিকেত সত্যমিত্তন্নমোঘং বসুস্পার্হমুতজেতো তদাতা।
সত্যঃ সৌ অস্য মহিমা গৃণে শবো যজ্ঞেষু বিপ্ররাজ্যে।
বিশ্বং সত্যং মঘবানা যুবোরিদাপশ্চ প্রমিনন্তি ব্রতং বাম্।।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ংভূ যাথাতথ্যতো র্থান্ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ।
অসত্যমাহুর্জগদেতদজ্ঞাঃ শক্তিং হরের্যেন বিদুঃ পরাং হি।
যঃ সত্যরূপং জগদেতদীদৃক্ সৃষ্টা ত্বভূৎসত্যকর্ম্মা মহাত্মা।।
অথৈ নমাহুঃ সত্যকর্ম্মেতি সত্যং হ্যেবেদং বিশ্বমসৌ সৃজতে।
অথৈনমাহুর্নিত্য কর্ম্মেতি নিত্যং হ্যেবাসৌ কুরুতে।
সত্যাঃ বিষ্ণোর্গুণাঃ সর্ব্বে সত্যা জীবেশয়োর্ভিদা।
সত্যো মিথো জীবভেদঃ সত্যঞ্চ জগদীদৃশম্।।
(ভাঃ তাঃ নিঃ অ ১ শ্লোক ৬৯)

বিভূতিং প্রসবন্ত্বনো মন্যন্তে সৃষ্টিচিন্তকাঃ।
স্বপ্নমায়া স্বরূপেতি সৃষ্টিরন্যৈর্বিকল্পিতা।
ইচ্ছামাত্রং প্রভোঃ সৃষ্টিরিতি সৃষ্টৌ বিনিশ্চিতা।
কালাৎ প্রসূতিং জগতাং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিন্তকাঃ
ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষস্বভাবো য়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা।। (মাণ্ডুক্য খং ১ মন্ত্র ২৩)
বিশ্বং সত্যং বশে র্বিষ্ণোর্নিত্যমেব প্রবাহতঃ।
ন ক্বাপ্যনীদৃশং বিশ্বং তত্তৎকালানুসারতঃ।

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং যে জগদাহুরনীশ্বরম্।
ত আসুরাঃ স্বয়ং নষ্টা জগতঃ ক্ষয়কারিণঃ।। (তত্ত্বোদ্যোতে ব্যাসস্মৃতিঃ)

আমি সত্য-স্বরূপ মহাপুরুষ বিষ্ণুর জগৎ-সৃষ্টি প্রযোজক প্রকৃতি প্রভৃতি কারণ-সমূহকে সত্যরূপে বলিয়াছি। স্তুতিকারক ইন্দ্রদেবের এই সত্য সম্পদ্ দর্শনে সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

সর্ব্বজয়শীল ও বর-প্রদাতা বিষ্ণু সকলের অপেক্ষণীয় যে বস্তু রচনা করিয়াছেন, উহা সত্যই হইয়া থাকে, পরন্তু অসত্য নহে।

"ভগবান্ সত্য, তাঁহার মাহাত্ম্যও সত্য"—আমি এই কথা স্বকীয় মোক্ষাদি সুখ লাভের জন্য বিপ্রজনাধিকৃত যজ্ঞ সকলে কীর্ত্তন করিতেছি।

হে ইন্দ্র, হে বিষ্ণু, আপনাদের সম্বন্ধীয় এই জগৎ সত্য, জলাভিমানিনী দেবতাগণও আপনাদের জগৎসৃষ্টি ব্যাপারের কথা অবগত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞ, মনো ভীষ্ট-প্রদাতা, সর্ব্বজয়শালী স্বয়ম্ভু ভগবান্ বহুকল্পকাল ব্যাপিয়া পরমার্থ (যথার্থ) বস্তু সকলের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

যাহারা শ্রীহরির পরাশক্তির বিষয় অবগত নহে, তাদৃশ অজ্ঞগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া থাকে।

মহাত্মা বিষ্ণু এই সত্য-ভূত জগৎ সৃষ্টি করিয়া সত্যকর্ম্মা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

সজ্জনগণ এই বিষ্ণুকে সত্যকর্ম্মা বলিয়া থাকেন—যেহেতু ভগবান্ এই জগৎকে সত্যরূপেই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে নিত্যকর্ম্মা নামেও বলিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বদাই এই জগতের নির্ম্মাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুর যাবতীয় গুণই সত্য, জীব এবং ঈশ্বরের ভেদও সত্য, জীবগণের পরস্পর ভেদও সত্য এবং ঈদৃশ এই জগৎও সত্য।

সৃষ্টি-বিষয়ক বিচার-পরায়ণ কেহ কেহ ব্রহ্মের বিবিধাকারে পরিণামকেই জগৎ-সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। অন্য কেহ কেহ সৃষ্টিকে স্বপ্ন ও মায়িক পদার্থ তুল্য বলিয়া কল্পনা করেন। সৃষ্টি-বিষয়ে নিশ্চয়শীল ব্যক্তিগণ ভগবানের ইচ্ছা মাত্রেই জগৎ-সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। কালকর্ত্তৃত্ববাদিগণ কাল হইতেই জগৎ-সৃষ্টি বর্ণন করেন। কেহ কেহ নিজের ভোগের জন্য, কেহ বা নিজের ক্রীড়ার জন্য জগৎ সৃষ্টি বলেন। পরন্তু এই জগৎ-সৃষ্টি ভগবানের স্বভাবমাত্র, কোনরূপ কামনা বশতঃ নহে, যেহেতু আপ্তকাম পুরুষের কোন্ বিষয়ে স্পৃহা থাকিতে পারে?" (মাণ্ডুক্য খণ্ড ১, মন্ত্র ১৩)

এই বিশ্ব সত্য এবং ভগবান্ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী, ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সর্ব্বকালই এই বিশ্ব ঈদৃশরূপে বিরাজমান আছে, পরন্তু কদাপি ঈদৃশ ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যাহারা জগৎকে অসত্য, নিরাশ্রয় ও ঈশ্বর-রহিত (রাজশূন্য)

বলিয়া থাকে, জগতের বিনাশকারী সেই আসুরগণ স্বয়ংও নষ্ট হইয়া থাকে।।

তত্ত্বতঃ ভেদ—শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য (১) জীবেশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে জড়ে ভেদ, (৪) জীবে জড়ে ভেদ ও (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ-—এই **পঞ্চভেদ** স্বীকার করেন। এতদ্বিষয়ে আচার্য্যপাদ তদ্রচিত "মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়" গ্রন্থের ১ম অধ্যায়ে ৭০-৭১ শ্লোকে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"জীবে শয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা।।
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ব্বদা।।"

(১) জীবেশ্বরে ভেদ—সৃষ্ট জীবের সহিত বিষ্ণুর অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎকাল পর্য্যন্ত অত্যন্ত ভেদ। "ব্রহ্মই অবিদ্যা-উপাধি বশতঃ জীবাদিরূপে প্রতীত হন",-—ইহা দুষ্ট মত। ব্রহ্ম—পরম-মহৎ-পরিমাণ, আর জীব—অণুপরিমাণ; ব্রহ্ম—সর্ব্বদোষ-বিনির্মুক্ত, আর জীব— দোষপূর্ণ; ব্রহ্ম—অনন্তগুণ, আর জীব —পরিমিত গুণ; ব্রহ্ম—নিত্যমুক্ত, আর জীব —সংসার-বদ্ধ; —এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর অভেদ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। মুক্তিতেও জীব-ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বিরাজিত। তখনও জীব ভিন্নরূপেই অবস্থান করিয়া বিষ্ণুর নিত্য- সেবা করিয়া থাকেন।

(২) জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ—(ক) (বদ্ধজীব) সংসারে কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, ইহাদের পরস্পরে ঐক্য নাই। (খ) (মুক্তজীব) মুক্তিতে একস্থানে প্রবেশ করেন মাত্র। তাঁহারা মুক্তাবস্থায়ও যোগ্যতানুসারে বিষ্ণুর বিভিন্ন সেবায় অবস্থিত এবং তাঁহাদের পরস্পরের সেবা-সুখাদির মধ্যেও তারতম্য বর্ত্তমান। তবে যে কোথায় কোথায়ও মুক্তিতে সকলেই এক হয়, ("সর্ব্বে একীভবন্তি"—শ্রুতিঃ) শাস্ত্রে এইরূপ কথা লিখিত আছে, তাহার তাৎপর্য্য আছে। যেমন, যদি বলা হয়, সায়ংকালে গাভীসমূহ গোষ্ঠে একীভূত হইয়াছে। সেস্থানে যেরূপ 'একীভূত' শব্দের দ্বারা অত্যন্ত অভেদ নির্দ্দেশ না করিয়া সকলের একস্থানে সমুপস্থিতি বা সম্মেলনই বুঝাইয়া থাকে, মুক্ত জীবগণের সম্বন্ধেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। অথবা যদি বলা হয়, রাজন্যবর্গ এক হইয়াছে; এইরূপ উক্তিতে যেমন রাজন্যবর্গের অত্যন্ত অভেদ কল্পনা করা অজ্ঞতামাত্র, পরন্তু এইস্থানে পূর্ব্বে রাজন্যবর্গ পরস্পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন, এখন 'একমত' হইয়াছেন বা একপ্রকার বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়াছেন—এইরূপই বুঝায়, তদ্রূপ মুক্তাবস্থায় জীবগণ সকলেই বিষ্ণুর সেব্যত্বে একমত হইয়া বিষ্ণুর সেবা করিতেছেন,—ইহাই বুঝাইয়া থাকে।

(৩) ঈশ্বর ও জড়ে ভেদ—ঈশ্বর—জ্ঞানাত্মক, নিত্য, ও নির্ব্বিকার; কিন্তু জড়—জ্ঞানশূন্য, নশ্বর ও বিকারী। এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত বস্তুর কখনই অভেদত্ব সাধিত হইতে

পারে না।

(৪) জীবে জড়ে ভেদ—জীব—জ্ঞানাত্মক, তাঁহার সহিত অজ্ঞানাত্মক জড়ের ঐক্য হইতে পারে না।

(৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ—বিষ মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে, আর অমৃতজীবন দান করিয়া থাকে, বিষ—তিক্ত আর গুড়—মধুর,—এরূপ পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাব জড়বস্তুর মধ্যে দৃষ্ট হয়। এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত জড়বস্তু কখনই অভেদ নহে।

এই পঞ্চভেদ সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে নিত্য। ধর্ম্মিপ্রতিযোগী নষ্ট হইলেও ভেদ-নষ্ট হয় না। যেমন এক স্থানে ঘট নষ্ট হইল আর একস্থানে পট নষ্ট হইল। প্রত্যেকই ভিন্নরূপে তত্তদ্ভিন্ন কার্য্যের সূক্ষ্মাংশে ভিন্ন উপাদান-কারণ-রূপে অবস্থিত থাকিল।

তত্ত্বগত- ভেদ বিষয়ে প্রমাণ—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্যো ভিচাকশীতি।।
(ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ব উপনিষদৎ)

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।।
(আথর্ব্বণোপনিষৎ)

জীবেশ্বরভিদা চৈব জড়েশ্বর ভিদা তথা।
জীবভেদো মিথশ্চৈব জড়জীব ভিদা তথা।।
মিথশ্চ জড়ভেদো য়ং প্রপঞ্চো ভেদপঞ্চকঃ।
সো য়ং সত্যো হ্যনাদিশ্চ আদিশ্চেন্নাশমাপ্নুয়াৎ।।
ন চ নাশং প্রযাত্যেষ ন চাসৌ ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
কল্পিতশ্চেন্নিবর্ত্তেত ন চাসৌ বিনিবর্ত্ততে।
দ্বৈতং ন বিদ্যত ইতি তস্মাদজ্ঞানিনাং মতম্।।
(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে পরমশ্রুতিঃ)

পরস্পর সহযোগ এবং মিত্রভাবাপন্ন পক্ষিদ্বয় (জীব ও ঈশ্বর) একই দেহ-বৃক্ষে উপবিষ্ট রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীবপক্ষী পিপ্পল (অর্থাৎ কর্ম্মফল) কে সুস্বাদু মনে করিয়া ভোজন করিতেছে। অপর (ঈশ্বর) তাহা ভক্ষণ না করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশমান (সাক্ষীস্বরূপ) রহিয়াছেন।

দেহ-বৃক্ষমধ্যে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া মুহ্যমান পুরুষ (জীব) অস্বাতন্ত্র্য বশতঃ শোকগ্রস্ত হইয়া থাকেন। পরন্তু যৎকালে নিজকর্ত্তৃক সেবিত ও নিজ হইতে ভিন্ন ঈশ্বর এবং তাঁহার মহিমা অবলোকন করেন, তৎকালে তাহার শোকের অবসান হইয়া থাকে।

এই প্রপঞ্চ মধ্যে জীব ঈশ্বরের ভেদ, জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, জীবগণমধ্যে পরস্পর ভেদ, জড় ও জীবের ভেদ এবং জড় বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদ—এই পঞ্চবিধ ভেদ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা সত্য ও অনাদি, যদি উহার আদি অর্থাৎ উৎপত্তি থাকিত তাহা হইলে বিনাশশীল হইত, পরন্তু কখনও ইহা বিনষ্ট হয় না। উক্ত ভেদ-ভ্রান্তি কল্পিতও নহে, তাহা হইলে উহার নিবৃত্তি দেখা যাইত, পরন্তু উহার নিবৃত্তি কখনও দৃষ্ট হয় না। অতএব দ্বৈত অর্থাৎ ভেদ বর্ত্তমান নাই ইহা অজ্ঞানগণেরই মত জানিবে।

জীব-বিষয়ে মধ্ব-সিদ্ধান্ত—

জীবসমূহ হরির নিত্য অনুচর। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীমন্মধ্বসিদ্ধান্তানুসারে তত্ত্ব দ্বিবিধ—(১) স্বতন্ত্রতত্ত্ব ও (২) 'পরতন্ত্রতত্ত্ব। স্বতন্ত্রতত্ত্ব—বিষ্ণু, পরতন্ত্রতত্ত্ব—দ্বিবিধ-—(ক) ভাব ও (খ) অভাব। ভাব দ্বিবিধ—(১) চেতন বা জীব, (২) অচেতন বা জড়। অভাব চতুর্ব্বিধ—(১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব ও (৪) অন্যো ন্যাভাব। অন্যো ন্যাভাব ভাবধর্ম্ম ও অভাবধর্ম্ম উভয়েই বর্ত্তমান, সুতরাং কেবলাভাব প্রকৃত পক্ষে ত্রিবিধ। যেমন, 'আগামী কল্য ঘট হইবে'—এইটী 'প্রাগভাবে'র দৃষ্টান্ত, আর ঘট বিনষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার অভাব, ইহাকে 'প্রধ্বংসাভাব' বলে এবং ত্রিকালে অভাব 'অত্যন্ত অভাব' বলিয়া খ্যাত, যেমন শশশৃঙ্গ, কূর্ম্মলোমাদির 'অত্যন্ত অভাব'। আর ঘটে পটত্বের অভাব ও পটে ঘটত্বের অভাব, ইহা 'অন্যো ন্যাভাব'। পূর্ব্বোক্ত চেতন বা জীব আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস; অচেতন বা জড় বহুবিধ। বিষ্ণুর উদরে অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত আছে, ঐ জীবরাশি উপরিউক্ত ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত।

দৃষ্ট্বা স চেতনগণান্ জঠরে শয়ানানানন্দমাত্র বপুষঃ সৃতি বিপ্রমুক্তান্। ধ্যানংগতান্ সৃতিগতাংশ্চ সুষুপ্তি সংস্থান ব্রহ্মাদিকান্ কলিপরান্ মনুজাং স্তথৈক্ষৎ।। (মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অ ১, শ্লোকঃ ৪)

ভগবান্ বিষ্ণুর উদর মধ্যে অনন্ত জীব অবস্থিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে বদ্ধজীব তিনভাগে বিভক্ত। যথা—(মহাভারত তাৎপর্য্যনির্ণয়ে অ ১, শ্লোক ৪)—তিনি (বিষ্ণু) নিজ জঠরমধ্যে সর্ব্বথা সংসারবিমুক্ত আনন্দময় বিগ্রহ চেতনগণকে দর্শন করিয়া অতঃপর (১) ধ্যানগত ব্রহ্মাদি দেবগণ, (২) সংসার-দশা প্রাপ্ত মনুষ্যগণ এবং (৩) সুষুপ্তিগত দৈত্যগণকে দর্শন করিলেন।

তাহারা সকলেই অনাদি অবিদ্যাও কাম্য কর্ম্ম-প্রবাহে বদ্ধ। সাত্ত্বিক জীবগণ মুক্তি-যোগ্য, রাজসগণ নিত্য সংসারী ও তামসগণ তমোযোগ্য। ব্রহ্মা-ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পিতৃগণ, চতুর্দ্দশ মনুগণ, অষ্টবসুগণ, নৃপগণ ও মনুষ্যোত্তমগণ—ইঁহারা সাত্ত্বিকজীব। রাজসিক জীবগণ মনুষ্যের মধ্যে অধম, তাহারা কাম্য কর্ম্মী। কলি, কালনেমী,

জরাসন্ধ, মধুকৈটভ; সম্বর, বৃত্র, ত্রিপুরগণ, কালকেয়, পৌলমা, রাক্ষস ও দানবগণ— ইহারা সকলেই তামস জীব। সাত্ত্বিক জীবগণের স্বরূপদেহ জ্ঞানানন্দাত্মক। রাজসগণের স্বরূপদেহ জ্ঞান ও অজ্ঞান-সুক-দুঃখ মিশ্রাত্মক। তামসগণের স্বরূপদেহ কেবল দুঃখ ও অজ্ঞানাত্মক। সাত্ত্বিকগণের সত্য, শৌচ, দয়া, শম, দম, বৈরাগ্য, ভক্তি প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম। রাজসগণের স্বরূপে সদ্ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়বিধ বর্ত্তমান। তামসগণের অসত্য, অশৌচ, ক্রূরতা, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়-চাপল্য, বিষয়-লাম্পট্য, গুরুদ্রোহ, বৈষ্ণবদ্রোহ, হরিদ্রোহ প্রভৃতি স্বরূপানুগত ধর্ম্ম।

ত্রিবিধা জীবসঙ্ঘাস্তু দেবমানুষদানবাঃ
তত্র দেবা মুক্তিযোগ্যা মানুষেষূত্তমাস্তথা।
মধ্যমা মানুষা যে তু সৃতিযোগ্যাঃ সদৈবহি।
অধমা নিরয়ায়ৈব দানবাস্তু তমোলয়াঃ।
মুক্তির্নিত্যাতমশ্বৈব নাবৃত্তিঃ পুনরেতয়োঃ।
দেবানাং নিরয়ো নাস্তি তমশ্চাপি কথঞ্চন।
নাসুরাণাং তথা মুক্তিঃ কদাচিৎ কেনচিৎ ক্বচিৎ।
মানুষাণাং মধ্যমানাং নৈবৈতদ্দ্বয়মাপ্যতে।
অসুরাণাং তমঃ প্রাপ্তিস্তদা নিয়মতো ভবেৎ।।

(মহাভারত তাঃ নিঃ অ ১-৮৭-৯২)

ত্রিবিধ বদ্ধজীব ত্রিবিধ গতি যোগ্য—

জীব-সমূহ দেব মনুষ্য ও দানব- ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে দেবগণ ও উত্তম মনুষ্যগণ মুক্তিযোগ্য, মধ্যম মনুষ্যগণ সর্ব্বদাই সংসারযোগ্য এবং অধম মনুষ্যগণ নরকযোগ্য হইয়া থাকে। দানবগণের অন্ধতমিস্র নামক নরকে লয় হইয়া থাকে। মুক্তি ও অন্ধতমিস্র উভয়ই নিত্য, ইহাদের পুনরায় আবৃত্তি হয় না। দেবগণের নরক বা তমঃ প্রাপ্তি কোন রূপেই ঘটে না। সেইরূপ কুত্রাপি কোন কালে কোন কারণে অসুরগণের মুক্তি লাভ হয় না। মধ্যম মনুষ্যগণের মুক্তি বা অন্ধতামিস্র গ্রস্ত হইতে হয় না। অতএব অন্ধতামিস্র প্রাপ্তি কেবলমাত্র নিয়মিত ভাবে অসুরগণের জন্যই হইয়া থাকে।।

অসুরাদেস্তথা দোষা নিত্যা স্বাভাবিকা অপি।
গুণদোষৌ মনুষ্যাণাং নিত্যৌ স্বাভাবিকৌ মতৌ।
গুণৈকমাত্ররূপাস্তু দেবা এব সদা মতাঃ। (গীতাভাষ্যং ৬ষ্ঠ অঃ ৯ম শ্লোকঃ)

তাহাদের স্বাভাবিক গুণ দোষ—

অসুরগণের মধ্যে নিত্য ও স্বভাব সিদ্ধরূপে কেবলমাত্র দোষেরই অবস্থান রহিয়াছে। (কাম্যকর্ম্ম পর রাজস) মনুষ্যগণের মধ্যে গুণ ও দোষ এই দুইটিই নিত্য ও স্বাভাবিকরূপে

বর্ত্তমান। দেবগণ অর্থাৎ ভগবদ্-ভজনপর সূরিগণ নিত্যকালই স্বভাবসিদ্ধ গুণমাত্র যুক্ত হইয়া থাকেন।।

নিত্যানন্দ জ্ঞানবলাদেবা নৈবং তু দানবাঃ
দুঃখোপলব্ধিমাত্রাস্তেমানুষাস্তু ভয়াত্মকাঃ
তেষাং যদন্যথা দৃশং তদুপাধিকৃতং মতম্।
বিজ্ঞানেনাত্মযোগ্যেন নিজরূপে ব্যবস্থিতিঃ
সম্যগ্ জ্ঞানন্তু দেবানাং মনুষ্যাণাং বিমিশ্রিতম্।
বিপরীতন্তু দৈত্যানাং জ্ঞানস্যৈবং ব্যবস্থিতিঃ।
{ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং অ ২-৩ সূ (৩২)}

জীবের স্বরূপ বিষয়ে—

দেবগণ নিত্য আনন্দ, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য বলসম্পন্ন, দানবগণ তাদৃশ নহে, তাহারা একমাত্র দুঃখই উপভোগ করিয়া থাকে। মানুষগণ ভীতিগ্রস্ত। পরন্তু তাহাদের মধ্যে যে নিজ নিজ জাতিগত নিয়মের কখনও কখনও বিপর্য্যয় দেখা যায় উহা বর বা অভিশাপাদিরূপ উপাধিজন্য মাত্র। আত্মযোগ্য বিজ্ঞান-বলে সকলেই স্বরূপলাভে সমর্থ। দেবগণের জ্ঞান যথার্থ, মনুষ্যগণের জ্ঞান মিশ্র এবং দৈত্যগণের জ্ঞান বিপরীত হইয়া থাকে। জ্ঞানের এইরূপ বিভাগ ব্যবস্থা রহিয়াছে। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য—অ ২-৩ সূত্র ৩২)

সকলের স্বরূপ-দেহই লিঙ্গদেহাখ্য আচরণে বদ্ধ। সেই লিঙ্গ দেহ অনাদি। সেই লিঙ্গ দেহের বহির্দ্দেশে অর্থাৎ আবরণ-স্বরূপে অনিরুদ্ধাখ্য ভগবানের দ্বারা প্রতিকল্পে সৃজ্যমান 'কর্ম্ম-দেহ' নামে একটী ভৌতিক দেহ আছে। পূর্ব্ব কল্পের জীবের অন্তিম কর্ম্মানুসরণ করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি প্রবিষ্ট জীবগণের ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে জীব-সমূহের যে-সকলবিভিন্ন দেহ প্রাপ্তি ঘটে, তাহা ভগবানের উদরে অবস্থিত হইয়া জীবসকল সর্ব্ব অবসানে যে কর্ম্ম করে, তদনুসারেই ঘটিয়া থাকে। জীব জগতে সৃষ্ট হইবার পরবর্ত্তিকালে তাহার কর্ম্মানুসারে বিভিন্ন দেহ লাভ করিয়া থাকে। উদরস্থিত জীবের প্রতিকল্পে একবার মাত্র দেহপাত হয়। সৃষ্টিকালে জীবের সেই দেহ থাকে না; কর্ম্মই অবশিষ্ট থাকে। সেই কর্ম্মানুসারেই এতৎসৃষ্ট দেহ লাভ হয়। (১৫)

(১৫) নির্দেহকান্ স ভগবাননিরুদ্ধনামা জীবান্ স্বকর্ম্ম সহিতানুদরে নিবেশ্য। চক্রে থ দেহ-সহিতান্ ক্রমশঃ স্বয়ম্ভু প্রাণাত্মশেষ গরুড়েশ মুখান্ সমগ্রান্।। (মহাভাঃ তাঃ নিঃ অ ৯ শ্লোক)

অনিরুদ্ধকর্ত্তৃক প্রতিকল্পে তাহাদের কর্ম্মদেহের সৃষ্টি—অনিরুদ্ধসংজ্ঞক ভগবান্ নিজ নিজ কর্ম্ম সংস্কার-যুক্ত, দেহশূন্য জীবগণকে স্বীয় উদরে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্মা, প্রাণাত্ম বায়ু, শেষ, গরুড়-প্রমুখ সেই জীবগণকে ক্রমশঃ দেহযুক্ত করিয়া থাকেন।

অনাগতা অতীতাশ্চ যাবন্তঃ সহিতাঃ ক্ষণা
অতীতানাগতাশ্চৈব যাবন্তঃ পরমাণবঃ
ততো প্যনন্তগুণিতা জীবানাং রাশয়ঃ পৃথক্।
পরমাণু প্রদেশে পি হ্যনন্তাঃ প্রাণিরাশয়ঃ।
সুক্ষ্মত্বাদীশ শক্ত্যৈব স্থূলা অপি হি সংস্থিতাঃ।।
(বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে ১ পঃ)

সেই জীবগণের অনন্তত্ব বিষয়ে—

অনাগত, অতীত ও বর্ত্তমান যাবৎসংখ্যক ক্ষণ রহিয়াছে এবং অতীত, অনাগতও বর্ত্তমান যাবতীয় পরমাণু বর্ত্তমান আছে, জীবরাশি তাহাদের অপেক্ষাও অনন্তগুণে অধিক সংখ্যক। পরমাণ প্রদেশে পর্য্যন্ত অনন্ত প্রাণিরাশি বিদ্যমান আছে, যদিও তাহারা দেহ রূপ উপাধিযোগে স্থূল তথাপি স্বরূপতঃ সূক্ষ্মত্ব বশতঃ ঈশ্বরের শক্তিবলেই তাদৃশরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ।। (বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়ে ১ পঃ)

ব্রহ্মাপরোক্ষে পি বিকর্ম্ম সূচকং প্রারব্ধ পাপস্য বিবাশনং
(ভারত তাঃ নিঃ অ-৩২ শ্লোকঃ ১১০)

যথা—প্রারব্ধ কর্ম্মনাশে হি পতেদ্দেহোপ্যপাপিনঃ। (ঐ অঃ ৩২ শ্লোক ৭৮)
নহি পাপফলং মুক্তৌ দেহপাতঃ কথঞ্চন।
কিন্তু কর্ম্মক্ষয়াদেব তথা সর্ব্বত্র নিশ্চিতঃ।। (ঐ অঃ ৩২, শ্লোক ৮৫)

সেই জীবগণের কর্ম্মবন্ধন বিষয়ে—

বিষভক্ষণ যেরূপ জীবের প্রারব্ধ পাপের সূচক সেইরূপ ব্রহ্মবিষয়ক সাক্ষাদ্ জ্ঞানসত্ত্বেও দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান জীবের প্রারব্ধ পারেই সূচক। (ভারত তাঃ নিঃ অ-৩২ শ্লোক ১১০)

প্রারব্ধ কর্ম্মনাশে নিষ্পাপ ব্যক্তিরও দেহপাত হইয়া থাকে।। (ঐ অঃ ৩২ শ্লোক ৭৮)

মুক্তিকালে দেহপাত পাপফল জন্য নহে, কর্ম্মক্ষয় বশতঃই হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র নিশ্চিত। (ঐ অ ৩২ শ্লোক ৮৫)

বিদ্যন্তে হি তদা জীবাঃ কালকর্ম্মাদিকং তথা।
ক্বান্যথা হি পুনঃ সৃষ্টিঃ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারিণী। (ভাগবত তাঃ নিঃ ২।৯।৩৩)

তাহাদের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই সৃষ্টি—

সৃষ্টির পূর্ব্বেও জীব এবং কাল-কর্ম্ম প্রভৃতি নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে, অন্যথা কিরূপে পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে।

অতএব সৃষ্টি পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই হইয়া থাকে।। (ভাগবত—তাঃ নিঃ ২।৯।৩৩)

(৯) জীবানাংস্বভাবযোগ্যতাদিকম্—

স্বভাবাখ্যা যোগতায়া হঠাখ্যা যানাদি সিদ্ধা সর্ব্বজীবেষু নিত্যা। সাকারণং প্রথমন্ত

দ্বিতীয়মণাদি কর্ম্মৈব তথা তৃতীয়ঃ। জীবপ্রযত্নঃ পৌরুষাখ্যস্তদেতৎত্রয়ং বিষ্ণোর্বশগং সর্ব্বদৈব। হঠশ্চাসৌ তারতম্যাস্থিতো হি ব্রাহ্মণমারভ্য কলিশ্চ যাবৎ। (মহাভা তাঃ নিঃ অ ২২, শ্লোক ৮৪--৮৬)

স্বভাব বা স্বরূপ যোগ্যতা বা শব্দান্তরে হঠ অনাদিসিদ্ধ ও সর্ব্বজীবে নিত্য। তাহাই জীবের সর্ব্বপ্রযত্নের প্রথম কারণ। কর্ম্ম ধ্বংসশীল হইলেও প্রবাহতঃ অনাদি। এই অনাদি পূর্ব্বকর্ম্মই দ্বিতীয় কারণ। তদনন্তর তাৎকালিক প্রযত্ন বা পৌরুষ তৃতীয় কারণ। ইঁহারা সকলেই মায়াধীশ স্বতন্ত্র বিষ্ণুর অধীন। অর্থাৎ এই কারণ-ত্রয়ের দ্বারা ভগবান্ জীবগতি প্রদান করিয়া থাকেন; কিন্তু মায়াধীশ ভগবানের প্রতি ইঁহাদের কোন আধিপত্য নাই। সর্ব্বোত্তম অধিকারী ব্রহ্মা হইতে সর্ব্বাধম অধিকারী কলি পর্য্যন্ত তারতম্য ক্রমে এই যোগ্যতা বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, ভগবানের উদরে যখন অনন্ত জীবরাশি বিরাজিত, তন্মধ্যে মুষ্টিমেয় আমাদের কেন বা সৃষ্টি হইল, অপর জীবগণ কেনই বা সৃষ্টি হইল না, তাহার কারণ কি? তদুত্তর এই যে, যে-সকল জীব আগামী সৃষ্টিতে প্রবেশের উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়া থাকে তাহারাই সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়। ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের যে কর্ম্মদেহের কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্বরূপ- দেহের দ্বিতীয় আবরণ অর্থাৎ প্রথমে স্বরূপ দেহ, তাহার আবরণরূপে লিঙ্গদেহ, লিঙ্গ- দেহের আবরণরূপে 'কর্ম্মদেহ'। জীবসমূহের স্বরূপ- দেহ, লিঙ্গ- দেহ ও ভৌতিক- দেহ—এই দেহত্রয় বিরাজিত। এই স্বরূপদেহই শরীরী বা জীবাত্মা, তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার-বিশিষ্ট। বর্ত্তমানে সৃষ্ট স্থূলদেহ বা কর্ম্মসাধনীভূত দেহ ও ভগবদুদরে অবস্থিত জীবের কর্ম্মদেহের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ভগবদুরস্থিত কর্ম্মদেহটী অত্যন্ত সূক্ষ্ম, পরন্তু এখানকার ভৌতিক দেহ স্থূল। জীবের ভৌতিক-স্থূল- দেহ-ভঙ্গে জীব বাসনাময়- কোষ লিঙ্গ দেহের সহিত কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরকে গমন-কালে সুখ দুঃখ- ভোগের জন্য 'যাতনা- দেহ' নামে একটী দেহ লাভ করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বরূপ দেহ, তদাবরণীভূত লিঙ্গদেহ এবং লিঙ্গদেহের আবরণীভূত যাতনা- দেহ তৃতীয়। লিঙ্গদেহ ভঙ্গ না হওয়া পর্য্যন্ত কাহারও স্বরূপের অভিব্যক্তি নাই। লিঙ্গ দেহের আবরণ নিবৃত্ত্যর্থই ভগবান্ জীবগণকে সৃষ্টিতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক জীবগণ গুরূপাসনা, শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তি দ্বারা কল্পান্তে ব্রহ্মার সহিত লিঙ্গ ভঙ্গ প্রাপ্ত হন। রাজসগণ নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ উভয়-বিধ কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সাধনসমূহ বিধান করিয়া কল্পান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের সুখ-দুঃখ-মিশ্রাত্মক স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। তামসগণ কাম্য, অকাম্য, নিষিদ্ধ, ঘোর কর্ম্ম, হরি-গুরু বৈষ্ণব- দ্রোহাদি সাধন করিয়া হরি-গুরু- বৈষ্ণব- দ্রোহ পরিপাকে কল্পান্তে লিঙ্গভঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তখন তাহাদের দুঃখাজ্ঞানাত্মক স্বরূপ- দেহের অভিব্যক্তি ঘটে।

আজ্ঞয়ৈব হরেঃ কেচিদপূর্ত্তেঃ কেচিদঞ্জসা।
বিহৃত্যৈবান্যলোকেষু মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ।। (ভাগবত-তাৎপর্য্য ২।২।৩০)

কেহ কেহ সাধনের পূর্ণদশায় ও শ্রীহরির আদেশ-ক্রমে এবং কেহ বা সাধনের অপূর্ণতা বশতঃ অন্যলোকে অবস্থান করেন। পরন্তু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার সহিত পশ্চাৎ মুক্ত হইয়া থাকেন।

তেহ ব্রহ্মাণমভিসংপদ্য যদৈতদ্বিলীয়তে থ সহ ব্রহ্মণা পরমভিগচ্ছন্তি ইতি সোপর্ণশ্রুতেমহাপ্রলয়ে তদধ্যক্ষেণ ব্রহ্মণা সহ গচ্ছন্তি।

ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।।
(ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যং অ ৪, পা ৩, সূ ১০—১১)

যৎকালে মহাপ্রলয় উপস্থিত হয় তখন নিখিলজীব ব্রহ্মার সহিত মিলিত হয়, পশ্চাৎ ব্রহ্মার সহিত তাহারা বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে—এই সৌপর্ণ শ্রুতি অনুসারে মহাপ্রলয়ে জীবসকল অধ্যক্ষ ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুকে লাভ করিয়া থাকে।

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার পরার্দ্ধাবসানে মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মার সহিত সেই জীবসকল পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

আত্মেত্যেবপরং দেবমুপাস্য হরিমব্যয়ম্
কেচিদত্রৈব মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন।।
কেচিৎ স্বর্গে মহর্লোকে জনে তপসি চাপরে।
কেচিৎ সত্যে মহাজ্ঞানা গচ্ছন্তি ক্ষীরসাগরম্।
তত্রাপি ক্রমযোগেন জ্ঞানাধিক্যাৎ সমীপগাঃ।
সালোক্যং চ সরূপত্বং সামীপ্যং যোগ এব চ।
ইমামারভ্য সর্ব্বত্র যাবৎ সু ক্ষীরসাগরে।
(ব্রহ্মসূত্রভাষ্যং অ ৪, পা ৪, সূ ১৯)

মুক্তজীবগণের নানাস্থানে বিহার—

কেহ কেহ ইহলোকেই পরমদেব অব্যয়স্বরূপ শ্রীহরিকে প্রভুরূপে উপাসনা করিয়া মুক্তি লাভ করেন, তাহাদের কখনও উৎক্রমণ ঘটে না। কেহ স্বর্গলোকে, কেহ মহর্লোকে, কেহ জনলোকে, কেহ তপোলোকে, কেহ বা সত্যলোকে মুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মহাজ্ঞানী তাঁহারা ক্ষীরসাগরে গমন করিয়া থাকেন, তথায়ও জ্ঞানের আধিক্যবশতঃ ক্রমানুসারেই ভগবানের সামীপ্য লাভ করিতে পারেন। পৃথিবী হইতে ক্ষীরসাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সালোক্য, সারূপ্য সামীপ্য এবং সাযুজ্য সমভাবে বর্ত্তমান।

অসুরাঃ কলিপর্য্যন্তা এবং দুঃখোত্তরোত্তরাঃ

কলির্দুখাধিকস্তেষু তেপ্যেবং ব্রহ্মাবদগণাঃ
তথান্যেপ্যসুরাঃ সর্ব্বেগণা যোগ্যতয়া সদা।
ব্রহ্মৈব সর্ব্বজীবেভ্যঃ সদা সর্ব্বগুণাধিকঃ (ভারত তাঃ নিঃ অ ১ শ্লোক ১৩৬-১৩৭)
দুঃখেপি তেষামিহ তারতম্যং কলেঃ পরং দুঃখমিহাখিলাচ্চ।
যথা বিরিঞ্চস্য বরং সুখং স্যাৎ মুক্তৌ হরিদ্বেষ কৃতো বিশেষঃ।। (ঐ ৩২ অঃ ১২৯ শ্লোঃ)

এইরূপ দেবতাগণের আনন্দতারতম্যক্রমে কলিপর্য্যন্ত অসুরগণেরও দুঃখ-তারতম্য রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলির সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের আধিক্য। যেমন ব্রহ্মাদি দেবতাগণের ভিন্ন ভিন্ন গণ আছে, তদ্রূপ কলি প্রভৃতি অসুরগণেরও ভিন্ন ভিন্ন গণ রহিয়াছে। যেমন, গত কলির গণ, ভাবি কলির গণ ও বর্ত্তমান কলির গণ। কলির ন্যায় অন্যান্য অসুরগণেরও যথা—কালনেমি, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতিরও যোগ্যতা-তারতম্যে সর্ব্বদা বিভিন্ন গণ আছে। সর্ব্বজীবের মধ্যে সর্ব্বকাল ব্রহ্মাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

অন্ধতমে প্রবিষ্ট দৈত্যগণের দুঃখেরও তারতম্য আছে। যেমন, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনসম্পন্ন ব্রহ্মার মুক্তিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখাধিক্য, তদ্রূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধম সাধনসম্পন্ন কলিরও অন্যান্য দৈত্যগণ অপেক্ষা অন্ধতমে অধিক দুঃখভোগ ঘটিয়া থাকে। হরির প্রতি দ্বেষই এবং হরির প্রতি উন্মুখতাই এইরূপ বৈষম্যের কারণ।

সাত্ত্বিক জীব-সমূহের ক্রম, যথা—সাত্ত্বিক জীবের মধ্যে সর্ব্বোত্তম চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তদনন্তর সরস্বতী, শেষ, গরুড়াদি দেবতাগণ, তদনন্তর ঋষিগণ, পিতৃগণ, চক্রবর্ত্তিগণ, মনুষ্যোত্তমগণ—এইরূপে সাত্ত্বিকগণের মধ্যে তারতম্য। রাজসগণের তারতম্যের কথা বিশেষ উল্লেখ নাই। তামসগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কলি। সাত্ত্বিকগণের মধ্যে চতুর্ম্মুখ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তম সাধনসম্পন্ন, তামসগণের মধ্যে কলিও তেমনই অবর সাধনসম্পন্ন। কলির পরে কালনেমী, জরাসন্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর-ক্রমে বিরাজিত। সাত্ত্বিক জীব হইতে রাজস জীবের সংখ্যা অধিক। রাজস হইতে তামস জীবের সংখ্যা আরও অধিক। মুক্ত মনুষোত্তম হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত ক্রমে মুক্তি দশায় শত গুণিত আনন্দের তারতম্য। যেমন মনুষ্যোত্তমগণ হইতে চক্রবর্ত্তিগণের আনন্দের তারতম্য শতগুণ অধিক, চক্রবর্ত্তী হইতে পিতৃগণের, পিতৃগণ হইতে ঋষিগণের, ঋষিগণ হইতে দেবতাগণের ক্রমানুসারে তারতম্য উত্তরোত্তর শতগুণ অধিক। ইহাদের সাধনও তদনুরূপ শতগুণ অধিক।

সাত্ত্বিক জীবসমূহের ক্রম ও গুণ-তারতম্য বিস্তৃত ভাবে বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ৩য় অঃ ৫ ব্রাঃ মধ্বভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

একমাত্র চতুর্ম্মুখেরই সাযুজ্য মোক্ষ। সাযুজ্য মোক্ষ সম্বন্ধে অন্যান্য সম্প্রদায়ের যেরূপ

ধারণা, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কথিত সাযুজ্য সেরূপ নহে। সাযুজ্য বলিতে মধ্বাচার্য্য বলেন যে, উহা পুরুষ- দেহে পিশাচাদির প্রবেশের ন্যায় অথবা লৌহপিণ্ডে অগ্নি-প্রবেশের ন্যায় স্ববিম্বরূপ বিষ্ণুতে আবেশ। পুরুষ-দেহে পিশাচাদি প্রবিষ্ট হইয়া যেরূপ পুরুষকৃত যাবতীয় ভোগ অনুভব করিয়া থাকে, অথচ পিশাচ কিছু স্বয়ং পুরুষ নহে, সময়ান্তরে তাহা হইতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে, লৌহপিণ্ডে অগ্নি প্রবিষ্ট হইলেও যেরূপ অগ্নি ও লৌহপিণ্ড দুইটীই পৃথগ্‌বস্তু, সময়ান্তরে লৌহপিণ্ড হইতে অগ্নি বিগত হইতে পারে, তদ্রূপ বিষ্ণুতে ব্রহ্মার যে নিরুপাধিক বিম্ব আছে, নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব স্বরূপ ব্রহ্মা সেই স্বকীয় বিম্বরূপে ইচ্ছানুসারে প্রবেশ করেন, ইহাতে ব্রহ্মার আত্মবিম্বে প্রবেশ মাত্র হইয়া থাকে, অন্যরূপে প্রবেশ হয় না। আবার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা সেই বিম্বরূপ হইতে পৃথগ্‌ভাবেও অবস্থান করিতে পারেন। কাজে কাজেই ব্রহ্ম-সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যে যে একান্ত অভেদ স্বীকৃত হয়, তাহা হইতে ব্রহ্মার সাযুজ্য বা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তানুযায়ী সাযুজ্য-মুক্তির ধারণা পৃথক্। অন্য মুক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ সামীপ্য-মোক্ষ, কেহ বা সালোক্য- মোক্ষ লাভ করেন। কিন্তু সকলেরই সারূপ্য-মোক্ষ লাভ হয়। সারূপ্য বলিতে স্ববিম্বরূপ সমানাকারের অভিব্যক্তি। এই স্থানে রামানুজীয়গণের সহিত মাধ্বগণের মতভেদ দৃষ্ট হয়। রামানুজীয়গণ বলেন, মুক্তিতে সকলেই সারূপ্য লাভ করিয়া নিত্য চতুর্ভুজাকার প্রাপ্ত হন, কিন্তু মাধ্বগণ বলেন, যাহার যেটি নিত্য স্বরূপদেহ, সেই সকল স্বরূপদেহের বিভিন্ন বিম্বরূপ ভগবানেও আছে। জীবের মুক্তিতে সেই সকল বিম্বরূপের সমানাকারের অভিব্যক্তি হয়। অতএব মুক্তগণের মধ্যে কেহ সচ্চিদানন্দাকার চতুর্ভুজ, কেহ দ্বিভুজ মনুষ্য, কেহ পশু, পক্ষী, তৃণ প্রভৃতি স্বরূপ দেহে অভিব্যক্ত হন। এইরূপ মুক্তিপ্রাপ্ত জীব-সমূহ স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টিকালে কেহ বৈকুণ্ঠে, কেহ অনন্তাসনে, কেহ স্বর্গলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুখ-জ্ঞানাদিপূর্ণ ও নানাবিধ অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানানন্দ অনুভব ও ভগবৎ কীর্ত্তন-ধ্যান-সেবাপর হইয়া বিচরণ করেন। কল্পরাত্রিকালে বা সৃষ্টিবিরতি সময়ে তাঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করেন। যাঁহাদের সাধনপূর্ত্তি হইয়াছে সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষগণও ভগবানের আজ্ঞায় ব্রহ্মকল্পান্তকাল পর্য্যন্ত সান্তানিকাদিলোকে (জনলোকের একদেশে সান্তানিক লোক অবস্থিত) অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকেন।)

সকলেরই চতুর্ম্মুখ-কল্পাবসানে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সহিত বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ হয়। বৈকুণ্ঠ প্রবিষ্ট জীব-সমূহ সকলেই জ্ঞানানন্দাত্মক দেহে তথায় নিত্যকাল অবস্থান করিয়া ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন এবং নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ ভগবৎসেবকগণের প্রতি বিনয়-দৈন্য-নমস্কার- সেবাদি প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি নাই। যাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপেই রাজস বা নিত্য কাম্যকর্ম্মী, তাঁহারা স্বর্গে, পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে সঞ্চরণ করেন, তাঁহাদের

ঐরূপ স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তিলাভে গর্ভবাসাদি জন্ম বা মরণ নাই। তামসগণ হরি গুরু বৈষ্ণব দ্রোহাদি সাধনের পরিপাকে তাহাদের নিত্য তামস স্বরূপের অভিব্যক্তিরূপ মুক্তি প্রাপ্তিতে অন্ধতমে প্রবিষ্ট হয়। তাহাদেরও অন্ধতমঃ হইতে পুনরাবৃত্তি নাই, ইহাই তাহাদের পক্ষে মুক্তি। এক কল্পে সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট জীবের ভাবীকল্পে সৃষ্টিতে প্রবেশ নাই।

ভুঞ্জতে পুরুষং প্রাপ্য যথাদেব গ্রহাদয়ঃ।

তথা মুক্তাবুত্তমায়াং বিষ্ণুমাবিশ্য ভুঞ্জতে। (ঐতরেয় ভাষ্যং অ ২, মন্ত্র ৩)

যেরূপ দেব, গ্রহাদি মনুষ্যের শরীরে প্রবেশ করিয়া পুরুষশরীরকৃত সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ উত্তমা মুক্তিতে (সাযুজ্য-মুক্তিতে) জীব আত্মবিশ্বরূপ বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত আনন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

বিষ্ণোর্বশাশ্চ তে সর্ব্বে সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিতাঃ।
ন তু বিষ্ণুগুণান্ সর্ব্বান ভুঞ্জতে তে কদাচন।
বাহ্যভোগান্ ভুঞ্জতে চ তারতম্যেন কাংশ্চন।
বিষ্ণোর্দ্দেহাদ্বহিশ্চাপি নির্গচ্ছন্তি যথেষ্টতঃ।।

বিমুক্তিকালে প্রবিশন্ত্যভীক্ষ্ণং ভোগাংশ্চ তদ্দেহগতাঃ প্রভুঞ্জতে। আনন্দসুব্যক্তিরমুত্র তেষাং ভবত্যতশ্চেষ্টত এব নির্গতাঃ। ক্রীড়ন্তি ভূয়শ্চসমাবিশন্তি তানেব সাযুজ্যমিদং বদন্তি। সাযুজ্য হীনাস্তু লয়ে তু সর্ব্বে প্রোক্তেন মার্গেণ বিশন্তিসৃষ্টৌ। বহিশ্চ নির্যান্তি ততোন্যদাপি সাযুজ্যভাজাং ভবতি প্রবেশঃ। (অনুব্যাখ্যান অতপা ৪)

দেব, গ্রহাদি যেরূপ বলপূর্ব্বক মনুষ্যাদির শরীরে প্রবেশ করিতে পারে, মুক্ত জীবের ভগবৎশরীরে প্রবেশ তদ্রূপ নহে। সাযুজ্য মুক্তিযোগ্য জীবসমূহ বিষ্ণুর অধীন। তাঁহারা বিষ্ণুর ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণু-শরীরে প্রবেশ করেন এবং তাঁহারা সকলেই সর্ব্বদা দুঃখবর্জ্জিত হইয়া তথায় নিত্যানন্দ ভোগ করেন। তাঁহারা অনন্ত গুণপূর্ণ বিষ্ণুর গুণসমূহ কখনও সাকল্যে ভোগ করিতে পরেন না। বিষ্ণুশরীরাগত কোন কোন ব্যাহ্যভোগ যোগ্যতানুসারে ভোগ করেন। যেমন বিষ্ণু রথারূঢ় বা গজারূঢ় হইলে তাঁহারাও বিষ্ণুর শরীরে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই সকল সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। আবার ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর দেহ হইতে বাহিরেও নির্গত হইয়া থাকেন। সাযুজ্য মুক্তিকালে ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণুদেহগত ভোগসমূহ প্রকৃষ্টরূপে ভোগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণুদেহে তাঁহাদের স্বরূপানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। তাঁহারা ইচ্ছানুসারে বিষ্ণুদেহ হইতে নির্গত হইয়া ক্রীড়া করেন, পুনরায় বিষ্ণুর দেহে প্রবিষ্ট হন। এইরূপ ভগবৎশরীরে প্রবেশ ও তৎসহ আনন্দাদি ভোগকেই পণ্ডিতগণ 'সাজুয্য মুক্তি' বলিয়া থাকেন। সাযুজ্য মুক্তিবিহীন অন্য মুক্তগণ প্রলয়কালে সকলেই অর্চ্চিরাদি মার্গে মোক্ষধামে প্রবেশ করেন ও সৃষ্টিকালে স্বেচ্ছানুসারে বহির্দ্দেশে নির্গমন করিয়া থাকেন। সাযুজ্যভাক্ পুরুষগণ সৃষ্টিকালে ও

লয়কালে সকল সময়েই বিষ্ণুরীরে প্রবিষ্ট হন।

'মুক্তি' সম্বন্ধে মধ্ব-সিদ্ধান্ত—

জীব-স্বরূপ বিচারকালে 'মুক্তি'-সম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অনেকটা আলোচিত হইয়াছে। ভগবান্ জীবের স্বরূপের যোগ্যতানুসারে জীবের দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্ম-সমূহ করাইয়া থাকেন। আবার, যোগ্যতা ও পূর্ব্বকর্ম্মে—এই উভয়ানুসারে আধুনিক প্রযত্নসমূহ করান এবং জীবের যোগ্যতা, পূর্ব্ব কর্ম্ম-পরম্পরা ও আধুনিক প্রযত্ন—এই কার্য্যত্রয়ানুসারে ফল প্রদান করেন। গুরূপসত্তি, শাস্ত্র-শ্রবণ-মনন-কীর্ত্তনাদি-রূপা ভক্তি তৃতীয় সাধন অর্থাৎ তাৎকালিক প্রযত্নের অন্তর্ভুক্ত। এতৎসাধনত্রয় অনুসরণ করিয়াই ভগবান্ জীবের স্বরূপের অভিব্যক্তি করাইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক পুরুষগণের ভক্তি সাধনদ্বারা নিজদেহের বিনাশে যে নিত্য-স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়, তাহাই 'মুক্তি'; সুতরাং এই মুক্তি কোন আগন্তুক ধর্ম্ম নহে। ইহা জীবের স্ব-স্বরূপের অবস্থান মাত্র। জীবের স্বরূপাবরণ দ্বিবিধ—(১) জীবাবরণ ও (২) পরাবরণ। জীবাবরণ জীবাশ্রিতা অবিদ্যা; ভস্মরাশিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া অগ্নি যেরূপ গূঢ়রূপে অবস্থান করে, তদ্রূপ অবিদ্যা বা জীবাবরণ দ্বারা জীবস্বরূপ গূঢ়রূপে অর্থাৎ সুপ্তভাবে অবস্থিত থাকে। পরাবরণ পরাশ্রিতা অর্থাৎ ঈশ্বরের মায়াশক্তি, তাহা জীব হৃদয়-কমলবর্ত্তি পরমপুরুষের দর্শন-বিরোধিনীযবনিকারূপা। ভগাবন্ প্রসন্ন হইলে তিনি জীবাবরণ অবিদ্যা সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং পরাবরণ মায়াকে অপসারিত করিয়া থাকেন। তখন জীব স্বহৃদয়বাসী পরম পুরুষকে দর্শন করিতে পান। যখন জীব ভগবানকে দর্শন করেন, তখন হইতে আর জীবের কর্ম্মলেপ থাকে না। জীব যখন স্বকীয় চিন্ময় নেত্রে একবারও বিষ্ণুরূপ দর্শন করেন, তখন হইতে তিনি তাঁহার সর্ব্বাশ্চর্য্যতম আরাধ্য প্রভু শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ও চিন্তা করিতে করিতে সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গভাবে অবধূতের ন্যায় বিচরণ করেন। অভ্যাস বশতঃ ভিক্ষাটন-প্রবৃত্তি তাঁহাতে দৃষ্ট হইলেও তিনি ভগবৎসেবাব্যগ্র ও তদনুসন্ধান-সুখৈকতৃপ্তই থাকেন। তিনি ভগবদ্দর্শনানন্দে মগ্ন থাকিয়া কখনও হাস্য করেন, কখনও রোদন করেন, কখনও উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করেন, কখনও জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করেন। অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার পর পুরুষ যে সকল সৎকর্ম্ম করেন বা প্রমাদবশতঃ কদাচিৎ অসৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই সকল সৎকর্ম্মের ফল তাহার বন্ধুগণ আর অসৎকর্ম্মের ফল তদ্বিরোধিগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অপরোক্ষ জ্ঞানের পরও চতুর্ম্মুখের ভগবদিচ্ছায় সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে প্রবৃত্তি। অপরোক্ষজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষগণ ভগবদিচ্ছায় জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিয়া থাকেন; যেমন শুক-নারদাদির জগতে হরিকথা-প্রচার। মুক্তাবস্থায়ও সকলেরই স্বরূপগত তারতম্য রহিয়াছে। স্বরূপের তারতম্য থাকায় স্বরূপগত জ্ঞান ও আনন্দোপলব্ধির তারতম্য বিদ্যমান।

অমলা ভক্তিই মোক্ষ সাধন—ভক্তি ত্রিবিধা—(১) সাধারণী ভক্তি, (২) পরমা ভক্তি

এবং (৩) স্বরূপভক্তি। সদ্‌গুরু-সমীপে শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই সাধারণী ভক্তি। যাহারা সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া শ্রৌতপন্থায় তত্ত্বজ্ঞান লাভের অভাবে ধন, পুত্র, পশু, গৃহ, বিত্তাদির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া থাকে, তাহা 'সাধারণী ভক্তি' পদবাচ্যও নহে, তাহা অধমাধমা। উহা কখনই জ্ঞান বা মোক্ষসাধনী হইতে পারে না। (২) অপরোক্ষ জ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই 'পরমা-ভক্তি', উহা কর্ম্মাদি অভিলাষবর্জ্জিতা বলিয়া 'অমলা ভক্তি' নামে পরিচিতা। এই 'পরমা ভক্তি' দ্বারাই ভগবানের 'পরমপ্রসাদ' লাভ হয়। ইহা মোক্ষসাধনীভূতা বলিয়া সাধনভক্তির অন্তর্গত। ভগবৎপরম-প্রসাদ লাভ হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষের পর জীবস্বরূপে যে নিত্য বর্ত্তমান ভক্তি, তাহাই স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি। জীব-সম্বন্ধি সাধনে ভক্তিই সর্ব্বপ্রধান, তাহাই ভগবৎ-প্রসাদ-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। বেদের সর্ব্বত্র যে মোক্ষ-সাধনীভূত জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অপরোক্ষ-জ্ঞানেরই নির্দ্দেশক। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞান—যাহা অন্ধতমঃ, তাহা অসুরাদির প্রাপ্য। সাত্ত্বিক-পুরুষগণেরই ভক্তিবৃত্তি উদিত হয়। শিশুপাল, দন্তবক্র, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি অসুরগণের ভগবদ্দর্শন ও মাহাত্ম্য-জ্ঞানাদি সংঘটিত হইলেও তাহাদিগের ভগবানে ভক্তির উদয় না হইয়া তদ্দ্বারা বিরোধই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্যানুসারে গো-দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা পুণ্য লাভ হয়, কিন্তু ব্যাঘ্রের যেমন গোস্পর্শন ও দর্শনাদিতে পুণ্য লাভ না হইয়া হিংসাই অভিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, অসুরাদির ভগবদ্দর্শনাদিও তদ্রূপ। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ ভক্তির এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়সর্ব্বতো ধিকঃ।
স্নেহো ভক্তিরিতি প্রোক্তস্তয়া মুক্তির্ন চান্যথা।।"

(ভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ে ১।৮৬ সংখ্যা-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য)

—ভগবানের মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্বাত্ম-আত্মীয় যাবতীয় বস্তু হইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সুদৃঢ়, নিরুপাধিক স্নেহই 'ভক্তি' বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়; অন্য উপায়ে সম্ভব নহে।

শ্রীল জয়তীর্থপাদ ভক্তির সংজ্ঞায় লিখিয়াছন,—

অনন্তানবদ্যকল্যাণগুণপূর্ণত্বজ্ঞানপূর্ব্বকঃ স্বাত্মাত্মীয় বস্তুভ্যো তিশয়িত বিলক্ষণঃ অন্তরায়সহস্রেণাপ্যপ্রতিবদ্ধো নিরুপাধিকনিরন্তরপ্রেম-প্রবাহঃ"।

—ন্যায়সুধা ১ম অঃ ১ম পাদঃ ১ম অধিকরণ।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ সাধনক্রম এইরূপ লিখিয়াছেন,—

ভক্ত্যা জ্ঞানং ততো ভক্তিস্ততো দৃষ্টিস্ততশ্চ সা।
ততো মুক্তিস্ততো ভক্তিঃ সৈব স্যাৎ সুখরূপিণী।।

(অনুব্যাখ্যান ৩অঃ, ৪ পাঃ)

প্রথমে শ্রদ্ধারূপা ভক্তিদ্বারা সাধু-শাস্ত্রমুখে ভগবন্মাহাত্ম্য জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর অপরোক্ষ-সাধনীভূতা ভক্তির উদয় হয়, তদনন্তর অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর পরমা ভক্তি, তদনন্তর মুক্তি বা বিষ্ণুপাদাঙ্ঘ্রি লাভ হয়, তদনন্তর স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি উদিত হইয়া থাকে। ইহাই পরম সুখরূপিণী।

মুক্তো পি তদ্বশো নিত্যং ভূয়ো ভক্তি সমন্বিতঃ।
সাধ্যানন্দস্বরূপৈব ভক্তির্নৈবাত্র সাধনম্।।

(গীতা-তাৎপর্য্য ২ অঃ ১১ শ্লোক)

মুক্তপুরুষও নিত্য ভগবানের বশ্যরূপে অবস্থিত এবং প্রচুর ভক্তিযুক্ত। মুক্তপুরুষের ভক্তির নামই সাধ্যভক্তি, তাহা আনন্দস্বরূপিণী। ইহা সাধন-ভক্তি নহে।

ত্রিবিধ প্রমাণ—

শ্রীমন্মধ্ব-সিদ্ধান্ত-মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম—এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত। প্রত্যক্ষ সপ্তবিধ—(১) সাক্ষী (জীবস্বরূপ, 'অহং' ইত্যাকার জ্ঞান), (২) মন, (৩) চক্ষু, (৪) শ্রোত্র, (৫) ঘ্রাণ, (৬) রসনা এবং (৭) ত্বক্। সাক্ষী, আত্মস্বরূপ, অবিদ্যা, মন, মনবৃত্ত্যাত্মক মানস-জ্ঞান, কাল, আকাশ—এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুখ-দুঃখ মনের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষের বিষয়। মন ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্য সর্ব্ববিষয় অসাক্ষাতে প্রত্যক্ষ করে। সাক্ষী—নির্দ্দুষ্ট; কিন্তু চক্ষুরাদি প্রত্যক্ষের ব্যভিচার সম্ভব। প্রত্যক্ষ চারিপ্রকার—(১) ঈশ প্রত্যক্ষ, (২) লক্ষ্মী প্রত্যক্ষ, (৩) ব্রহ্মাদি-যোগী প্রত্যক্ষ ও (৪) মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-অযোগীর প্রত্যক্ষ। অনুমান—হেতু, উপপত্তি, যুক্তি, লিঙ্গ ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত হয়। লিঙ্গ-জ্ঞানে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান হয়। লিঙ্গজ্ঞানই অনুমান। বিরোধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি, বাধা প্রভৃতি দোষ অনুমানের ব্যভিচার উৎপাদন করে। এতদ্দোষসমূহ-নির্ম্মুক্ত হেতুই অর্থ-জ্ঞান প্রদান করিতে পারে। প্রত্যক্ষ এবং আগমের অনুকূল অনুমানই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। তদ্বিরুদ্ধ অনুমান অপ্রামাণিক। আগম—দ্বিবিধ; (১) অপৌরুষেয় ও (২) পৌরুষেয়। অপৌরুষেয়-আগম ঋগাদি বেদ, উপনিষদ্, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, পরিশিষ্ট ভাগ প্রভৃতি। পৌরুষের প্রমাণ, ইতিহাস, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি। ব্রহ্ম সূত্রানুসারেই বেদার্থ বক্তব্য। বেদের তাৎপর্য্যে সন্দেহ উপস্থিত হইলে পুরাণাদির অর্থানুসারেই বেদ-বচনের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—এই ষড়্ বিধ লিঙ্গদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইবে; ইহাদের উত্তরোত্তর প্রাবল্য। ইহাদের মধ্যে বহুবিধের প্রাবল্যের দ্বারাই শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ নিরূপণীয়। পুরাণ ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিক পুরাণই প্রমাণ, রাজস পুরাণগণের মধ্যেও যদি কোন কোন অংশ সাত্ত্বিক পুরাণ বচনের অনুকূল হয়, তাহা হইলে রাজস পুরাণের সেই অংশও প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে যে সকল অংশ সত্ত্ববিরুদ্ধভাব প্রকাশ করে, সেই সকল অংশ দৈত্য-মোহনের জন্য

কৃত হইয়াছে, সুতরাং তাহা সাত্ত্বিকগণের গ্রহণীয় নহে। তামসপুরাণ সমূহ দৈত্য- মোহনার্থই কল্পিত হইয়াছে। সর্ব্বপুরাণই সাত্ত্বিকের অনুকূল হইলেই প্রমাণ মধ্যে গণ্য।

পূর্ণপ্রজ্ঞের কতিপয় উপদেশ—

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠতা—

স নাম সুকৃতী লোকে কুলং তেনাভ্যলঙ্কৃতম্।
আধারঃ সর্ব্বভূতানাং যেন বিষ্ণুঃ প্রসাদিতঃ।।
(কৃষ্ণামৃতমহার্ণবম্ ৫)

—এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতী, তৎকর্ত্তৃকই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

কলৌ কলিমলধ্বংসি-সর্ব্বপাপহরং হরিম্।
যে র্চ্চয়ন্তি নরা নিত্যং তে পি বন্দ্যা যথা হরিঃ।।(ঐ ৭)

—কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলধ্বংসী সর্ব্বপাপবিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

বিষ্ণুপূজাই কর্ত্তব্য—

সমস্ত-লোকনাথস্য দেবদেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ পূজনং জন্মনঃ ফলম্।।(ঐ ১৪)

—নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

শ্রীনাম-মাহাত্ম্য—

নাম্নো স্তি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীজনঃ।।ব্রহ্মা।।
(শ্রীকৃষ্ণামৃত মহার্ণবম্ ৩৬)

মদীয় গুরুদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপহরণ করিতে শ্রীহরির নামের (আভাসের) যে পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতে পারে না।

হৃদি রূপং মুখে নাম নৈবেদ্যমদুরে হরেঃ।
পাদোদকঞ্চ নির্ম্মাল্যং মস্তকে যস্য সো চ্যুতঃ।।(ঐ ৪৪)

—যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।

কুরুক্ষেত্রেণ কিং তস্য কিং কাশ্যা পুষ্করেণ কিম্।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্।।(ঐ ৭২)

—যাঁহার জিহ্বাগ্রে "হরি" এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী বা পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

সা জিহ্বা যা হরিং স্তৌতি তচ্চিত্তং যত্তদর্পণম্।
তাবেব কেবলৌ শ্লাঘ্যৌ যৌ তৎপূজাকরৌ করৌ।। (ঐ ৭৪)

—সেই জিহ্বাই জিহ্বা—যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই চিত্ত—যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই হস্তদ্বয়ই কেবল শ্লাঘ্য—যে হস্তদ্বয় বিষ্ণুর পূজায় রত হইয়াছে।

দেবতান্তর পূজা নিষিদ্ধ—

স্বধর্ম্মন্তু পরিত্যজ্য পরধর্ম্মং চরেদ্ যথা।
তথা হরিং পরিত্যজ্য যো ন্যং দেবমুপাসতে।। (ঐ ১১৫)

—শ্রীহরিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য।

বিষ্ণুপূজাই কর্ত্তব্য—

যাবৎ স্বাস্থ্যং শরীরেষু করণেষু চ পাটবম্।
তাবদর্চ্চয় গোবিন্দমায়ুষ্যং সার্থকং কুরু।। (ঐ ১২১)

—যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়সকলে পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

স্মার্ত্তমত-নিরাস—

শ্বদৃতৌ পঞ্চগব্যঞ্চ দশম্যা দুষিতাং ত্যজেৎ।
একাদশীং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ পক্ষয়োরুভয়োরপি।। (ঐ ১২৯)

—দ্বিজ শ্রেষ্ঠগণ কুক্কুরচর্ম্মবিনির্ম্মিত পাত্রস্থিত পঞ্চগব্যের ন্যায় দশমী-বিদ্ধা উভয় পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।

অথবা মোহনার্থায় মোহিন্যা ভগবান্ হরিঃ।
অর্থিতঃ কারয়ামাস ব্যাসরূপী জনার্দ্দনঃ।।
ধনদার্চ্চাবিবৃদ্ধ্যর্থং মহাবিত্তলয়স্য চ।
অসুরাণাং মোহনার্থং পাষণ্ডানাং বিবৃদ্ধয়ে।।
আত্মস্বরূপাবিজ্ঞপ্ত্যৈ স্বলোকাপ্রাপ্তয়ে তথা।
এবং বিদ্ধাং পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যামুপবাসয়েৎ।। (ঐ ১৫০-১৫২)

—অথবা ব্যাসরূপী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি মোহিনীকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া (কামিগণের) মোহনার্থ, ধনাকাঙ্ক্ষায় অর্চ্চনার বৃদ্ধিহেতু, পরমার্থের লয় সাধননিমিত্ত, অসুরগণকে মোহন করিতে, পাষণ্ডগণের বৃদ্ধির জন্য আত্মস্বরূপ না জানাইবার অভিপ্রায়ে এবং বিষ্ণুলোক যাহাতে প্রাপ্তি না হয়, তন্নিমিত্ত ঐরূপ বিধান করাইয়াছিলেন। অতএব ঐরূপ বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করাইবে।

বরং স্বমাতৃগমনং বরং গোমাংসভক্ষণম্।
বরং হত্যা সুরাপানমেকাদশ্যন্নভক্ষণাৎ।। (ঐ ১৮০)

—স্ব-মাতৃগমন, গোমাংস-ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্ন ভোজন নিন্দনীয়।

তির্য্যক্‌পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সম্প্রাপ্তে মরণে পি বা।
ন চান্য নামবিক্রয়াৎ পরান্নারায়ণাদৃতে।। (ঐ ২২১)

—কখনও বক্রভাবে পুণ্ড্রক ধারণ করিবে না অথবা প্রাণ দিতে হইলেও পরাৎপর নারায়ণের নাম ভিন্ন অন্য দেবতার নাম উচ্চারণ করিবে না।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি নিষিদ্ধ—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালো পি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়।। (ঐ ২২৩)

—যাঁহার ললাটে সরল ও সুন্দর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও শুদ্ধাত্মা। তিনিই একমাত্র পূজ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবসেবার প্রাধান্য—

বিষ্ণোর্ভাগবতানাঞ্চ প্রতীপস্যাকৃতিঃ সদা।
পরস্পরবিরোধে তু বিশিষ্টস্যানুকূলতা।।
প্রিয়ং বিষ্ণোস্তদীয়ানামপি সর্ব্বং সমাচরেৎ।
ধর্ম্মমপ্যপ্রিয়ং তেষাং নৈবকিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।।
হরিভক্তাবনুচ্চস্তুবর্ণোচ্চোপি ন পূজ্যতে।।
(মঃ ভাঃ তাঃ নিঃ ২৯।২১)

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্টাচরণ কখনই করিবে না। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যস্থ উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিবে।।

বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রিয়কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মও যদি বৈষ্ণবগণের প্রীতিকর না হয়; তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ করিবে না।

নীচবর্ণকুলোদ্ভুতও হরিভক্ত হইলে পূজনীয় হন; হরিভক্ত না হইলে উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণও) পূজনীয় হন না।

বৃত্তব্রাহ্মণতাই স্বীকার্য্য—

আর্জ্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রো নার্জ্জবলক্ষণঃ।
গৌতমস্ত্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ।। (ছান্দোগ্যভাষ্যে)

ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত-গৌতম এইরূপ বৃত্ত বিচার দ্বারাই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

